

A decorative border of stylized white floral and leaf motifs surrounds the central text area on a green background.

সুনান আন-নাসাঈ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ

আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ (রহ)
সুনান আন-নাসাঈ
[দ্বিতীয় খণ্ড]

سُنَنِ النَّسَائِي

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭

সেল্স এন্ড সার্কুলেশান :

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com



ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৩৫
অগ্রহায়ণ ১৪২০
নভেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত চল্লিশ টাকা

Sunan An Nasayee (Vol. ii) Published by AKM Nazir Ahmad Director
Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and
Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 2005
Second Edition November 2013 Price Taka 340.00 only.

সূচীপত্র

অধ্যায় : ১১

কিতাবুল ইফতিতাহ (নামায শুরু করা)

অনুচ্ছেদ

১. নামায ২৩
২. তাকবীর বলার পূর্বে হাত উঠানো ২৩
৩. দুই কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন ২৪
৪. দুই কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন ২৫
৫. হাত উত্তোলনের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের অবস্থানস্থান ২৬
৬. দুই হাত প্রসারিত করে উত্তোলন ২৬
৭. প্রথম তাকবীর (তাহরীমা) বলা ফরয ২৬
৮. নামাযের শুরুতে যা পড়তে হবে ২৭
৯. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ২৮
১০. ইমাম যদি কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাত তার ডান হাতের উপর রাখতে দেখে ২৯
১১. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার স্থান ২৯
১২. নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা নিষেধ ৩০
১৩. নামাযে দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়ানো ৩১
১৪. নামায শুরু করার পর ইমামের ক্ষণিক নীরব থাকা ৩১
১৫. তাকবীর (তাহরীমা) ও কিরাআতের মাঝখানে দোয়া ৩২
১৬. তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া ৩২
১৭. তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া ৩৩
১৮. নামায শুরু করা ও কিরাআত পাঠের মাঝখানে আরেক রকম দোয়া ৩৫
১৯. তাকবীরে তাহরীমার পর আরেক দোয়া ৩৫
২০. অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করা ৩৬
২১. বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া ৩৭
২২. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' শব্দে পড়া বর্জন করা ৩৮
২৩. সূরা ফাতিহার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ বর্জন করা ৩৯

অনুচ্ছেদ

২৪. নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ৪০
২৫. সূরা ফাতিহার ফযীলাত ৪১
২৬. মহামহিম আল্লাহর বাণী : “আমি তোমাকে দান করেছি বারবার পঠিত সপ্তক এবং মহান কুরআন” (১৫ : ৮৭)-এর তাৎপর্য ৪২
২৭. ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন না তাতে মোক্তাদীদের কিরাআত (সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা) না পড়া ৪৩
২৮. ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোক্তাদীদের কিরাআত পাঠ না করা ৪৪
২৯. যে নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করা ৪৫
৩০. মহামহিম আল্লাহর বাণী : “যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোন এবং নীরব থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো” (৭ : ২০৪) -এর ব্যাখ্যা ৪৫
৩১. ইমামের কিরাআতই মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট ৪৬
৩২. যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না তার জন্য যা কিরাআতের পরিপূরক হতে পারে ৪৬
৩৩. ইমামের সশব্দে ‘আমীন’ বলা ৪৭
৩৪. ইমামের পিছনে ‘আমীন’ বলার নির্দেশ ৪৮
৩৫. ‘আমীন’ বলার ফযীলাত ৪৮
৩৬. ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় মোক্তাদী হাঁচি দিলে যা বলবে ৪৯
৩৭. কুরআন মজীদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫০
৩৮. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাহ নামাযের কিরাআত ৫৭
৩৯. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাহ নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়া ৫৮
৪০. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাহ নামায সংক্ষেপে পড়া ৫৮
৪১. ফজরের (ফরয) নামাযে সূরা আর-রুম তিলাওয়াত করা ৫৮
৪২. ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করা ৫৯
৪৩. ফজরের নামাযে সূরা ‘কাফ’ তিলাওয়াত করা ৫৯
৪৪. ফজরের নামাযে ‘ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত’ তিলাওয়াত করা ৬০
৪৫. ফজরের নামাযে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া ৬০
৪৬. সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার ফযীলাত ৬১
৪৭. জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত ৬১

অনুচ্ছেদ

৪৮. কুরআনের সিজদাসমূহ ৬২
- সূরা সাদ-এর সিজদা ৬২
৪৯. সূরা নাজম-এর সিজদা ৬৩
৫০. সূরা আন-নাজম-এ সিজদা না করা ৬৩
৫১. ইয়াস-সামাউনশাক্কাত সূরায় সিজদা ৬৪
৫২. ইকরা বিসমি রব্বিকা সূরায় সিজদা ৬৫
৫৩. ফরয নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা করা ৬৬
৫৪. দিনের নামাযের কিরাআত ৬৬
৫৫. যুহরের নামাযের কিরাআত ৬৭
৫৬. যুহরের নামাযের প্রথম রাক্‌আতে দীর্ঘ কিয়াম করা ৬৭
৫৭. ইমাম কর্তৃক যুহরের নামাযের কিরাআত শুনানো ৬৮
৫৮. যুহরের দ্বিতীয় রাক্‌আতের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা ৬৯
৫৯. যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতের কিরাআত ৬৯
৬০. আসরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতের কিরাআত ৭০
৬১. কিয়াম ও কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা ৭১
৬২. মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ছোট সূরা পড়বে ৭২
৬৩. মাগরিবের নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পাঠ করা ৭২
৬৪. মাগরিবের নামাযে সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করা ৭৩
৬৫. মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তুর পাঠ করা ৭৩
৬৬. মাগরিবের নামাযে 'হা-মীম আদ-দুখান' সূরা পাঠ করা ৭৪
৬৭. মাগরিবের নামাযে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাদ' পাঠ করা ৭৪
৬৮. মাগরিবের নামাযের পরবর্তী দুই রাক্‌আতের কিরাআত ৭৫
৬৯. নামাযে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা পড়ার ফযীলাত ৭৬
৭০. এশার নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পাঠ করা ৭৭
৭১. এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' সূরা পাঠ করা ৭৮
৭২. এশার নামাযে সূরা 'আত-তীন' পাঠ করা ৭৮
৭৩. এশার নামাযের প্রথম রাক্‌আতের কিরাআত ৭৯
৭৪. প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘ করা ৭৯
৭৫. একই রাক্‌আতে দু'টি সূরা পাঠ করা ৮০
৭৬. নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়া ৮১

অনুচ্ছেদ

৭৭. আযাব সম্পর্কিত আয়াতে পৌঁছে নামাযীর ক্ষমা প্রার্থনা করা ৮২
৭৮. রহমাতের আয়াত তিলাওয়াতের পর নামাযীর দোয়া করা ৮২
৭৯. একই আয়াত বারবার পড়া ৮৩
৮০. মহামহিম আল্লাহর বাণী “তোমার নামাযে কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না” (১৭ : ১১০) ৮৩
৮১. উচ্চস্বরে কুরআন পড়া ৮৪
৮২. সুউচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়া ৮৫
৮৩. সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা ৮৫
৮৪. রুকু করার তাকবীর ৮৭
৮৫. রুকুতে যেতে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উত্তোলন করা ৮৮
৮৬. রুকুতে যেতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করা ৮৮
৮৭. দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠানো বর্জন করা ৮৯
৮৮. রুকুতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা ৮৯
৮৯. সুষ্ঠুভাবে রুকু করা (ইতিদাল) ৮৯

অধ্যায় : ১২

(কিতাবুত তাতবীক)

রুকু ও তাশাহুদে দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে স্থাপন ৯১

১. তা রহিত হয়েছে ৯২
২. রুকু অবস্থায় হাঁটু ধরে রাখা ৯৩
৩. রুকু অবস্থায় দুই হাতের তালু রাখার স্থান ৯৩
৪. রুকু অবস্থায় দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ রাখার স্থান ৯৪
৫. রুকু অবস্থায় বগলদ্বয় ফাঁকা রাখা ৯৫
৬. রুকুতে ভারসাম্য বজায় রাখা ৯৫
৭. রুকুতে কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ ৯৫
৮. রুকুতে রক্বুল আলামীনের মহত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা ৯৭
৯. রুকুর দোয়া ৯৭
১০. রুকুতে আরেক রকম দোয়া ৯৮
১১. রুকুতে আরেক রকম দোয়া ৯৮
১২. রুকুতে আরেক রকম দোয়া ৯৮

অনুচ্ছেদ

১৩. রুকূর আরেক রকম দোয়া ৯৯
১৪. রুকূর আরেক রকম দোয়া ৯৯
১৫. রুকূতে দোয়া না পড়ার অবকাশ আছে ১০০
১৬. পূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ১০১
১৭. রুকূ থেকে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন ১০১
১৮. রুকূ থেকে উঠতে দুই কানের লতি বরাবর দুই হাত উত্তোলন ১০২
১৯. রুকূ থেকে উঠতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন ১০২
২০. হস্তদ্বয় উত্তোলন ত্যাগ করার অবকাশ আছে ১০৩
২১. ইমাম রুকূ থেকে তার মাথা তোলার সময় যা বলবেন ১০৩
২২. মোজাদীগণ যা বলবে ১০৪
২৩. মোকতাদীর কথা-রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্দ ১০৫
২৪. রুকূ থেকে মাথা উঠানো এবং সিজদায় যাওয়ার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ১০৬
২৫. রাসূলুল্লাহ  দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন ১০৭
২৬. রুকূর পরে দোয়া কুনূত পাঠ ১০৮
২৭. ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ ১০৯
২৮. যুহরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ ১১০
২৯. মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ ১১১
৩০. দোয়া কুনূতের মধ্যে অভিসম্পাত করা ১১১
৩১. দোয়া কুনূতে মোনাফিকদের অভিসম্পাত করা ১১২
৩২. দোয়া কুনূত পাঠ বর্জন করা ১১২
৩৩. সিজদা করার জন্য কংকর ঠাঙ্গ করা ১১৩
৩৪. সিজদায় যেতে তাকবীর বলা ১১৩
৩৫. কিভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়বে? ১১৪
৩৬. সিজদার জন্য হাত উঠানো ১১৪
৩৭. সিজদার সময় দুই হাত উত্তোলন বর্জন করা ১১৫
৩৮. সিজদা করার সময় সর্বপ্রথম যে অঙ্গ জমীনে রাখতে হয় ১১৬
৩৯. সিজদায় হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলের সাথে রাখা ১১৭
৪০. কতো অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করবে? ১১৭
৪১. পূর্বোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা ১১৭
৪২. সিজদায় কপাল জমীনে স্থাপন ১১৮

অনুচ্ছেদ

৪৩. সিজদায় নাক জমীনে স্থাপন ১১৮
৪৪. সিজদায় দুই হাত জমীনে স্থাপন ১১৮
৪৫. সিজদায় দুই হাঁটু জমীনে স্থাপন ১১৯
৪৬. সিজদায় দুই পায়ের পাতা জমীনে স্থাপন ১১৯
৪৭. সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা ১২০
৪৮. সিজদারত অবস্থায় পদদ্বয়ের আগুলসমূহ খাড়া করে রাখা ১২০
৪৯. সিজদারত অবস্থায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান ১২১
৫০. সিজদারত অবস্থায় দুই বাহু জমীনে ছড়িয়ে রাখা নিষেধ ১২১
৫১. সিজদা করার নিয়ম ১২২
৫২. সিজদারত অবস্থায় অঙ্গসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা ১২৩
৫৩. ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিজদা করা ১২৩
৫৪. সিজদারত অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা ১২৪
৫৫. নামাযে কাকের ন্যায় ঠোকর মারা নিষেধ ১২৪
৫৬. সিজদারত অবস্থায় মাথার চুল জড়িয়ে ধরা নিষেধ ১২৫
৫৭. যে ব্যক্তি চুল বেণী করে নামায পড়ে তার দৃষ্টান্ত ১২৫
৫৮. সিজদারত অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র একত্র করা নিষেধ ১২৬
৫৯. কাপড়ের উপর সিজদা করা ১২৬
৬০. পূর্ণাঙ্গভাবে সিজদা করার নির্দেশ ১২৬
৬১. সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়া নিষেধ ১২৭
৬২. সিজদাবনত অবস্থায় যথাসাধ্য বেশি করে দোয়া পড়তে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ১২৭
৬৩. সিজদাবনত অবস্থায় দোয়া করা ১২৮
৬৪. আরেক রকমের দোয়া ১২৯
৬৫. আরেক রকমের দোয়া ১২৯
৬৬. আরেক রকমের দোয়া ১৩০
৬৭. আরেক রকম দোয়া ১৩০
৬৮. আরেক রকম দোয়া ১৩১
৬৯. আরেক রকম দোয়া ১৩১
৭০. আরেক প্রকার দোয়া ১৩২
৭১. আরেক রকম দোয়া ১৩২
৭২. আরেক রকম দোয়া ১৩৩

অনুচ্ছেদ

৭৩. আরেক রকম দোয়া ১৩৩
৭৪. আরেক রকম দোয়া ১৩৪
৭৫. আরেক প্রকার দোয়া ১৩৫
৭৬. সিজদার তাসবীহ-এর সংখ্যা ১৩৫
৭৭. সিজদায় যিকির না করার অবকাশ ১৩৬
৭৮. যে অবস্থায় বান্দা মহামহিম আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয় ১৩৮
৭৯. সিজদার ফযীলাত ১৩৮
৮০. যে ব্যক্তি মহামহিমাবিত আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তার সওয়াব ১৩৮
৮১. সিজদার স্থান ১৩৯
৮২. এক সিজদা অপর সিজদা থেকে দীর্ঘায়িত করা জায়েয কি? ১৪০
৮৩. সিজদা থেকে উঠতে তাকবীর বলা ১৪১
৮৪. প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাত উপরে উত্তোলন ১৪১
৮৫. দুই সিজদার মাঝখানে তা পরিহার করা ১৪২
৮৬. দুই সিজদার মাঝখানে দোয়া পাঠ ১৪২
৮৭. দুই সিজদার মাঝখানে মুখমুগল বরাবর দুই হাত উত্তোলন ১৪৩
৮৮. দুই সিজদার মাঝখানে কিভাবে বসবে? ১৪৪
৮৯. দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ের পরিমাণ ১৪৪
৯০. সিজদার জন্য তাকবীর বলা ১৪৪
৯১. দুই সিজদার পর দাঁড়ানোর পূর্বে সোজা হয়ে বসা ১৪৫
৯২. উঠে দাঁড়ানোর জন্য মাটিতে ভর দেয়া ১৪৬
৯৩. ভূমি থেকে দুই হাঁটু উঠাবার পূর্বে দুই হাত উঠানো ১৪৭
৯৪. উঠার সময় তাকবীর বলা ১৪৭
৯৫. প্রথম তাশাহুদে বসার নিয়ম ১৪৮
৯৬. তাশাহুদ পাঠের জন্য বসতে (ডান) পায়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখবে ১৪৮
৯৭. তাশাহুদের প্রথম বৈঠকে দুই হাত রাখার স্থান ১৪৯
৯৮. তাশাহুদের সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান ১৪৯
৯৯. প্রথমবারের তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ১৫০
১০০. প্রথম তাশাহুদ কিরূপ? ১৫০
১০১. ভিন্নতর তাশাহুদ ১৫৫

অনুচ্ছেদ

১০২. ভিন্নতর তাশাহ্‌হুদ ১৫৬
১০৩. আরেক রকম তাশাহ্‌হুদ ১৫৭
১০৪. আরেক রকম তাশাহ্‌হুদ ১৫৮
১০৫. তাশাহ্‌হুদের প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা ১৫৮
১০৬. (ভুলবশত) প্রথম তাশাহ্‌হুদ পরিত্যক্ত হলে ১৫৯

অধ্যায় : ১৩

কিতাবুস সাহবি (সাহ্‌ সিজদা)

১. দুই রাক্‌আতশেষে (পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য) দাঁড়াতে তাকবীর বলবে ১৬১
২. পরবর্তী দুই রাক্‌আতের জন্য (বসা থেকে) উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করা ১৬২
৩. পরবর্তী দুই রাক্‌আত পড়তে উঠার সময় নামাযীর দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন ১৬২
৪. নামাযে দুই হাত উত্তোলন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা ১৬৩
৫. নামাযরত অবস্থায় হাত তুলে ইশারায় সালাম দেয়া ১৬৪
৬. নামাযরত অবস্থায় ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া ১৬৫
৭. নামাযরত অবস্থায় কংকর সরানো নিষেধ ১৬৬
৮. একবার কংকর সরানোর অনুমতি আছে ১৬৭
৯. নামাযরত অবস্থায় আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ ১৬৭
১০. নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো কঠোরভাবে নিষেধ ১৬৮
১১. নামাযরত অবস্থায় ডানে বা বামে তাকানোর অনুমতি সম্পর্কে ১৬৯
১২. নামাযরত অবস্থায় সাপ-বিছা ইত্যাদি হত্যা করা ১৭০
১৩. নামাযরত অবস্থায় শিশুদের বহন করা ও নামিয়ে রেখে দেয়া ১৭১
১৪. (নামাযরত অবস্থায়) হালকাপদে সামনের দিকে হাঁটা ১৭১
১৫. নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া ১৭২
১৬. নামাযরত অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহ' বলা ১৭২
১৭. নামাযরত অবস্থায় গলা ঝাঁকারি দেয়া ১৭৩
১৮. নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা ১৭৪
১৯. নামাযরত অবস্থায় ইবলীসকে অভিসম্পাত করা এবং এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ১৭৪
২০. নামাযরত অবস্থায় কথা বলা ১৭৫
২১. কোন ব্যক্তি দুই রাক্‌আতের পর ভুলবশত তাশাহ্‌হুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে সে কি করবে? ১৭৯

অনুচ্ছেদ

২২. কোন ব্যক্তি দুই রাক্‌আত পড়ার পর ভুলবশত সালাম ফিরালে এবং কথা বললে ১৮০
২৩. দু'টি সাহ্‌ সিজদা সম্পর্কিত হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ১৮৪
২৪. নামাযী সন্দেহে পতিত হলে যতো রাক্‌আত পড়েছে বলে ধারণা হয় তাকেই ভিত্তি বানাবে ১৮৬
২৫. সন্দেহের বেলায় চিন্তা করা ১৮৭
২৬. কেউ পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়লে কি করবে? ১৯২
২৭. কোন ব্যক্তি তার নামাযের কিছু ভুলে গেলে কি করবে? ১৯৪
২৮. তাকবীর বলে সাহ্‌ সিজদা করা। ১৯৪
২৯. তাশাহ্‌হুদের শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম। ১৯৫
৩০. দুই বাহ্‌ রাখার স্থান ১৯৬
৩১. দুই কনুই রাখার স্থান ১৯৬
৩২. দুই হাতের তালু রাখার স্থান ১৯৭
৩৩. তর্জনী ব্যতীত ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ১৯৮
৩৪. ডান হাতের দুই আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কুণ্ডলী বানানো ১৯৮
৩৫. বাম হাত হাঁটুতে ছড়িয়ে রাখা ১৯৯
৩৬. তাশাহ্‌হুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ২০০
৩৭. দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা নিষেধ এবং কোন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে? ২০০
৩৮. তর্জনী দ্বারা ইশারা করার সময় তা ঝুঁকানো ২০১
৩৯. ইশারা করার সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান এবং তর্জনী নাড়াচাড়া করা ২০১
৪০. নামাযে দোয়ার মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা নিষেধ ২০২
৪১. তাশাহ্‌হুদ পড়া ওয়াজিব ২০২
৪২. কুরআনের সূরা শিখানোর মতো তাশাহ্‌হুদ শিক্ষাদান ২০৩
৪৩. তাশাহ্‌হুদ কিরূপ? ২০৩
৪৪. আরেক রকমের তাশাহ্‌হুদ ২০৪
৪৫. আরেক রকম তাশাহ্‌হুদ ২০৫
৪৬. নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পাঠ ২০৬
৪৭. নবী ﷺ-এর উপর সালাম পেশের ফযীলাত ২০৬
৪৮. নামাযে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা এবং নবী ﷺ-এর উপর দুরুদ পাঠ করা ২০৭

অনুচ্ছেদ

৪৯. নবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পাঠের নির্দেশ ২০৭
৫০. নবী ﷺ-এর প্রতি কিভাবে দুরূদ পেশ করবে? ২০৮
৫১. আরেক ধরনের দুরূদ ২০৯
৫২. আরেক ধরনের দুরূদ ২১১
৫৩. আরেক রকম দুরূদ ২১২
৫৪. আরেক ধরনের দুরূদ ২১২
৫৫. নবী ﷺ উপর দুরূদ পাঠের ফযীলাত ২১৩
৫৬. নবী ﷺ -এর উপর দুরূদ পাঠের পর (নামাযে) যে কোন দোয়া পড়ার অবকাশ এসঙ্গে ২১৪
৫৭. তাশাহুদেদের পর যিকির এসঙ্গে ২১৫
৫৮. যিকিরের পর দোয়া (দোয়া মাছুরা) ২১৫
৫৯. আরেক রকমের দোয়া ২১৭
৬০. আরেক রকমের দোয়া ২১৭
৬১. আরেক রকমের দোয়া ২১৮
৬২. আরেক রকমের দোয়া ২১৮
৬৩. নামাযে আশ্রয় প্রার্থনা ২২০
৬৪. আরেক রকম দোয়া ২২১
৬৫. তাশাহুদেদের পর আরেক রকম দোয়া ২২২
৬৬. নামাযে ঘাটতি করা ২২৩
৬৭. নামাযের জন্য সর্বনিম্ন যতোটুকু শর্ত পালন যথেষ্ট হতে পারে ২২৩
৬৮. সালাম ফিরানো ২২৬
৬৯. সালাম ফিরানোর সময় দুই হাত রাখার স্থান ২২৭
৭০. ডানদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে ২২৭
৭১. বামদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে ২২৮
৭২. সালাম ফিরাতে দুই হাতে ইশারা করা ২৩০
৭৩. ইমাম সালাম ফিরালে তখন মোজাদীও সালাম ফিরাবে ২৩০
৭৪. নামায শেষ করার পর সিজদা করা ২৩১
৭৫. সালাম ফিরানো ও কথাবার্তা বলার পড় দু'টি সাহ সিজদা করা ২৩২
৭৬. দু'টি সাহ সিজদা করার পর সালাম ফিরানো ২৩২
৭৭. সালাম ফিরানোর পর উঠে যাওয়ার পূর্বে ইমামের কণিক বসে থাকা ২৩৩

অনুচ্ছেদ

৭৮. সালাম ফিরানোর পর উঠে চলে যাওয়া ২৩৪
৭৯. ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা ২৩৪
৮০. নামাযের সালাম ফিরানোর পর সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠের নির্দেশ ২৩৪
৮১. সালাম ফিরানোর পর ক্ষমা প্রার্থনা করা ২৩৫
৮২. ক্ষমা প্রার্থনার পর দোয়া পড়া ২৩৫
৮৩. সালাম ফিরানোর পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া ২৩৫
৮৪. সালাম ফিরানোর পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও দোয়ার পরিমাণ ২৩৬
৮৫. নামাযের পর পড়ার আরেকটি দোয়া ২৩৭
৮৬. পূর্বোক্ত দোয়া কতবার পড়বে? ২৩৮
৮৭. সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া ২৩৮
৮৮. সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া ২৩৯
৮৯. নামাযশেষে পড়ার আরেক রকম দোয়া ২৩৯
৯০. নামায পড়ার পর আশ্রয় প্রার্থনা করা ২৪০
৯১. সালাম ফিরানোর পর কতবার তাসবীহ পড়বে? ২৪১
৯২. তাসবীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা ২৪২
৯৩. তাবসীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা ২৪২
৯৪. তাসবীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা ২৪৩
৯৫. আরেক রকমের দোয়া ২৪৪
৯৬. আরেক প্রকার দোয়া ২৪৫
৯৭. তাসবীহ গণনা করা ২৪৫
৯৮. সালাম ফিরানোর পর কপাল মোছা বর্জন করা ২৪৫
৯৯. সালাম ফিরানোর পর ইমামের জায়নামাযে বসে থাকা ২৪৬
১০০. নামায শেষ করে ফিরে বসা ২৪৭
১০১. নামাযশেষে মহিলাদের উঠে চলে যাওয়ার সময় ২৪৮
১০২. নামাযশেষে ইমামের আগে চলে যাওয়া নিষেধ ২৪৮
১০৩. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং ইমামের চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে তার সওয়াব ২৪৯
১০৪. ইমামের জন্য লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি আছে ২৫০
১০৫. কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি নামায পড়েছো, সে কি বলবে, না? ২৫১

অধ্যায় : ১৪

অনুচ্ছেদ কিতাবুল জুমু'আ (জুমুআর নামায)

১. জুমু'আর নামায ওয়াজিব (ফরয) ২৫৩
২. জুমু'আর নামায ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারি ২৫৪
৩. কোন ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআর নামায ত্যাগ করলে তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) ২৫৬
৪. জুমুআর দিনের ফযীলাত প্রসঙ্গ ২৫৬
৫. জুমুআর দিন নবী ﷺ-এর প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরুদ পাঠ করা ২৫৬
৬. জুমুআর দিন মেসওয়াক করার নির্দেশ ২৫৭
৭. জুমুআর দিন গোসল করার নির্দেশ ২৫৭
৮. জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব ২৫৮
৯. জুমুআর দিন গোসল না করারও অনুমতি আছে ২৫৮
১০. জুমুআর দিন গোসল করার ফযীলাত ২৫৯
১১. জুমুআর দিনের পোশাক ২৫৯
১২. পদব্রজে জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত ২৬০
১৩. সকাল সকাল জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত ২৬১
১৪. জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত ২৬২
১৫. জুমুআর নামাযের আযান ২৬৪
১৬. জুমুআর দিন ইমাম খোতবা দিতে বের হওয়ার পর কেউ এসে উপস্থিত হলে সে সুন্নাত নামায পড়বে কিনা ২৬৫
১৭. ইমামের খোতবা দেয়ার স্থান ২৬৫
১৮. ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিবেন ২৬৬
১৯. ইমামের কাছাকাছি বসার ফযীলাত ২৬৬
২০. জুমুআর দিন ইমামের খোতবাদানরত অবস্থায় মানুষের ঘাড় উপরে সামনে যাওয়া নিষেধ ২৬৭
২১. ইমামের খোতবা দানকালে কেউ এসে উপস্থিত হলে তার সুন্নাত নামায পড়া সম্পর্কে ২৬৭
২২. জুমুআর দিন নীরবে খোতবা শ্রবণ ২৬৮
২৩. জুমুআর দিন নীরবতা অবলম্বন ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার ফযীলাত ২৬৮
২৪. খোতবার ধরন ২৬৯
২৫. ইমাম তার জুমুআর খুতবায় ঐ দিন গোসল করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন ২৭০

অনুচ্ছেদ

২৬. ইমাম সাহেব জুমুআর দিন তার খোতবায় দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন ২৭১
২৭. মিম্বারের উপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের নিজ প্রজাসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দান ২৭২
২৮. খুতবায় কুরআন পড়া ২৭৩
২৯. খোতবাদানরত অবস্থায় ইশারা করা ২৭৩
৩০. জুমু'আর দিন খোতবা শেষ না করে নিজ বক্তব্য স্থগিত রেখে ইমামের মিম্বার থেকে অবতরণ এবং পুনরায় খোতবা দিতে মিম্বারে আরোহণ ২৭৩
৩১. খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ২৭৪
৩২. কয়টি খোতবা দিতে হবে? ২৭৪
৩৩. দুই খোতবার মাঝখানে বসার মাধ্যমে বিরতি দেয়া ২৭৫
৩৪. দুই খোতবার মাঝখানে বসা অবস্থায় নীরব থাকবে ২৭৫
৩৫. দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া ও যিকির করা ২৭৬
৩৬. মিম্বার থেকে নামার পর কথা বলা বা দাঁড়িয়ে থাকা ২৭৬
৩৭. জুমুআর নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৭৬
৩৮. জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করা ২৭৭
৩৯. জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করা ২৭৭
৪০. জুমুআর নামাযের কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২৭৮
৪১. যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকআত পেলো ২৭৮
৪২. জুমুআর নামাযের পর মসজিদে কতো রাকআত পড়বে? ২৭৯
৪৩. জুমুআর নামাযের পর ইমামের আরো নামায পড়া ২৭৯
৪৪. জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাকআত নামায দীর্ঘ করে পড়া ২৭৯
৪৫. জুমুআর দিন যে সময়টিতে দোয়া কবুল হয় তার বিবরণ ২৮০

অধ্যায় : ১৫

কিতাবু তাকসীরিস্ সালাত ফিস্-সাফার (সফরে নামায কসর করা)

১. (কসর নামায) ২৮৫
২. মক্কায় (মদীনাবাসীর) নামায ২৮৮
৩. মিনায় নামায পড়া ২৮৯
৪. যতোখানি দূরত্বের সফরে নামায কসর পড়া যায় ২৯১
৫. সফরে নফল নামায ত্যাগ করা ২৯২

অধ্যায় ৪ ১৬

কিতাবুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ)

অনুচ্ছেদ

১. সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ২৯৫
২. সূর্যগ্রহণকালে তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া-দুরুদ পড়া ২৯৫
৩. সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ ২৯৬
৪. চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ ২৯৬
৫. চন্দ্র ও সূর্য সম্পূর্ণ গ্রাসযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকার নির্দেশ ২৯৭
৬. চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ) পড়ার জন্য ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ ২৯৭
৭. সালাতুল কুসূফে (সূর্যগ্রহণের নামাযে) কাতারবন্দী হওয়া ২৯৮
৮. সালাতুল কুসূফের (সূর্যগ্রহণের নামাযের) নিয়ম ২৯৮
৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম ২৯৯
১০. সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম ২৯৯
১১. সালাতুল কুসূফের আয়েশা (রা) বর্ণিত আরেক নিয়ম ৩০১
১২. একই নামাযের আরেক নিয়ম ৩০৪
১৩. কুসূফের নামাযের আরেক নিয়ম ৩০৬
১৪. সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম ৩০৮
১৫. সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম ৩১০
১৬. সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম ৩১১
১৭. কুসূফের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ ৩১৫
১৮. সালাতুল কুসূফে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়া ৩১৭
১৯. উক্ত নামাযে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ বর্জন করা ৩১৭
২০. সালাতুল কুসূফে সিজদার তাসবীহ ৩১৭
২১. সালাতুল কুসূফের তাশাহুদ ও সালাম ৩১৯
২২. সালাতুল কুসূফ পড়ার পর মিষারের উপর বসা ৩২১
২৩. কুসূফের নামাযের খোতবা কিরূপ হবে? ৩২২
২৪. চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া পড়ার নির্দেশ ৩২৩
২৫. চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ চলাকালে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ ৩২৪

অধ্যায় : ১৭

কিতাবুল ইসতিসকা (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা)

অনুচ্ছেদ

১. ইমাম কখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন? ৩২৫
২. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমামের ঈদগাহে যাওয়া ৩২৬
৩. যে অবস্থায় ইমামের নামাযের জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়া মুস্তাহাব ৩২৬
৪. বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে ইমামের মিম্বারের উপর বসা ৩২৭
৫. বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ উপস্থিত লোকজনের দিকে রাখা ৩২৭
৬. বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে পরিধান করা ৩২৮
৭. ইমাম কখন তার চাদর উল্টিয়ে পরবেন? ৩২৮
৮. ইমামের হাত উপরে তুলে দোয়া করা ৩২৮
৯. ইমাম দোয়ার সময় কিভাবে হাত তুলবেন ৩২৯
১০. দোয়া সম্পর্কে ৩৩০
১১. দোয়া করার পর নামায পড়া ৩৩০
১২. ইসতিসকার নামায কতো রাকআত? ৩৩০
১৩. ইসতিসকার নামায পড়ার নিয়ম ৩৩৪
১৪. ইসতিসকার নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ ৩৩৪
১৫. বৃষ্টি বর্ষণকালে দোয়া পড়া ৩৩৫
১৬. তারকার সাথে বৃষ্টি বর্ষণকে সংশ্লিষ্ট করা অন্যায় ৩৩৫
১৭. বৃষ্টিতে ক্ষতির আশংকা হলে তা মওকুফের জন্য ইমামের দোয়া করা ৩৩৬
১৮. বৃষ্টি বন্ধের জন্য ইমামের হাত তুলে দোয়া করা ৩৩৭

অধ্যায় : ১৮

কিতাবু সালাতিল খাওফ (শংকাকালীন নামায) ৩৩৯

অধ্যায় : ১৯

কিতাবু সালাতিল ঈদায়েন (দুই ঈদের নামায)

১. (উৎসবের দুই দিন) ৩৫৫
২. সকাল সকাল দুই ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা ৩৫৫
৩. কিশোরী, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযগ্রস্ত নারীদের দুই ঈদের নামাযে গমন ৩৫৬
৪. হায়েযগ্রস্ত নারীদের জনগণের নামাযের স্থান থেকে পৃথক অবস্থান ৩৫৬
৫. দুই ঈদের দিন সাজসজ্জা করা ৩৫৭

অনুচ্ছেদ

৬. ঈদের দিন ইমামের পূর্বে নামায পড়া ৩৫৮
৭. দুই ঈদের নামাযে আযান নাই ৩৫৮
৮. ঈদের দিনের (ঈদের নামাযের) খোতবা ৩৫৮
৯. খোতবা দেয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তে হবে ৩৫৯
১০. বর্ষা সামনে স্থাপন করে দুই ঈদের নামায পড়া ৩৫৯
১১. দুই ঈদের নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩৬০
১২. দুই ঈদের নামাযে সূরা কাফ ও সূরা ইকতারাবাত পড়া ৩৬০
১৩. দুই ঈদের নামাযে সূরা সাক্বিহিসমা রক্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া" তিলাওয়াত করা ৩৬০
১৪. দুই ঈদের নামাযের পর খোতবা দেয়া ৩৬১
১৫. দুই ঈদের নামাযের খোতবা শোনার জন্য বসার চলে যাওয়ার অনুমতি আছে ৩৬১
১৬. দুই ঈদের খোতবা দেয়ার জন্য উত্তম পোশাক পরা ৩৬২
১৭. উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খোতবা দেয়া ৩৬২
১৮. দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের খোতবা দেয়া ৩৬২
১৯. মানুষের সাথে ভর দিয়ে ইমামের খোতবা দেয়া ৩৬৩
২০. জনগণের দিকে মুখ করে ইমামের খোতবা (ভাষণ) দেয়া ৩৬৪
২১. নীরবে খোতবা শুনবে ৩৬৪
২২. খোতবার (ভাষণের) ধরন বা নিয়ম ৩৬৪
২৩. ইমাম তার খোতবায় দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন ৩৬৫
২৪. পরিমিত খোতবা (ভাষণ) ৩৬৭
২৫. দুই খোতবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরবতা অবলম্বন ৩৬৭
২৬. দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া এবং তাতে যিকির (দোয়া) করা ৩৬৮
২৭. খোতবা সমাপ্ত করার পূর্বে মিস্বার থেকে ইমামের অবতরণ ৩৬৮
২৮. খোতবা দেয়ার পর ইমামের মহিলাদের উদ্দেশে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজ-নসীহত করা এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত করা ৩৬৯
২৯. দুই ঈদের নামাযের আগে বা পরে নামায পড়া ৩৬৯
৩০. ঈদের দিন ইমামের পশু যবেহ করা এবং তার যবেহকৃত পশুর সংখ্যা ৩৭০
৩১. দুই ঈদ একত্র হওয়া এবং তাতে উপস্থিত থাকা ৩৭০
৩২. যে ব্যক্তি ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করেছে তার জন্য জুমুআর নামাযে অনুপস্থিত থাকার অবকাশ আছে ৩৭১

অনুচ্ছেদ

৩৩. ঈদের দিন দুফ বাজানো ৩৭২
৩৪. ঈদের দিন ইমামের উপস্থিতিতে খেলাধুলা করা ৩৭২
৩৫. ঈদের দিন মসজিদে খেলাধুলা করা এবং মহিলাদের তা উপভোগ করা ৩৭২
৩৬. ঈদের দিন সংগীত শোনা ও দুফ বাজানোর অনুমতি প্রসঙ্গে ৩৭৩

অধ্যায় ৪ ২০

কিতাব কিয়ামিল লাইল (রাত ও দিনের নফল নামায)

১. ঘরে (নফল) নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং তার ফযীলাত ৩৭৫
২. কিয়ামুল লাইল (নৈশ ইবাদত) ৩৭৬
৩. যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রাতে ইবাদত করে তার প্রতিদান ৩৭৯
৪. রমযান মাসের নৈশ ইবাদত (তারাবীহ নামায) ৩৮০
৫. (রমযান মাসের রাতসমূহে) নৈশ ইবাদতে রত থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান ৩৮২
৬. রাতের নামাযের ফযীলাত ৩৮৪
৭. সফরে রাতের বেলা (নফল) নামায পড়ার ফযীলাত ৩৮৫
৮. রাতে নফল নামায পড়ার ওয়াক্ত ৩৮৬
৯. কিসের মাধ্যমে নৈশ ইবাদত শুরু করবে? ৩৮৬
১০. রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি কিভাবে দাতন করতেন? ৩৮৯
১১. উপরোক্ত হাদীস আবু হাসীন উছমান ইবনে আসেম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৩৮৯
১২. রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায কিসের দ্বারা শুরু করতে হবে? ৩৯০
১৩. রাসূলুল্লাহ -এর রাতের নামাযের আলোচনা ৩৯১
১৪. আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রাতের নামাযের বর্ণনা ৩৯৩
১৫. আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর নামায এবং সুলায়মান আত-তায়মী (র) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৩৯৩
১৬. সারা রাত জেগে ইবাদত করা ৩৯৫
১৭. সারা রাত ইবাদত করা সংক্রান্ত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ৩৯৬
১৮. দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে কিরূপ করবে? এ সম্পর্কিত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৩৯৮
১৯. বসে নফল নামায পড়া। আবু ইসহাক (র) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ৪০২

অনুচ্ছেদ

২০. বসে পড়া নামাযের তুলনায় দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক ৪০৪
২১. শোয়া অবস্থায় পড়া নামাযের তুলনায় বসে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক ৪০৪
২২. বসে কিভাবে নামায পড়বে? ৪০৫
২৩. রাতের (নফল) নামাযের কিরাআতের বর্ণনা ৪০৫
২৪. স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার তুলনায় অস্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার অধিক ফযীলাত ৪০৬
২৫. রাতের নফল নামাযের কিয়াম, রুকু, রুকুর পরে দাঁড়ানো, সিজদা ও উভয় সিজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাণে সমতা রক্ষা করা ৪০৬
২৬. রাতের নামায পড়ার নিয়ম ৪০৮
২৭. বেতের নামায পড়ার নির্দেশ ৪১০
২৮. ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে উৎসাহদান ৪১১
২৯. এক রাতে দুইবার বেতের নামায পড়ার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা ৪১২
৩০. বেতের নামাযের ওয়াক্ত ৪১২
৩১. ভোর হওয়ার পূর্বে বেতের নামায পড়ার নির্দেশ ৪১৩
৩২. ফজরের আযান হওয়ার পর বেতের নামায পড়া ৪১৪
৩৩. যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়া ৪১৪
৩৪. বেতের নামাযের রাক্আত সংখ্যা ৪১৫
৩৫. এক রাক্আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে? ৪১৬
৩৬. তিন রাক্আত বেতের নামায পড়ার নিয়ম ৪১৭
৩৭. বেতের নামায সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যকার শাব্দিক পার্থক্য ৪১৮
৩৮. উক্ত হাদীস আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ৪২০
৩৯. ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস হাবীব ইবনে আবু ছাবিত (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ৪২০
৪০. বেতের নামায সম্পর্কে আবু আইউব (রা)-এর হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ৪২২
৪১. পাঁচ রাক্আত বেতের কিভাবে পড়বে? বেতের সংক্রান্ত হাদীস আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৪২৪
৪২. সাত রাক্আত বেতের কিভাবে পড়বে ৪২৫
৪৩. নয় রাক্আত বেতের কিভাবে পড়বে? ৪২৬
৪৪. এগারো রাক্আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে? ৪২৯

অনুচ্ছেদ

৪৫. তোরো রাক্‌আত বেতের পড়া ৪২৯
৪৬. বেতের নামাযে কুরআন তিলাওয়াত ৪৩০
৪৭. বেতের নামাযের আরেক ধরনের কিরাআত ৪৩০
৪৮. উক্ত হাদীস শোবা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ৪৩১
৪৯. উক্ত হাদীস মালেক ইবনে মিজওয়াল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ৪৩৩
৫০. উপরোক্ত হাদীস শোবা (র) থেকে কাতাদা (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ ৪৩৪
৫১. বেতের নামাযের দোয়া ৪৩৫
৫২. বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়ার সময় দুই হাত উপরে উঠানো পরিহার করা ৪৩৭
৫৩. বেতের নামায পড়ার পর সিজদার পরিমাণ ৪৩৭
৫৪. বেতের নামায পড়ার পর তাসবীহ পড়া এবং এই প্রসঙ্গে সুফিয়ান (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৪৪১
৫৫. বেতের নামায ও ফজরের সুন্নাত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়া বৈধ ৪৪৪
৫৬. ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া ৪৪৪
৫৭. ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত ৪৪৫
৫৮. ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শয়ন ৪৪৬
৫৯. নৈশ ইবাদত ত্যাগকারী নিন্দনীয় ৪৪৬
৬০. ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত এবং নাফে (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৪৪৭
৬১. যে ব্যক্তি রাতে নিয়মিত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে তার গভীর ঘুম আসলে ৪৫২
৬২. প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম ৪৫২
৬৩. যে ব্যক্তি (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার সংকল্প নিয়ে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে গেলে ৪৫৩
৬৪. যে ব্যক্তি ঘুম বা অসুস্থতার কারণে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে পারেনি সে দিনের বেলা কতো রাক্‌আত নামায পড়বে ৪৫৪
৬৫. কোন ব্যক্তি ঘুমের কারণে তার রাতের কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারলে তা কখন পড়বে? ৪৫৪
৬৬. যে ব্যক্তি দিন-রাতের মধ্যে ফরয নামায ব্যতীত আরো বারো রাক্‌আত নামায পড়ে তার সওয়াব । উক্ত বিষয় সংক্রান্ত হাদীস উম্মু হাবীবা (রা) থেকে এবং আতা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ৪৫৫
৬৭. ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ৪৫৯

كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ (নামায শুরু করা)

بَابُ الْعَمَلِ فِيْ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

১-অনুচ্ছেদ : নামায শুরু করার কার্যক্রম।

৪৭৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ حَ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغْبِرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

৮৭৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর দ্বারা নামায শুরু করতেন তখন আল্লাহ আকবার বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি রুকু তাকবীর বলার সময়ও অনুরূপ করতেন। অতঃপর তিনি যখন ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ’ বলতেন তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে উঠতে তা করতেন না।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

২-অনুচ্ছেদ : তাকবীর বলার পূর্বে হাত উঠানো।

৪৭৮- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৮৭৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে দাড়াতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর তাকবীর বলতেন। রাবী বলেন, তিনি যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও তাই করতেন এবং যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও তাই করতেন এবং বলতেন : “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” (কেউ আল্লাহ্র প্রশংসা করলে তিনি তা শোনেন)। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদ : দুই কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন।

৪৭৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং বলতেন : সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

رَفَعَ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ

৪-অনুচ্ছেদ : দুই কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন ।

৪৪০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ أَمِينَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

৮৮০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন নামায শুরু করেন তখন তাকবীর বলেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর সূরা আল-ফাতিহা পড়েন। তিনি তা পড়া শেষ করে সশব্দে বলেন : আমীন।

৪৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

৮৮১। মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন তাকবীর (তাহরীমা) বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকুতে যেতে মনস্থ করতেন এবং যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও তাই করতেন।

৪৪২- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَازَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

৮৮২। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে নিজ মাথা উঠাতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

৫-অনুচ্ছেদ : হাত উত্তোলনের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের অবস্থানস্থান ।

৪৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَادِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

৮৮৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি নামায শুরু করার প্রাক্কালে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় তাঁর দুই কানের লতি বরাবর থাকতো।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَدًّا

৬-অনুচ্ছেদ : দুই হাত প্রসারিত করে উত্তোলন করা ।

৪৪৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلَاثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرْكُهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مَدًّا وَيَسْكُتُ هُنَيْئَةً وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ .

৮৮৪। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বনু যুরাইক-এর মসজিদে এলেন এবং বললেন, তিনিটি বিষয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন লোকজন তা ত্যাগ করেছে। তিনি নামাযে তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে উত্তোলন করতেন, ক্ষণিক নীরব থাকতেন এবং সিজদায় ও তা থেকে উঠতে তাকবীর বলতেন।

فَرَضُ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

৭-অনুচ্ছেদ : প্রথম তাকবীর (তাহরীমা) বলা ফরয ।

৪৪৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ كَمَا صَلَّيْتَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا
فَعَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ
ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৮৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন
এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করে নামায পড়লো, অতঃপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিয়ে বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায়
নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পূর্বানুরূপ নামায
পড়লো, অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে
বলেন : ওয়া আলাইকাস সালাম, তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়ো। কারণ তোমার
নামায হয়নি। তিনি তিনবার অনুরূপ করলেন। তখন লোকটি বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি
আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে পড়তে পারি না। অতএব আপনি
অমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলবে,
অতঃপর কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য পড়া সহজ হয় সেখান থেকে পড়ো,
অতঃপর রুকু করবে এবং রুকুতে শান্তভাবে অবস্থান করবে, অতঃপর উঠে সোজা হয়ে
দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় শান্তভাবে অবস্থান করবে, অতঃপর সিজদা
থেকে মাথা তুলে শান্তভাবে বসবে, অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ নামায এভাবে পড়বে।

الْقَوْلُ الَّذِي يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةُ

৮-অনুচ্ছেদ : নামাযের শুরুতে যা পড়তে হবে।

٨٨٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ
حَدَّثَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أُتَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فَقَالَ
رَجُلٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا .

৮৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ-এর পিছনে (নামাযে) দাঁড়ালো। সে বললো, আল্লাহ আকবার কাবীরান ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা” (আল্লাহ মহামহিমান্বিত, আল্লাহর জন্য পর্যাপ্ত প্রশংসা এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি)। আল্লাহর নবী ﷺ জিজ্ঞেস করেন : এই বাক্য উচ্চারণকারী কে? এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর নবী! আমি। তিনি বলেন : তা সংগ্রহের (আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর) জন্য বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

৮৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا فَتَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ .

৮৮৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, “আল্লাহ আকবার কাবীরান ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা”। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন : এই কথার বক্তা কে? জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। তিনি বলেন : আমি তাতে অবাধ হলাম। রাবী অনুরূপ বাক্য উল্লেখ করেছেন। উক্ত কথার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমি এটি (পড়া) কখনো ত্যাগ করিনি।

وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

৯-অনুচ্ছেদ : নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৮৮৮- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ وَقَيْسِ بْنِ سَلِيمٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا عُلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .

৮৮৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রাখেন।

فِي الْإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

১০-অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাত তার ডান হাতের উপর রাখতে দেখে।

৪৪৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ وَضَعَتْ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي ۝

৮৮৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে নামাযরত অবস্থায় আমার বাম হাত আমার ডান হাতের উপর রাখতে দেখলেন। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা আমার বাম হাতের উপর স্থাপন করেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

১১-অনুচ্ছেদ : নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার স্থান।

৪৪০- أَخْبَرَنَا سُؤْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَتَنْظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتْهَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسُغَ وَالسَّاعِدَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مَرْفَقِهِ الْيَمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا ۝

৮৯০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পর্যবেক্ষণ করবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। অতএব আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখলাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান

বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর অর্থাৎ কজিসহ এক হাতের পাঞ্জা অপর হাতের পাঞ্জার উপর রাখেন। তিনি যখন রুকুতে যেতে মনস্থ করেন তখনও পূর্ববৎ তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেন। রাবী বলেন, তিনি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই হাঁটুতে রাখেন, অতঃপর (রুকু থেকে) মাথা উঠানোর সময়ও পূর্ববৎ তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং তাঁর দুই হাতের পাঞ্জা তার দুই কান বরাবর (মাটিতে) রাখেন, অতঃপর (সিজদা থেকে উঠে) তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বাম উরু ও হাঁটুতে রাখেন এবং ডান হাতের কনুই ডান উরুর উপর রাখেন, অতঃপর (ডান হাতের) দুই আঙ্গুল (কনিষ্ঠা ও তার সংলগ্নটি) মুষ্টিবদ্ধ করেন এবং একটি বৃত্ত তৈরি করেন (মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা), অতঃপর তর্জনী উত্তোলন করেন। আমি দেখলাম যে, তিনি তর্জনী নাড়াচাড়া করে দোয়া করেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

১২-অনুচ্ছেদ ৪ নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

৮৯১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ وَأَخْبَرَنَا سُؤدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

৮৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যে কোন ব্যক্তিকে নিজ কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৮৯২- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي فَقَالَ لِي هَكَذَا ضَرْبُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِّنْ هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَأَيْتُكَ مَنَى قَالَ إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُ .

৮৯২। যিয়াদ ইবনে সুবাইহ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি আমার হাত আমার কোমরে রাখলাম। তিনি তার হাত দ্বারা শব্দ করে আমাকে ইঙ্গিত করেন। আমি নামায শেষ করে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? সে বললো, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের বাপ! আমার পক্ষ থেকে আপনি কি ক্রটি লক্ষ্য করেছেন? তিনি বলেন, নিশ্চয় এই শূল (কোমরে হাত স্থাপন)। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা (কোমরে হাত রাখতে) নিষেধ করেছেন।

الصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : নামাযে দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়ানো।

৮৯৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَكَوَرَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ .

৮৯৩। আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে তার দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন, সে সূন্নাতের বিপরীত করেছে। সে যদি তার এক পা অপর পা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতো তবে তাই উত্তম হতো।

৮৯৪- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَكَوَرَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ

৮৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে তার পদদ্বয় একত্রে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন, সে সূন্নাত তরীকায় ভুল করেছে। সে যদি তার পদদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতো তবে সেটাই ছিল আমার কাছে পছন্দনীয়।

سُكُوتُ الْأَمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلَاةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : নামায শুরু করার পর ইমামের শব্দিক নীরব থাকা।

৮৯৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكَنَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

৮৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে শব্দিক নীরব থাকতেন (তাসবীহ/দোয়া পড়তেন)।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৫-অনুচ্ছেদ : তাকবীর (তাহরীমা) ও কিরাআতের মধ্যখানের দোয়া ।

৮৯৬- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّیْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سَكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

৮৯৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে ঋণিক নীরব থাকতেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, হে আল্লাহর রাসূল! তাকবীর (তাহরীমা) ও কিরাআতের মধ্যখানে আপনার নীরবতায় আপনি কি বলেন? তিনি বলেন : আমি বলি : “আল্লাহুমা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল-মাগরিব। আল্লাহুমা নাক্বিনী মিন খাতাইয়াইয়া কামা ইউনাক্বাকাহ- ছাওবুল আব্বইয়াদু মিনাদ-দানাস। আল্লাহুমা ইগসিলনী মিন খাতাইয়াইয়া বিছ-ছালজি ওয়াল- মা ওয়াল বারাদ” (হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝখানে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব রেখেছো। হে আল্লাহ! অমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করো, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড় পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে বরফ, বৃষ্টির পানি ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করো)।

نُوعُ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৬-অনুচ্ছেদ : তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া ।

৮৯৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ .

৮৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে নামায শুরু করার পর বলতেন : “ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহুয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহ ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুয়াহ্দিনী লি-আহ্‌সানিল আমাল ওয়া আহ্‌সানিল আখলাক। লা ইয়াহুদি লি-আহ্‌সানিহা ইল্লা আনতা। ও যাকিনী সায়িয়্যাল আমালি ওয়া সায়িয়্যাল আখলাক। লা ইয়াকিয়া সায়িয়াহা ইল্লা আনতা” (নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং এজন্যই আমি আদিষ্ট, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! অমাকে সর্বোত্তম কাজ ও সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ তাতে নিয়োজিত করতে পারে না। অপরদিকে তুমি অমাকে নিকৃষ্ট কাজ ও নিকৃষ্ট চরিত্রে থেকে রক্ষা করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ তার নিকৃষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে না)।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ : তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া।

৮৯৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيكُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

৮৯৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতেন, অতঃপর বলতেন (অর্থ) : “আমি তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরালাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।^১ নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত (কোরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রভু আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।^২ হে আল্লাহ! তুমিই রাজাধিরাজ, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি তোমার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত (ভূষিত) করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত (ভূষিত) করতে পারে না। তুমি আমার থেকে চরিত্রের নিকৃষ্টতা দূর করো। তুমি ব্যতীত তার নিকৃষ্টতা কেউ দূর করতে পারে না। আমি তোমার দরবারে ও তোমার আনুগত্যে উপস্থিত। সার্বিক কল্যাণ তোমার হাতে নিয়োজিত এবং ক্ষতি তোমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমি তোমার জন্যই এবং তোমার নিকটই যেতে হবে। তুমি বরকতময় ও সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তওবা করি”।

৮৯৯- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحُمَيْصِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَفْرَأُ .

৮৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন : “আল্লাহ্ আকবার ওয়াজ্জাহুতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদা হানীফা। ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহ ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালাল মুসলিমীন। আল্লাহু আনতা মালিকু লা ইলাহা ইন্না আনতা সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা”। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন।

১. দ্র. সূরা আল-আনআম, ৭৯ নং আয়াত।

২. দ্র. সূরা আল-আনআম, ১৬২-১৬৩ আয়াত।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

১৮-অনুচ্ছেদঃ নামায শুরু করা ও ক্বিরাআত পাঠের মাঝখানে আরেক রকম দোয়া।

৯০০- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

৯০০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায শুরু করে বলতেনঃ “সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা” (হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র, প্রশংসা তোমার, বরকতময় তোমার নাম, তোমার মর্যাদা মহিমাবিত্ত এবং তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)।

৯০১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

৯০১। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে বলতেনঃ “সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা”।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

১৯-অনুচ্ছেদঃ তাকবীরে তাহরীমার পর আরেক রকম দোয়া।

৯০২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا

فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الَّذِي تَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَرَمَ الْقَوْمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا .

৯০২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে গিয়েছিল (হাঁপাচ্ছিল)। সে বললো, “আল্লাহ আকবার আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি”। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের মধ্যে কে কিছু কথা বলেছে? লোকজন নীরব থাকলো। তিনি বলেন : সে কোন দুষণীয় কথা বলেনি। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। আমি এসেছি এবং আমার নিঃশ্বাস গরম হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি তা বলেছি। নবী ﷺ বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম যে, বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে কে আগে তা তুলে নিয়ে যেতে পারে।

بَابُ الْبِدَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ

২০-অনুচ্ছেদ : অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করা।

৯.৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

৯০৩। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

৯.৪- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَافْتَتَحُوا بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

৯০৪। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-র সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

قِرَاءَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২১-অনুচ্ছেদ : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া ।

৯০৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهَرِنَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ اغْفَى اغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ أَنْفَاءُ سُورَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ أَنْيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَى أُمْتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ يَا رَبُّ إِنَّهُ مِنْ أُمْتِي فَيَقُولُ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بِعَذْكَ .

৯০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসালো? তিনি বলেন : এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। ইল্লা আতাইনাকাল-কাওছার। ফাসাল্লি লিরক্বিকা ওয়ানহার। ইল্লা শানিআকা হুয়াল-আবতার”। অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা কি জানো, কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন : তা একটি ঝর্ণা। আমার প্রভু জান্নাতে আমাকে তা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির চেয়েও অধিক। সেখানে আমার নিকট আমার উম্মাত উপস্থিত হবে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে প্রভু! সে তো আমার উম্মাত। তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন না যে, সে আপনার পর যা অনাচার করেছে (ইসলামী শরীআতের পরিপন্থী কাজ করেছে)।

৯০৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي هَلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَأَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا

قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
أَنِّي لَا شَبَهَكُمْ صَلَوةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৯০৬। নুআইম আল-মুজমির (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে নামায পড়লাম। তিনি পড়লেন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, অতঃপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়লেন। শেষে তিনি গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়ালীন পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, আমীন। লোকজনও বললো, আমীন। তিনি যখনই সিজদায় গিয়েছেন ‘আল্লাহ আকবার’ বলেছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকশেষে উঠলেন তখনও আল্লাহ আকবার বলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁ হাতে আমার প্রাণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তোমাদের তুলনায় আমার নামায অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২২-অনুচ্ছেদ : ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ সশব্দে পড়া বর্জন করা।

৯০৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ فَلَمْ تَسْمَعْهَا مِنْهُمَا .

৯০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। অনুরূপ আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা)-ও আমাদের সাথে নামায পড়েন। তাদের থেকেও আমরা তা শুনে পাইনি।

৯০৮- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৯০৮। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকেও ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ সশব্দে পড়তে শুনিনি।

৯০৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَعَامَةَ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدًا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৯০৯। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) আমাদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তে শুনলে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এবং আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকেও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তে শুনিনি।

تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৩-অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ বর্জন করা।

৯১০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ ابْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْأَمَامِ فَعَزَمَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ فَنَصَفْتُهَا لِي وَنَصَفْتُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأُوا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمْدُنِي يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَتْنِي عَلَى عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجْدُنِي يَقُولُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন নামায পড়লে এবং তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে থাকলে তা ক্রটিপূর্ণ, ক্রটিপূর্ণ, ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। আমি (আবুস-সাইব) বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি কখনো ইমামের পিছনে থাকি (জামাআতে নামায পড়ি)। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে পারস্যবাসী! তুমি তা তোমার মনে মনে পড়ো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ বলেন, “আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দা যা চায় তা তার প্রাপ্য”। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা বলে, আর-রহমানির রাহীম। মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা বলে, মালিকি ইয়াওমদ্দীন। মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহত্ব ও মহিমা বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে, ইয়্যাকানা‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন। এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার বিষয় এবং আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার প্রাপ্য। বান্দা বলে, ইহুদিনাস-সিরাতাল মুসতাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন। এসবই আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার প্রাপ্য।

اِيْجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ

২৪-অনুচ্ছেদ : নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

৯১১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৯১১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি।

৯১২- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا .

৯১২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও ততোধিক পড়েনি (সূরা মিলায়নি) তার নামায হয়নি। ৩

فُضِّلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

২৫-অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহার ফযীলাত।

৯১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَبَشِّرْ بَنُورَيْنِ أَوْتِيَتْهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ.

৯১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিবরীল (আ) উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর উপর দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শুনেতে পেলেন।

৩. জামায়াতে নামায পড়াকালে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে মুক্তাদীগণকে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ ফাতিহা পাঠ করবে না। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মুক্তাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পাঠ করবে না, অন্যথা পাঠ করবে। “বিশিষ্ট হানাফী আলেম আব্বাসী মোল্লা আলী আল-কারী, আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লক্কৌবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহী (র) নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন” (হক্কানী তাফসীর, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী)।

মাওলানা মওদুদী (র) বলেন, “ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতোদূর অনুসন্ধান করেছি, তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই মনে হয় যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে। আর ইমাম যখন নিঃশব্দে পাঠ করবেন, তখন মুক্তাদীরাও চুপে চুপে ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা হওয়ার কোন সন্দেহ থাকে না। ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে, আমরা তার সম্পর্কে একথা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের স্বপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত, সে তার উপর আমল করছে (রাসায়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০) (অনুবাদক)।

জিবরীল (আ) আকাশের দিকে তার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেন, এটি আকাশের একটি দরজা খোলার শব্দ যা ইতিপূর্বে কখনো খোলা হয়নি। তিনি বলেন, সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দান করা হয়েছে, যা আপনার পূর্বকার কোন নবীকে দান করা হয়নি। তা হলো : ফাতিহাভূল কিতাব (সূরা ফাতিহা) ও সূরা বাকারার শেষাংশ (২৮৫-২৮৬ আয়াত)। আপনি তার একটি হরফ পড়লেও আপনাকে তার সওয়াব দেয়া হবে।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ

২৬-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর বাণী : “আমি তোমাকে দান করেছি বারবার পঠিত সপ্তক এবং মহান কুরআন” (১৫ : ৮৭)-এর তাৎপর্য।

৯১৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِئَنِي قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَكْثَرَ سُورَةٍ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ .

৯১৪। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দিয়ে যেতে তাকে ডাকলেন। রাবী বলেন, আমি নামাযশেষে তাঁর নিকট আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমায় কিসে বাধা দিয়েছে? রাবী বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। তিনি বলেন : মহামহিম আল্লাহ কি বলেননি, “হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে” (সূরা আনফাল : ২৪)। আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কি এক অতি মহান সূরা শিখাবো না? রাবী বলেন, তিনি চলে যেতে উদ্যত হলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেন : “আলহামদু লিল্লাহি রকিবল আলামীন” (সূরা ফাতিহা)। এটি পুনপুন পঠিত সপ্তক। এটি এবং মহান কুরআন আমাকে দান করা হয়েছে।

৯১৫- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

৯১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ তাওরাত অথবা ইনজীল কিতাবে উন্মুল কুরআন-এর সমতুল্য কিছু নাযিল করেননি। সেটি হলো পুনপুন পঠিত সপ্তক। সেটি আমার (আল্লাহর) ও আমার বান্দার মধ্যে (দুই ভাগে) বিভক্ত। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তার প্রাপ্য।

৯১৬- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي السَّبْعِ الطُّوَلِ .

৯১৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে বারবার পঠিত সপ্তক অর্থাৎ সাতটি দীর্ঘ সূরা (বাকারাহ, আল ইমরান, নিসা, মাইদা, আ'রাফ, হূদ ও ইউনুস) দান করা হয়েছে।

৯১৭- أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي قَالَ السَّبْعُ الطُّوَلُ .

৯১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আল্লাহর বাণী “সাবআম মিনাল মাছানী” সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা হলো সাতটি দীর্ঘ সূরা।

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يُجْهَرَ فِيهِ

২৭-অনুচ্ছেদ : ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন না তাতে মোকতাদীদের কিরাআত (সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা) না পড়া।

৯১৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا .

৯১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি “সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল-আ’লা” সূরা পাঠ করলো। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন : কে “সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল-আ’লা” পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বলেন : আমি উপলব্ধি করছিলাম, তোমাদের কেউ আমার থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিচ্ছে।

৯১৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا .

৯১৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহর অথবা আসর নামায পড়লেন। তাতে তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পড়েছিল। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের মধ্যে কে “সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ’লা” পড়েছে? লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, আমি এবং তার দ্বারা আমি কল্যাণই কামনা করেছি। নবী ﷺ বলেন : তাই তো আমি উপলব্ধি করছিলাম, তোমাদের কেউ আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে।

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ

২৮-অনুচ্ছেদ : ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোজাদীদের কিরাআত পাঠ না করা।

৯২০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أَكِيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ أَنفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَّى أَقُولُ مَا لِيَ أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ .

৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে কিরাআত পড়েছেন এমন এক নামায থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞেস করেন : এইমাত্র তোমাদের কেউ আমার সাথে কিরাআত পড়েছে কি? এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাঁ, আমি। তিনি বলেন : আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করা হচ্ছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন লোকজন ঐ কথা শোনার পর থেকে তাতে কিরাআত পড়া ত্যাগ করে।

قِرَاءَةُ أَمِّ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ

২৯-অনুচ্ছেদ : যে নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

৭২১- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَخْمُودٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

৯২১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সশব্দে কিরাআত পড়া কোন নামায পড়লেন। তিনি বলেন : আমি যখন সশব্দে কিরাআত পড়ি তখন তোমাদের কেউ যেন সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিরাআত না পড়ে।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৩০-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর বাণী : “যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোন এবং নীরব থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো” (৭ : ২০৪)-এর ব্যাখ্যা।

৭২২- أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

৯২২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার আনুগত্য করার জন্য। অতএব সে তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলো, সে যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো এবং সে ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদিহ’ বললে তোমরা বলো, আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল হাম্দ।

৭২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا

قَرَأَ فَأَنْصَتُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ الْمُخْرَمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ .

৯২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম এজন্য যে, তার অনুগত্য করতে হবে। অতএব সে যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন কিরাআত পড়ে, তোমরা তখন নিশুপ থাকো।

اِكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ

৩১-অনুচ্ছেদ : ইমামের কিরাআতই মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

৯২৪- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَجِبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَّاهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأً إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ .

৯২৪। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত পড়তে হবে? তিনি বলেন : হাঁ। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বললো, এটা আবশ্যকীয় হয়ে গেলো। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং লোকজনের মধ্যে আমিই তাঁর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। তিনি বলেন : আমি জানি যে, ইমাম লোকজনের নামায পড়ালে তার কিরাআতই তাদের জন্য যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, উক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুক্ত করা ভুল। এটা আবু দারদা (রা)-র বক্তব্য।

مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

৩২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না তার জন্য যা কিরাআতের পরিপূরক হতে পারে।

৯২৫- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَّمَنِي شَيْئًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

৯২৫। আবু আওফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি কুরআনের কিছু অংশও পড়তে সক্ষম নই। অতএব আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা কুরআনের পরিপূরক হবে। তিনি বলেন : তুমি বলো, “সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম”।

جَهْرُ الْأَمَامِ بِأَمِينٍ

৩৩-অনুচ্ছেদ : ইমামের সশব্দে ‘আমীন’ বলা।

৯২৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ فَمَنْ وُافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঠক (ইমাম) যখন ‘আমীন’ বলে তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। কেননা ফেরেশতাগণও ‘আমীন’ বলেন। অতএব যার ‘আমীন’ বলা ফেরেশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে হয় আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন।

৯২৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ فَمَنْ وُافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন ‘আমীন’ বলেন, তখন তোমরাও বলো ‘আমীন’। কেননা ফেরেশতাগণও ‘আমীন’ বলেন। অতএব যার ‘আমীন’ বলা ফেরেশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

৯২৮- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْأَمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وُافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন এবং ইমামও আমীন বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।।

৯২৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ هُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইমাম যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। অতএব যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।।

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّائِمِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : ইমামের পিছনে 'আমীন' বলার নির্দেশ।

৯৩০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইমাম যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। অতএব যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।।

فَضْلُ التَّائِمِينَ

৩৫-অনুচ্ছেদ : 'আমীন' বলার ফযীলাত।

৯৩১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ أَمِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন বলে 'আমীন' তখন আসমানে ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন। অতএব তোমাদের একের আমীন বলা অপরের আমীন বলার সাথে সাথে হলে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।।

قَوْلُ الْمَأْمُومِ إِذَا عَطَسَ خَلْفَ الْأَمَامِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় মোকাদ্দী হাঁচি দিলে যা বলবে।

৯৩২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُكَلِّمَهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ ابْنُ رَافِعٍ بْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضَعَةٌ وَتَلَثُّونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا .

৯৩২। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। আমি হাঁচি দিলাম এবং বললাম, “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিযান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা”। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে অবসর হয়ে ফিরে (বসে) বলেন : নামাযরত অবস্থায় কে কথা বলেছে। কেউ প্রতিউত্তর করলো না। তিনি দ্বিতীয়বার বলেন : নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? রিফআ ইবনে রাফে ইবনে আফরাআ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী কথা বলেছিলে? রাবী বলেন, আমি বলেছি, “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিযান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা”। নবী ﷺ বলেন : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! তিরিশের অধিক ফেরেশতা উপরোক্ত বাক্য একে অপরের আগে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

৯৩৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ اسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ أَمِينَ فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفُهُ قَالَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ

مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا
بَأْسًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ

৯৩৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পাড়লাম। তিনি যখন “আল্লাহ্ আকবার” বললেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের নিচ পর্যন্ত উঠালেন। তিনি যখন “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়ালাীন” পড়লেন তখন বলেন : “আমীন”। আমি তাঁর পিছন থেকে তা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন : “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহু”। নবী ﷺ তাঁর নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলেন : নামাযের মধ্যে কে এই কথা বলেছে? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এবং তাতে আমার অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। নবী ﷺ বলেন : তা সংগ্রহের জন্য বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং আরশ পর্যন্ত (পৌঁছতে) তা কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি।

جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : কুরআন মজীদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৯৩৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ
قَالَ فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ
وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى فَيَنْبِذُهُ إِلَيَّ .

৯৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, আল-হারিছ ইবনে হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? তিনি বলেন : ঘণ্টাধ্বনির অনুরূপ আওয়াজে। তা আমার থেকে বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমি তা মুখস্ত করে ফেলি। এই পদ্ধতি আমার জন্য খুবই কষ্টকর। আবার কখনো ওহীর ফেরেশতা যুবকের বেশে আমার নিকট আসেন এবং আমার উপর ওহী ঢেলে দেন।

৯৩৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ

عَنْهُ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَآخِيَانَا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَقَّدُ عَرَقًا .

৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল-হারিছ ইবনে হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট কিভাবে ওহী আসে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কখনো ওহীর ফেরেশতা ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ করে আমার নিকট আসেন এবং এটি আমার জন্য খুবই কষ্টকর। অতঃপর আমার উপর তার অবতরণ বন্ধ হয় এবং ইতিমধ্যে আমি তার বক্তব্য আশ্রয় করে ফেলি। আবার কখনো ওহীর ফেরেশতা মানুষের বেশে আমার নিকট এসে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তাঁকে লক্ষ্য করেছি যে, তীব্র শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তা বন্ধ হতো এবং তাঁর কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা বের হতো।

৯৩৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأَهُ فَاذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعَ لَهُ وَأَنْصَتَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ جِبْرِئِيلُ اسْتَمَعَ فَاذَا انْطَلَقَ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ .

৯৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আল্লাহর বাণী : “তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করো না, তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই” (কিয়ামা : ১৬-১৭) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ওহী নাযিল হওয়ার সময় দুর্বল কষ্ট অনুভব করতেন এবং তাঁর দুই চোঁট নাড়াতেন (ওহী মুখস্ত করতেন)। এ সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন, “তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করো না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই” (সূরা কিয়ামা : ১৬-১৭)। রাবী বলেন, অর্থাৎ তোমার অন্তরে তা সংরক্ষণ করবো, অতঃপর তুমি তা পড়বে। “সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো” (সূরা কিয়ামা : ১৮)। রাবী বলেন, অর্থাৎ আপনি নীরবে তা মনোযোগ সহকারে শুনুন। অতএব জিবরীল (আ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি মনোযোগ সহকারে (তার পাঠ) শোনতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তিনি তা পড়তেন যেভাবে জিবরীল (আ) তাঁকে পড়িয়েছেন।

৯৩৭- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ ابْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا قُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ كَذَبْتَ مَا كَذَاكَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ أَقُوذُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا يَقْرَأُ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ تَكُنْ أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ أَقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ .

৯৩৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিয়াম (রা)-কে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শোনলাম। তিনি তাতে এমন কতোগুলো শব্দ পাঠ করেন যা আল্লাহ্র নবী ﷺ আমাকে পড়াননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এই সূরা কে শিক্ষা দিয়েছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে এভাবে পড়াননি। অতএব আমি তার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন। আর আমি এই লোককে তার মধ্যে এমন কতোগুলো শব্দ পাঠ করতে শুনেছি, যা আপনি আমাকে শিখাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে হিশাম! পড়ো। অতএব সে পূর্ববৎ পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন : হে উমার! পড়ো। অতএব আমিও পড়লাম। তিনি বলেন : এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় আল-কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে নাযিল হয়েছে।

৯৩৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْلَيْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ

بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتِنِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ .

৯৩৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শোনলাম আমার পড়ার বিপরীতভাবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে যাচ্ছিলাম, অতঃপর তাকে অবকাশ দিলাম যাবত না সে তার পড়া শেষ করে। অতঃপর আমি তার চাদরে তাকে পেঁচিয়ে ধরে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমি তাকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি, আপনি আমাকে তা যেভাবে পড়িয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি পড়ো। অতএব তাকে আমি যেভাবে পড়তে শুনেছিলাম সে তা সেভাবেই পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি পড়ো। অতএব আমিও পড়লাম। তিনি বলেনঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। নিশ্চয় এই কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয় তোমরা সেভাবে পড়ো।

৯৩৯- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَائَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرُؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّيْتُهِ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرُؤُهَا فَقَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرُؤُهَا فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَقْرَأْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

﴿أَرْسَلَهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتَهُ يَقْرُوهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأَتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

৯৩৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবনে হাকীমকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শোনলাম। আমি তার পাঠ শোনলাম এবং লক্ষ্য করলাম, সে তা এমন অনেক শব্দযোগে পড়ছে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখাননি। তার নামাযরত অবস্থায়ই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। অবশ্য তার সালাম ফিরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। সে সালাম ফিরালে আমি তার চাদর তার গলায় পেচিয়ে ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তোমাকে যে সূরা পড়তে শোনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে বললো, আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে যে সূরা পড়তে শুনেছি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে পড়িয়েছেন। অতএব আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমি একে সূরা আল-ফুরকান এমন কতোগুলো শব্দযোগে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। অথচ আপনিই আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! পড়ো। অতএব আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি ঠিক সেভাবেই সে পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক্ষণই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উমার! পড়ো। অতএব আমি পড়লাম ঠিক যেভাবে তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক্ষণই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় এই কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমাদের যেভাবে তা পড়তে সহজ হয় পড়ো।

৯৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَصَاةِ بَنِي غِفَّارٍ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أَمْتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أَمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أَمْتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أَمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ

الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أَمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمِّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أَمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأْتُمْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خُوْلِفَ فِيهِ الْحَكْمُ خَالَفَهُ مَنْصُورُ ابْنِ الْمُعْتَمِرِ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا .

৯৪০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গিফার গোত্রের পুকুর পাড়ে বসে ছিলেন। তখন জিবরীল (আ) তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে একক পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন : আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। কেননা আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন : আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তিন পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন : আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি চতুর্থবার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তারা এর যে কোন পঠনরীতিতে পড়লে তাদের পাঠ শুদ্ধ গণ্য হবে।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনায় রাবী আল-হাকামের সাথে বিরোধ করা হয়েছে। মানসূর ইবনুল মু'তামির তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মুজাহিদ-উবায়দ ইবনে উমায়র সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

৯৪১- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةَ قَبِيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرُؤُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَلَّمَكَ هَذِهِ السُّورَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقْنِي حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اِقْرَأْ يَا اُبَيُّ فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ اِقْرَأْ فَقَرَأَ
فَخَالَفَ قَرَأْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا اُبَيُّ
اِنَّهُ اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرَفٍ كُلُّهُمْ شَافٍ كَافٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْقِلُ
بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ .

৯৪১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি সূরা পড়িয়েছেন। একদা আমি মসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় এক ব্যক্তিকে সেই সূরাটি পড়তে শোনলাম। তার কিরাআত ছিল আমার কিরাআতের চেয়ে ভিন্নতর। আমি তাকে বললাম, কে তোমাকে সূরাটি শিখিয়েছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি এমন একটি সূরায় আমার কিরাআতের বিপরীত পড়েছে যেটি আপনি আমাকে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উবাই! পড়ো। অতএব আমি তা পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : তুমি উত্তম পড়েছো। অতঃপর তিনি সেই লোকটিকে বলেন : পড়ো। সে আমার কিরাআতের বিপরীত পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি উত্তম পড়েছো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উবাই! আল-কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাখিল করা হয়েছে। তার প্রতিটি সঠিক ও যথেষ্ট।

৯৪২- أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي
قَالَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِي مِنْذُ اسَلَّمْتُ إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قَرَأْتُ
فَقُلْتُ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْرَأْتَنِي آيَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْآخَرُ أَلَمْ
تُقَرِّئْنِي آيَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ
يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرِيلُ اِقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ
اسْتَزِدَّهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرَفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ .

৯৪২। উবাই (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার অন্তরকে কোন কথা তাড়িত করেনি, কিন্তু আমি একটি আয়াত পড়েছি যা অপর ব্যক্তি আমার কিরাআতের বিপরীত পড়েছে। আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়িয়েছেন। অপর ব্যক্তিও বললো, আমাকেও এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়িয়েছেন। অতএব আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে এই এই আয়াত পড়িয়েছেন। তিনি বলেনঃ হাঁ। অপর ব্যক্তি বললো, আপনি কি আমাকে এই এই আয়াত পড়াননি? তিনি বলেন : হাঁ।

নিশ্চয় জিবরীল ও মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং জিবরীল আমার ডানপাশে এবং মীকাঈল আমার বামপাশে বসেন। জিবরীল (আ) বলেন, আপনি একটিমাত্র পঠনরীতিতে কুরআন পড়ুন। মীকাঈল (আ) বলেন, আপনি তাঁর জন্য আরো বর্ধিত করুন। শেষে তিনি সাত পঠনরীতি পর্যন্ত বর্ধিত করেন। প্রতিটি পঠনরীতিই যথার্থ ও যথেষ্ট।

৯৬৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْلَقَةِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ .

৯৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কুরআনের অধিকারী ব্যক্তি বেঁধে রাখা উটের মালিকের সাথে তুলনীয়। সে এটির হেফাজত করলে তা থেকে যাবে। আর সে এটিকে বন্ধনমুক্ত করে দিলে চলে যাবে।

৯৬৪- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَنَسَمًا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتَ بَلْ يَقُولُ هُوَ نُسِيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفْصِيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ .

৯৬৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তাদের কারো এরূপ বলা দুঃখজনক, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলানো হয়েছে। তোমরা আল-কুরআন স্মৃতিতে ধরে রাখো। কেননা তা উটের নিজ বন্ধন থেকে পালানোর চেয়েও দ্রুত গতিতে লোকজনের বন্ধ থেকে বের হয়ে যায়।

الْقِرَاءَةُ فِي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাকআত সূরাত নাযাযের কিরাআত।

৯৬৫- أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَفِي الْآخِرَى أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ .

৯৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকআত সূনাতের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার “কুলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়াম্মা উনযিলা ইলাইনা” (২ : ১৩৬) থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকআতে “আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন” (৩ : ৫২) আয়াত পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

৩৯-অনুচ্ছেদঃ ফজরের দুই রাকআত সূনাত নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়া।

৯৪৬- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকআত সূনাত নামাযে ‘কুল ইয়া আয়ুহাল কাফিরুন’ এবং ‘কুল হওয়াল্লাহু আহাদ’ সূরাদ্বয় পড়েন।

تَخْفِيفُ رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

৪০-অনুচ্ছেদঃ ফজরের দুই রাকআত সূনাত নামায সংক্ষেপে পড়া।

৯৪৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْكِتَابِ .

৯৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকআত সূনাত নামায এতো সংক্ষেপে (স্বল্প সময়ে) পড়তেন যে, এমনকি আমি বলতাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন কিনা।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ

৪১-অনুচ্ছেদঃ ফজরের (ফরয) নামাযে সূরা আর-রুম তিলাওয়াত করা।

৯৪৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

صَلَّى صَلَوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ
يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ قَائِمًا يَلِيسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَوْلَنُكَ .

৯৪৮। নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা আর-রুম পড়েন এবং তা পড়তে বাধ্যশস্ত হন। নামাযশেষে তিনি বলেন : লোকজনের কি হলো যে, তারা আমাদের সাথে নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরা আমাকে কুরআন পড়তে বাধ্যশস্ত করে।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ

৪২-অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করা।

৯৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَوةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৯৪৯। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِقَافٍ

৪৩-অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযে সূরা ‘কাফ’ তিলাওয়াত করা।

৯৫০- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ .

৯৫০। হারিসা ইবনুন নো‘মান কন্যা উম্মু হিশাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (নিয়মিত নামায পড়েই) সূরা ‘কাফ’ শিখেছি। তিনি ফজরের নামাযে সূরাটি পড়তেন।

৯৫১- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَى يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ أَحَدَى الرُّكْعَتَيْنِ وَالنُّخْلَ بِاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعَ نَضِيدُ
قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزَّحَامِ فَقَالَ ق .

৯৫১। যিয়াদ ইবনে ইলাকা (র) বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি তার এক রাক'আতে 'ওয়ান-নাখলা বাসিকাভিল লাহা তালউন নাদীদ' (সূরা কাফ) পড়েন। শোবা (রা) বলেন, আমি বাজারে ভীড়ের মধ্যে যিয়াদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বলেন, সূরা কাফ।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ

৪৪-অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযে 'ইয়াশ-শামসু কুব্বিরাত' তিলাওয়াত করা।

৯৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مِسْعَرِ
الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُرَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ
فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ .

৯৫২। আমর ইবনে হুরাইছ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ফজরের নামাযে 'ইয়াশ-শামসু কুব্বিরাত' সূরা পড়তে শুনেছি।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া।

৯৫৩- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ
قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .

৯৫৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন এবং ঐ দু'টি সূরা পড়েন।

بَابُ الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

৪৬-অনুচ্ছেদ : সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার ফযীলাত ।

৯৫৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

৯৫৪। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে চললাম। তিনি জন্তুখানে আরোহিত ছিলেন। আমি আমার হাত তাঁর পায়ের উপর রেখে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সূরা হুদ ও সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম কোন কিছু তুমি শিখতে পারবে না।

৯৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَاتُ أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

৯৫৫। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আজ রাতে আমার উপর এমন কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার সমতুল্য কখনো দেখা যায়নি— ‘কূল আউযু বিরক্বিল ফালাক’ এবং ‘কূল আউযু বিরক্বিল নাস’ সূরাদ্বয়।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৪৭-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত ।

৯৫৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَآخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّمَّ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى .

৯৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনকার ফজরের নামাযে ‘আলিফ-লাম-মীম তানযীল’ (সূরা আস-সাজদা) ও ‘হাল আতা’ (সূরা দাহর) তিলাওয়াত করতেন।

٩٥٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَآخِرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ الْمُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

৯৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জুমুআর দিনের ফজরের নামাযে সূরা ‘তানযীলুস সাজদা’ ও সূরা ‘হাল আতা আলাল ইনসান’ পড়তেন।

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ السُّجُودُ فِي ص

৪৮-অনুচ্ছেদ : কুরআনের সিজদাসমূহ

সূরা সাদ-এর সিজদা।

٩٥٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْبَةً وَتَسْجُدُهَا شُكْرًا .

৯৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা সাদ-এ সিজদা করেন এবং বলেন : দাউদ (আ) তাতে তওবা কবুলের সিজদা করেছেন এবং আমরা তাতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করি।

السُّجُودُ فِي النَّجْمِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : সূরা নাজম-এর সিজদা ।

৯৫৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَابَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ

৯৫৯। মুত্তালিব ইবনে ওয়াদাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজম পড়লেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত লোকজনও সিজদা করলো। কিন্তু আমি আমার মাথা উঁচু করেছি এবং সিজদা করিনি। কারণ মুত্তালিব (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

৯৬০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا .

৯৬০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজম পড়েন এবং তাতে সিজদা করেন।

تَرْكُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

৫০-অনুচ্ছেদ : সূরা আন-নাজম-এ সিজদা না করা ।

৯৬১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَا بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ فَلَمْ يَسْجُدْ .

৯৬১। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইমামের সাথে নামায

পড়লে কোন কিরাআত পড়তে হবে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরা আন-নাজম পড়েন, কিন্তু তিনি (ﷺ) সিজদা করেননি।

بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

৫১-অনুচ্ছেদ : ইয়াস-সামাউনশাকাত সূরায় সিজদা।

৯৬২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

৯৬২। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের সামনে সূরা ইনশিকাক পড়েন এবং তাতে সিজদা করেন। অবসর হয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে সিজদা করেছেন।

৯৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ ابْنِ قَيْسٍ وَهُوَ مُحَمَّدٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ .

৯৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল-ইনশিকাক-এ সিজদা করেছেন।

৯৬৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সূরা আল-ইনশিকাক ও সূরা ইকরা-এ সিজদা করেছি।

৯৬৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

৯৬৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا .

৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) সূরা আল-ইনশিকাক-এ সিজদা করেছেন এবং তাদের দু'জনের চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও।

السُّجُودُ فِي إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

৫২-অনুচ্ছেদ : ইকরা বিসমি রব্বিকা সূরায় সিজদা।

৯৬৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) সূরা ইয়াস সামাউন শাক্কাত ও সূরা ইকরা বিসমি রব্বিকা-এ সিজদা করেছেন এবং তাদের দু'জনের চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও।

৯৬৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সূরা আল-ইনশিকাক ও সূরা ইকরা-এ সিজদা করেছি।

بَابُ السُّجُودِ فِي الْفَرِيضَةِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : ফরয নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা করা ।

৯৬৭- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ أَخْضَرَ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ يَعْنِي الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذِهِ يَعْنِي سَجْدَةً مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا قَالَ سَجَدَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ رضي الله عنه وَأَنَا خَلْفَهُ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه .

৯৬৯। আবু রাফে (রা) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে এশার নামায পড়লাম। তিনি সূরা 'ইয়াস-সামাউন শাক্বাত' পড়লেন এবং তাতে সিজদা করলেন। তিনি অবসর হলে আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! এই সিজদা, আমরা তো এটা করতাম না। তিনি বলেন, আবুল কাসিম رضي الله عنه তাতে সিজদা করেছেন এবং আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। অতএব আমি আবুল কাসিম رضي الله عنه-এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত অনবরত তাতে সিজদা করবো।

بَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : দিনের নামাযের কিরাআত ।

৯৭০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقِيبَةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৭০। আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যে নামাযে আমাদের শুনিতে (সশব্দে) কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তাতে তোমাদের শুনিতে কিরাআত পড়ি। আর তিনি যাতে আমাদের থেকে (কিরাআত) অস্পষ্ট (নীরবে) পড়েছেন, আমরা তাতে তোমাদের থেকে অস্পষ্ট কিরাআত পড়ি।

৯৭১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৭১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক নামাযে কিরাআত রয়েছে। অতএব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শুনিতে পড়তেন তা আমরা তোমাদের শুনিতে পড়বো। আর যা তিনি আমাদের থেকে নীরবে পড়েছেন আমরাও তা তোমাদের থেকে নীরবে পাঠ করবো।

الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : যুহরের নামাযের কিরাআত।

৯৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذُّرِّيَّةِ .

৯৭২। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে যুহরের নামায পড়তাম। সূরা লোকমান ও আয-যারিয়াত পড়াকালে আমরা কতক আয়াত পরপর কোন একটি আয়াত তাঁর থেকে শুনতে পেতাম।

৯৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ النَّضْرِ قَالَ كُنَّا بِالطُّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الظُّهْرِ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

৯৭৩। আবু বাকুর ইবনুন নাদর (র) বলেন, আমরা ‘আত-তুফ’ (কারবালা) নামক স্থানে আনাস (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকজনকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি বলেন, নিচয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের নামায পড়েছি। তিনি এর (প্রথম) দুই রাক্‌আতে সূরা আল-আ‘লা ও সূরা আল-গাশিয়া তিলাওয়াত করেন।

تَطْوِيلُ الْقِيَامِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَوةِ الظُّهْرِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : যুহরের নামাযের প্রথম রাক্‌আতে দীর্ঘ কিয়াম করা।

৯৭৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقَدْ كَانَ صَلَوةَ الظُّهْرِ

تَقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيئُ وَرَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى يُطَوِّلُهَا .

৯৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, নিশ্চয় যুহরের নামায শুরু হয়ে যেতো। তখন কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে আল-বকী নামক স্থানে যেতো, অতঃপর উযু করে ফিরে আসতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও প্রথম রাক্‌আতে থাকতেন। তিনি তা (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন।

৯৭৫- أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُوسٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّيُ بِنَا الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يُسْمِعُنَا
الْآيَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالرُّكْعَةَ الْأُولَى يَعْنِي
فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৯৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়তেন। তিনি প্রথম দুই রাক্‌আতে কিরাআত পড়তেন এবং কোন কোন আয়াত আমাদেরকে (আন্তে) শুনাতেন। তিনি যুহরের প্রথম রাক্‌আত এবং ফজরের প্রথম রাক্‌আত (কিয়াম) দীর্ঘায়িত করতেন।

بَابُ إِسْمَاعِ الْأَمَامِ الْآيَةَ فِي الظُّهْرِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক যুহরের নামাযের কিরাআত শুনানো।

৯৭৬- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ يُعْرِفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ
الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ
الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .

৯৭৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাক্‌আতে ও আসরের প্রথম দুই রাক্‌আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি করে সূরা পড়তেন এবং কখনো কখনো তিনি আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি প্রথম রাক্‌আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন।

تَقْصِيرُ الْقِيَامِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

৫৮-অনুচ্ছেদ : যুহরের দ্বিতীয় রাক্‌আতের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা।

৯৭৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَنَسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَطْوِلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَطْوِلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَطْوِلُ الْأُولَى وَيُقْصِرُ الثَّانِيَةَ .

৯৭৭। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতে কিরাআত পড়তেন এবং কখনো আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি প্রথম রাক্‌আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও তাই করতেন। এর প্রথম রাক্‌আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের প্রথম দুই রাক্‌আতেও কিরাআত পড়তেন এবং প্রথম রাক্‌আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতের কিরাআত।

৯৭৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رُكْعَةٍ مِنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ .

৯৭৮। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক্‌আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দুই রাক্‌আতে শুধু সূরা ফাতিহা

পড়তেন। তিনি কখনো কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন। তিনি যুহরের নামাযের প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ

৬০-অনুচ্ছেদ : আসরের নামাযের প্রথম দুই রাক'আতের কিরাআত।

৯৭৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَنُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى فِي الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

৯৭৯। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি সূরা পড়তেন। তিনি কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি যুহরের প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও তাই করতেন।

৯৮০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا .

৯৮০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহর ও আসরের নামাযে সূরা ওয়াস-সামাই যাতিল বুরুজ, সূরা ওয়াস-সামাই ওয়াত-তারিক বা অনুরূপ (দীর্ঘ) সূরা পড়তেন।

৯৮১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْأَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

৯৮১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামাযে সূরা ওয়াল-লাইলি ইয়া ইয়াগশা এবং আসরের নামাযেও অনুরূপ (দৈর্ঘ্যের) সূরা পড়তেন, আর ফজরের নামাযে এর চেয়ে অধিক দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

تَخْفِيفُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

৬১-অনুচ্ছেদ : কিয়াম ও কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা।

৯৮২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .

৯৮২। য়ায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি নামায পড়েছো? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, হে বালিকা (বা দাসী)! আমার উয়ুর পানি আনো। আমি কোন ইমামের পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়িনি তোমাদের এই ইমাম (উমার ইবনে আবদুল আযীয) ব্যতীত। য়ায়েদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) পূর্ণভাবে রুকু-সিজদা করতেন এবং কিয়াম ও বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন।

৯৮৩- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمَفْصَلِ .

৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি কারো পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়িনি অমুক ব্যক্তি ব্যতীত। অধস্তন রাবী সুলায়মান (র) বলেন, সেই ব্যক্তি যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকআত দীর্ঘ এবং শেষের দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের নামাযও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত সূরা, এশার নামাযে আওসাতে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত সূরা এবং ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত সূরা পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ

৬২-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ছোট সূরা পড়বে।

৯৮৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَلَانٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِي الْآخِرِينَ وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهَهَا وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ .

৯৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায আমি অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পিছনে পড়িনি। অতএব আমরা সেই ব্যক্তির পিছনে নামায পড়লাম। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকআত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের নামাযও অনুরূপ সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সূরা পড়তেন এবং এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' এবং তদনুরূপ সূরা পড়তেন। আর তিনি ফজরের নামাযে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

৬৩-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পাঠ করা।

৯৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِنَاضِحِينَ عَلَى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ أَلَا قَرَأْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَهُمَا .

৯৮৫। জাবের (রা) বলেন, পানি বহনকারী দু'টি উটসহ এক আনসার ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি তখন মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। তিনি

সূরা আল-বাকারা পড়তে শুরু করলেন। লোকটি একাকী নামায পড়ে চলে গেলো। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খবর পৌঁছলে তিনি বলেন : হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ, হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ। তুমি 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ (ক্ষুদ্র) সূরা পড়ো না কেন?

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করা।

৭৮৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَوةً حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯৮৬। আল-হারিছ-কন্যা উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে তাঁর ঘরে মাগরিবের নামায পড়েন। তিনি সূরা আল-মুরসালাত পড়েন। এরপর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নামায পড়াননি।

৭৮৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ .

৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে 'সূরা আল-মুরসালাত' পড়তে শোনেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তুর পাঠ করা।

৭৮৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

৯৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তুর পড়তে শুনেছি।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ

৬৬-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে 'হা-মীম আদ-দুখান' সূরা পাঠ করা।

৯৮৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ .

৯৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা 'হা-মীম আদ-দুখান' পাঠ করেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمِصِّ

৬৭-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাদ' পাঠ করা।

৯৯০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُرْوَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَأَنَا أَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَلُوقُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوْلَيْنِ الْمِصِّ .

৯৯০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বলেন, হে আবদুল মালেকের বাপ! আপনি কি মাগরিবের নামাযে সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ও সূরা 'ইন্না আ'তাইনাকনাল-কাওছার' পড়েন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এটা তো নতুন কথা। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি এই নামাযে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাদ' (সূরা আ'রাফ) পড়েছেন।

৯৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّورِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوَلَيْنِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَطْوَلُ الطُّوَلَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ .

৯৯১। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) তাকে বলেন, কি হলো যে, আমি তোমাকে মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সূরা পড়তে দেখছি? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সূরা পড়তে দেখেছি। আমি বললাম, হে আবদুল্লাহর পিতা! দীর্ঘতর সূরা কোনটি? তিনি বলেন, ‘আল-আ’রাফ।

৯৯২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو حَيَوَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَّهَا فِي رُكْعَتَيْنِ .

৯৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা আল-আ’রাফ তিলাওয়াত করেন। তিনি তা দুই রাকআতে পড়েন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৬৮-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযের পরবর্তী দুই রাকআতের কিরাআত।

৯৯৩- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

৯৯৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের দুই রাকআত সূনাতে এবং ফজরের দুই রাকআত সূনাতে অন্তত বিশবার সূরা ‘কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন’ ও ‘কুল হওয়াল্লাহ আহাদ’ পড়তে শুনেছি।

الْفَضْلُ فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

৬৯-অনুচ্ছেদ : নামাযে ‘কুল হওয়াল্লাহু আহাদ’ সূরা পড়ার ফযীলাত ।

৯৯৪- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَوَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ .

৯৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি ক্ষুদ্র সেনা অভিযানে (অধিনায়করূপে) পাঠান। তিনি তার সাথীদের নামাযে কিরাআত পড়তেন এবং কুল হওয়াল্লাহু আহাদ’ সূরা পড়ে কিরাআত শেষ করতেন। তারা (অভিযান থেকে) ফিরে এসে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেন। তিনি বলেন : তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন তা করেছে? তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কেননা এটি মহামহিম আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরা। তাই আমি সেটি পড়তে ভালোবাই ৭৬ ৭৫ স্টম রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তাকে খবর পৌঁছাও যে, মহামহিম আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।

৯৯৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِبَتْ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ .

৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে পড়তে শোনলেন : “কুল হওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অবধারিত হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি অবধারিত হয়েছে? তিনি বলেন : জান্নাত।

৯৭৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدُلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৯৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বারংবার ‘কুল হওয়াল্লাহু আহাদ’ সূরা পড়তে শোনেন। ভোর হলে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তা উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

৯৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا .

৯৯৭। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : “কুল হওয়াল্লাহু আহাদ” কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এর চেয়ে দীর্ঘ এই হাদীসের সনদসূত্র আছে বলে আমার জানা নাই।

الْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى

৭০-অনুচ্ছেদ : এশার নামাযে ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা’ সূরা পাঠ করা।

৯৭৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ مُعَاذُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتَانُ يَا مُعَاذُ أَقْتَانُ يَا مُعَاذُ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالضُّحَى وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

৯৯৮। জাবের (রা) বলেন, মুআয (রা) এশার নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং (কিরাআত) দীর্ঘ করলেন। নবী ﷺ বলেন : হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ, হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ! সূরা ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা’, ‘ওয়াদ-দুহা’, ‘ইয়াস-সামাউনফাতারাত’ কেন পড়ছো না।

الْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

৭১-অনুচ্ছেদ : এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' সূরা পাঠ করা ।

৭৭৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَنًا يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالْأَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৯৯। জাবের (রা) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) তার সংগীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তাতে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে চলে গেলো। তার সম্পর্কে মুআয (রা)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সে মুনাফিক। এই মন্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে মুআয (রা) যা বলেছেন তা তাঁকে অবহিত করে। নবী ﷺ তাকে বলেন : হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ হতে চাও। তুমি যখন লোকজনের ইমামতি করো তখন 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা', সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা,' ওয়াল-লাইলি ইয়া ইয়াগশা,' ইকরা বিসমি রব্বিকা ইত্যাদি সূরা পড়বে।

১০০০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَفِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّورِ .

১০০০। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ সূরা পড়তেন।

الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

৭২-অনুচ্ছেদ : এশার নামাযে সূরা 'আত-তীন' পাঠ করা ।

১০০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

১০০১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি তাতে সূরা 'ওয়াত-তীন ওয়ায-যায়তুন' পাঠ করেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

৭৩-অনুচ্ছেদ : এশার নামাযের প্রথম রাক্‌আতের কিরাআত।

১০০২- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

১০০২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে ছিলেন। তিনি এশার নামাযের প্রথম রাক্‌আতে সূরা আত-তীন পড়েন।

الرُّكُودُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘ করা।

১০০৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَكَ النَّاسُ فِي كُلِّ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَتَيْتُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرَتَيْنِ وَمَا أَلَوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, লোকজন প্রতিটি বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, এমনকি নামায সম্পর্কেও। সা'দ (রা) বলেন, আমি প্রথম দুই রাক্‌আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়ি এবং শেষের দুই রাক্‌আত সংক্ষেপ করি। আর আমি যে সকল নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে পড়েছি তাতে তাঁর অনুসরণ করতে ক্রটি করি না। উমার (রা) বলেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা তাই।

১০০৬- أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ دَاوُدَ الطَّائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

وَقَعَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ
فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا أَرْكَدُ فِي
الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرَتَيْنِ قَالَ ذَلِكَ الظُّنُّ بِكَ .

১০০৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, কুফার কতক লোক সা'দ (রা)-র বিরুদ্ধে
উমার (রা)-র নিকট অভিযোগ দায়ের করে বললো, আল্লাহর শপথ! তিনি উত্তমরূপে
নামায পড়েন না। সা'দ (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
(শিখানো) নামায পড়ি এবং তাতে মোটেও ত্রুটি করি না। আমি প্রথম দুই রাক'আত
দীর্ঘায়িত করি এবং শেষের দুই রাক'আত সংক্ষেপ করি। উমার (রা) বলেন, তোমার
সম্পর্কে আমার ধারণা তাই।

قِرَاءَةُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

৭৫-অনুচ্ছেদ : একই রাক'আতে দু'টি সূরা পাঠ করা।

১০০৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا
عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

১০০৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সেই বিশটি সূরা সম্পর্কে অবশ্যই
জ্ঞাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ রাক'আতে পড়তেন। অতঃপর তিনি আলকামা (র)-এর হাত
ধরে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আলকামা (র) আমাদের নিকট বের হয়ে
এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি আমাদেরকে সেগুলো অবহিত করলেন।

১০০৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفْصَلَ فِي رَكْعَةٍ
قَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ
فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ الْمُفْصَلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

১০০৬। আমর ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি আবু ওয়াইল (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট বললো, আমি এক রাকআতে মুফাসসাল সূরাগুলো (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) পড়েছি। তিনি বলেন, তাহলে তো কবিতার ফরফরানির ন্যায় দ্রুত পড়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম-দৈর্ঘ্যের যেসব সূরা পরস্পর মিলিয়ে পড়তেন আমি সেসব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবহিত। অতএব তিনি মুফাসসালের বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন যার দু'টি করে সূরা এক এক রাকআতে তিনি ﷺ পড়তেন।

১০০৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفْصَلَ فِي رُكْعَةٍ فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفْصَلِ مِنْ آلِ حَمٍّ .

১০০৭। মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গত রাতে মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়েছি। তিনি বলেন, কবিতার ফরফরানির ন্যায় ফরফর করে পাঠ করেছো আর কি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রতি রাকআতে) একজোড়া করে মুফাসসালের বিশটি সূরা থেকে পড়তেন, যা হা-মীম (৪০ নং সূরা মুমিন) থেকে শুরু।^৪

قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়া।

১০০৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى ابْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

১. মুফাসসাল সূরার শুরু সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো মতে সূরা মুমিন (গাফির) থেকে, মতান্তরে সূরা হুজুরাত অথবা সূরা কাফ অথবা আস-সাফ অথবা সূরা আল-মুল্ক অথবা সূরা আল-আলা থেকে তার সূচনা (অনুবাদক)।

১০০৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কা'বা ঘর সামনে রেখে নামায পড়লেন। তিনি তাঁর জুতাজোড়া খুলে তাঁর বাঁদিকে রাখেন এবং সূরা আল-মুমিনুন পড়া শুরু করেন। তিনি মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ (৫০ নং আয়াত) পর্যন্ত পৌঁছেলেন তাঁর কাশি আসে। অতএব তিনি রুকুতে চলে যান।

تَعَوُّذُ الْقَارِي إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ

৭৭-অনুচ্ছেদ : আযাব সম্পর্কিত আয়াতে পৌঁছে নামাযীর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

১০০৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُقَرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَأَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ قَدَعًا وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى .

১০০৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়েন। নবী ﷺ কিরাআত পড়তে থাকেন। তিনি শান্তি সম্পর্কিত আয়াত পড়ার পর থেমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং রহমাত সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াত করার পর থেমে দোয়া করতেন। তিনি তাঁর রুকুতে বলতেন : ‘সুবহানা রব্বিয়াল আজীম’ এবং সিজদায় বলতেন : ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা’।

مَسْأَلَةُ الْقَارِي إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ

৭৮-অনুচ্ছেদ : রহমাতের আয়াত তিলাওয়াতের পর নামাযীর দোয়া করা।

১০১০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُقَرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالْإِسْرَاءِ وَالنِّسَاءِ فِي رُكْعَةٍ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا اسْتَجَارَ .

১০১০। হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একই রাকআতে সূরা আল-বাকারা, আল ইমরান ও আন-নিসা তিলাওয়াত করেন। তিনি রহমাত সংক্রান্ত আয়াত পড়েই রহমাত প্রার্থনা করতেন এবং শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত পড়েই আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

تَرْدِيدُ الْآيَةِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : একই আয়াত বারবার পড়া।

১০১১-أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُدَّامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةِ وَالْآيَةِ أَنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১০১১। আবু যার (রা) বলেন, নবী ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং বরাবর একটি আয়াত পড়েই ভোরে উপনীত হলেন। আয়াতটি হলো : “যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ” (সূরা মাইদা : ১১৮)।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا

৮০-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর বাণী “তোমার নামাযে কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না” (১৭ : ১১০)।

১০১২-أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ وَهُوَ ابْنُ إِيَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا يَسْمَعُوا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا .

১০১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহামহিম্মিত আল্লাহর বাণী : “তোমার নামাযে কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় স্কীণও করো না” (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০) সম্পর্কে তিনি বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যখন নামায পড়তেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো করতেন। ইবনে মানী (র)-এর বর্ণনায় আছে : তিনি সশব্দে কুরআন পড়তেন। মুশরিকরা তা শুনতে পেলে কুরআনকে, তার নাযিলকারীকে এবং তার বাহককে গালি দিতো। অতএব মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন, তোমার নামাযে প্রকাশ করো না অর্থাৎ উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ো না। অন্যথা মুশরিকরা শুনতে পেলে কুরআনকে গালমন্দ করবে। তোমার সাহাবীদের সামনে একেবারে “নীরবেও পড়ো না; তাহলে তারা তা শুনতে পাবে না, বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করো”।

১০১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ أَصْحَابُهُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا .

১০১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন। মুশরিকরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কুরআন ও তার বাহককে গালি দিতো। তাই নবী ﷺ অস্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়তেন এবং ফলে তাঁর সাহাবীগণ তা শুনতে পেতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মহামহিম আল্লাহ বলেন, “নামাযে তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় স্কীণও করো না; এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো” (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০)।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

৮১-অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে কুরআন পড়া।

১০১৪- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى عَرِشِي .

১০১৪। উম্মু হানী (রা) বলেন, আমি আমার (ঘরের) ছাদ থেকে (মসজিদে) নবী ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনতে পেতাম।

بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

৮২-অনুচ্ছেদ : সুউচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়া।

১০১৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَمْدُ صَوْتَهُ مَدًّا .

১০১৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি সুউচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়তেন।

تَرْئِينُ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

৮৩-অনুচ্ছেদ : সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।

১০১৬- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ .

১০১৬। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো।

১০১৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ حَتَّى ذَكَرْنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَزَاحِمٍ .

১০১৭। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো। অধস্তন রাবী ইবনে আওসাজা (র) বলেন, “তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো” এই হাদীস আমি ভুলে গিয়েছিলাম। শেষে দাহ্‌হাক ইবনে মুযাহিম (র) আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন।

১০১৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَدْنِ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَدْنِ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ .

১০১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ নবীর সুললিত কণ্ঠে যেভাবে মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠ শোনে, অন্য কিছু তদ্রূপ শোনে না।

১০১৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَدْنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَشَيْءٍ يَعْنِي أَدْنَهُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ .

১০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ নবীর সুকণ্ঠে যেভাবে কুরআন পাঠ শোনে, অন্য কিছু তদ্রূপ শোনে না।

১০২০- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা (রা)-এর কিরাআত পাঠ শুনে বলেন : তাকে দাউদ (আ)-এর পরিবারের সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

১০২১- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবু মূসা (রা)-র কিরাআত পাঠ শুনে এবং বলেন : তাকে দাউদ (আ) পরিবারের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

১০২২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِّنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২২। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবু মুসা (রা)-র কিরাআত পাঠ শুনলেন এবং বললেন : তাকে দাউদ (আ) পরিবারের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

১০২৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَوْتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَوْتُهُ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعَّتُ قِرَاءَةَ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১০২৩। ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত ও তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তাঁর নামাযের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক! অতঃপর তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনা দেন। তিনি বর্ণনা দিলেন যে, তা ছিল অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট তিলাওয়াত।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ

৮৪-অনুচ্ছেদ : রুকু করার তাকবীর।

১০২৪- أَخْبَرَنَا سُؤْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَوَتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَوَتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১০২৪। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, মারওয়ান যখন আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায়ে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তখন তিনি ফরয নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন। অতঃপর তিনি রুকুতে যেতেও তাকবীর বলতেন। তিনি রুকু থেকে নিজ মাথা তুলে বলতেন, সামিয়াল্লাহ লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হাম্দ। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতেও তাকবীর বলতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহুদ পড়ার পর উঠার সময়ও তাকবীর বলতেন। তিনি তার সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করার পর মসজিদে উপস্থিত লোকজনের দিকে মুখ করে বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ هَذَا ۚ فُرُوعُ الْأُذُنَيْنِ

৮৫-অনুচ্ছেদ : রুকুতে যেতে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উত্তোলন করা।

১০২৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى بَلَغَتْهُ فُرُوعُ أُذُنَيْهِ .

১০২৫। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীর (তাহরীমা) বলতে, রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে তাঁর মাথা তুলে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ

৮৬-অনুচ্ছেদ : রুকুতে যেতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করা।

১০২৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

১০২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন।

تَرَكَ ذَلِكَ

৮৭-অনুচ্ছেদ : দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠানো বর্জন করা ।

১০২৭- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ .

১০২৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? আলকামা (র) বলেন, অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমায়) তার দুই হাত উঠালেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেননি ।

إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ

৮৮-অনুচ্ছেদ : রুকুতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা ।

১০২৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

১০২৮। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রুকু-সিজদায় মেরুদণ্ড সোজা রাখে না তার নামায হয় না ।

الْإِعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ

৮৯-অনুচ্ছেদ : সুষ্ঠুভাবে রুকু করা (ই‘তিদাল) ।

১০২৯- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِئْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ .

১০২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা সুষ্ঠুভাবে রুকু-সিজদা করো । তোমাদের কেউ যেন তার দুই হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে না রাখে ।

كِتَابُ التَّطْبِيقِ (কিতাবুত তাতবীক)

রুকু ও তাশাহুদে দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে স্থাপন।

১০৩০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَى هَؤُلَاءِ قُلْنَا نَعَمْ فَأَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بَغِيرٌ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةً قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤْمِّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرَشْ كَفِّهِ عَلَى فَخْذِهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১০৩০। আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবদুল্লাহ (রা)-র সাথে তার বসতঘরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাদের উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করলেন, আযান ও ইকামত ছাড়াই। তিনি বলেন, তোমরা সর্বমোট তিনজন হলে অনুরূপ করবে এবং এর অধিক হলে তোমাদের মধ্যকার একজন তোমাদের ইমামতি করবে এবং তার উভয় হাত তার উরুর উপর বিছিয়ে রাখবে। আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঙ্গুলসমূহের মধ্যকার ফাঁক দেখতে পাচ্ছি।

১০৩১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرُّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا يَدَيْنَا عَلَى رُكْبِنَا فَتَزَعَهُمَا فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১০৩১। আল-আসওয়াদ ও আলকামা (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বসতঘরে তার সাথে নামায পড়লাম। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। আমরা আমাদের হাতগুলো আমাদের উরুর উপর রাখলাম। তিনি সেগুলো টেনে নিয়ে আমাদের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ফাঁক করে দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

১০৩২- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الْأَمْسَاكَ بِالرُّكْبِ.

১০৩২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। তিনি যখন রুকু করতে চাইলেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু একত্র করে তাঁর দুই উরুর মাঝখানে রেখে রুকু করলেন। সা'দ (রা) এই বিবরণ অবগত হয়ে বলেন, আমার ভাই সত্য বলেছে। আমরা এটা করতাম। তারপর আমরা হাঁটু ধরে রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।

نَسَخُ ذَلِكَ

১-অনুচ্ছেদ : তা রহিত হয়েছে।

১০৩৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ لِي اضْرِبْ بِكَفِّكَ عَلَى رُكْبَتِكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضْرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا قَدْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا وَأَمَرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ.

১০৩৩। মুসআব ইবনে সা'দ (র) বলেন, আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকালে (রুকুতে) আমার দুই হাত আমার দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার দুই হাতের তালু তোমার দুই হাঁটুতে রাখো। রাবী বলেন, আমি পুনর্বার পূর্বানুরূপ করলে তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাতের তালু দ্বারা হাঁটু ধরে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০৩৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكْعَتُ فُطِبَتْ فَقَالَ أَبِي إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكْبِ .

১০৩৪। মুসআব ইবনে সা'দ (র) বলেন, আমি রুকুতে গিয়ে আমার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। আমার পিতা বলেন, আমরা আগে এটা করতাম, অতঃপর তা হাঁটুতে স্থাপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।

الْمَسَاكُ بِالرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ

২-অনুচ্ছেদ : রুকু অবস্থায় হাঁটু ধরে রাখা।

১০৩৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سُنَّتُ لَكُمْ الرُّكْبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكْبِ .

১০৩৫। উমার (রা) বলেন, হাঁটু আকড়ে ধরা তোমাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব তোমরা (রুকুতে) হাঁটু আকড়ে ধরো।

১০৩৬- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكْبِ .

১০৩৬। উমার (রা) বলেন, (রুকুতে) হাঁটু আকড়ে ধরা সুন্নাত।

بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

৩-অনুচ্ছেদ : রুকু অবস্থায় দুই হাতের তালু রাখার স্থান।

১০৩৭- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدَّثْنَا عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ وَضَعَ رَاِحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعُهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ .

১০৩৭। সালেম (র) বলেন, আমরা আবু মাসউদ (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা দিন। অতএব তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর (তাহরীমা) বললেন। তিনি রুকুতে গিয়ে তার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে স্থাপন করেন এবং আঙ্গুলগুলো তার (হাঁটুর জোড়ার) নিচে রাখেন। তার উভয় কনুই দুই পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখলেন, ফলে তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো। তারপর তিনি 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ফলে তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো।

بَابُ مَوَاضِعِ الْأَيْدِيَنِ فِي الرُّكُوعِ

৪-অনুচ্ছেদ ৪ রুকু অবস্থায় দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ রাখার স্থান।

১০৩৮। ১-أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ الرَّهَافِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَلَا أُصَلِّيْ لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطِيهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطِيهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا .

১০৩৮। উকবা ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, তদ্রূপ কি তোমাদের নামায পড়ে দেখাবো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতএব তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি রুকুতে গিয়ে তার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে স্থাপন করেন, হাতের আঙ্গুলসমূহ তার হাঁটুঘরের নিচের দিকে রাখেন এবং বগলদ্বয় ফাঁকা রাখেন, তাতে তার সমস্ত অঙ্গ স্বস্থানে স্থির হলো। অতঃপর তিনি (রুকু থেকে) মাথা তুলে দাঁড়ান এবং তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো। তারপর তিনি সিজদায় যান এবং বগলদ্বয় ফাঁকা করে রাখেন, যাতে সমস্ত অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। অতঃপর (সিজদা থেকে উঠে) বসেন, যাবত না প্রতি অঙ্গ স্বস্থানে স্থির হলো। তারপর পুনরায় সিজদায় গেলেন এবং সমস্ত অঙ্গ স্থির হলো। এই নিয়মে তিনি চার রাকআত নামায পড়েন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এভাবে নামায পড়তেন।

بَابُ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ

৫-অনুচ্ছেদ : রুকু অবস্থায় বগলদ্বয় ফাঁকা রাখা ।

১০৩৯- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَلِيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ الْبَرَادِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي .

১০৩৯। সালেম আল-বাররাদ (র) বলেন, আবু মাসউদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে নামায পড়তেন, আমি কি তোমাদের তা দেখাবো না? আমরা বললাম, হাঁ। অতএব তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর (তাহরীমা) বললেন। তিনি রুকুতে গিয়ে তার দুই বগল ফাঁকা রাখলেন। যখন তার সমস্ত অঙ্গ স্থির হলো তিনি (রুকু থেকে) মাথা তুললেন। তিনি এভাবে চার রাকআত নামায পড়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ الْأَعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

৬-অনুচ্ছেদ : রুকুতে ভারসাম্য বজায় রাখা ।

১০৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْنَعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ .

১০৪০। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন সোজা হয়ে যেতেন (পিঠ সোজা রাখতেন), মাথা উচুও করতেন না, নিচুও করতেন না এবং তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করতেন।

الْنَهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ

৭-অনুচ্ছেদ : রুকুতে কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ ।

১০৪১- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِسْيِ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا .

১০৪১। আলী (রা) বলেন, নবী ﷺ কাস্‌সী ও হারীর (রেশমী পোশাক) পরিধান করতে, সোনার আংটি পরতে এবং রুকূর মধ্যে কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

১০৪২ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفْرِ .

১০৪২। আলী (রা) বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে আমাকে নিষেধ করেছেন।

১০৪৩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُكَدَّرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبَ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفْذَمِّ وَالْمُعْصَفْرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

১০৪৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না, তোমাদের নিষেধ করেছেন—সোনার আংটি, রেশমী পোশাক, গাঢ় লাল রং-এর ও হলুদ রং-এর পোশাক পরতে।

১০৪৪ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغَبَةُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ .

১০৪৪। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

১০৪৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفْرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبَ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

১০৪৫। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক, হলুদ বর্ণের পোশাক ও সোনার আংটি পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

بَابُ تَعْظِيمِ الرَّبِّ فِي الرُّكُوعِ

৮-অনুচ্ছেদ : রুকুতে রক্ষুল আগামীনের মহত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা।

১০৪৬। أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْسَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَمَنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

১০৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ পর্দা সরালেন এবং লোকজন আবু বাকর (রা)-র পিছনে সারিবদ্ধ ছিল। তিনি বলেন : হে লোকসকল! নবুওয়াতের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট থাকবে না, সত্য স্বপ্ন ব্যতীত, যা মুসলমান ব্যক্তি দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। অতঃপর তিনি বলেন : শোন! আমাকে রুকু ও সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমরা রুকুতে রবের মহিমা ঘোষণা করো এবং সিজদায় প্রার্থনা করতে চেষ্টা করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রার্থনা কবুল করা হবে।

بَابُ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

৯-অনুচ্ছেদ : রুকুর দোয়া।

১০৪৭। أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى .

১০৪৭। হুয়ায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি রুকু করলেন এবং তাঁর রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল আজীম” এবং সিজদায় “সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা” বললেন।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

১০-অনুচ্ছেদ : রুকুতে আরেক রকম দোয়া।

১০৪৮। অয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সিজদায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বলতেন : “সুবহানাকা রব্বনা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুয়্যাক্বমিল লী”।

نُوعٌ آخَرُ مِنْهُ

১১-অনুচ্ছেদ : রুকুতে আরেক রকম দোয়া।

১০৪৯। অয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকুতে বলতেন : “সুব্বানু কুদুসুন রব্বুল মালিকাতি ওয়ার-রুহ”।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

১২-অনুচ্ছেদ : রুকুতে আরেক রকম দোয়া।

১০৫০। অয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকুতে বলতেন : “সুব্বানু কুদুসুন রব্বুল মালিকাতি ওয়ার-রুহ”।

قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَّثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ .

১০৫০। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযে দাঁড়িলাম। তিনি রুকুতে গিয়ে সূরা আল-বাকারার (পড়ার) সম-পরিমাণ সময় রুকুতে অবস্থান করেন এবং রুকু অবস্থায় বলেন : “সুবহানা যিল-জাবরুত ওয়াল-মালাকুত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-আজমাত”।

نُوعٌ آخَرُ مِنْهُ

১৩-অনুচ্ছেদ : রুকুর আরেক রকম দোয়া।

১০৫১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمِيُّ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمَخِي وَعَصَبِي .

১০৫১। আলী ইবনে আবু তালিষ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু অবস্থায় বলতেন : “আল্লাহুমা লাকা রাকা তু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু। খাশাআ লাকা সাম্ঈ ওয়া বাসারী ওয়া ইজামী ওয়া মুখ্বী ওয়া আসাবী”।

نُوعٌ آخَرُ

১৪-অনুচ্ছেদ : রুকুর আরেক রকম দোয়া।

১০৫২- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعِظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১০৫২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকুতে গিয়ে বলতেন : “আল্লাহুমা লাকা রাকা’তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া ‘আলাইকা তাওয়াক্কালতু। আনতা রব্বী, খাশা’আ সাম্’ঈ ওয়া বাসারী ওয়া দামী ওয়া লাহমী ওয়া ‘আজমী ওয়া আসাবী লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন”।

১০৫৩- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيُ تَطَوُّعًا يَقُولُ إِذَا رَكَعَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أُمِنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمَخِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১০৫৩। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যখন রুকুতে যেতেন তখন বলতেন : “আল্লাহুমা লাকা রাকা’তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া ‘আলাইকা তাওয়াক্কালতু। আনতা রব্বী, খাশা’আ সাম্’ঈ ওয়া বাসারী ওয়া লাহমী ওয়া দামী ওয়া মুখী ওয়া ‘আসাবী লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন”।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

১৫-অনুচ্ছেদ : রুকুতে দোয়া না পড়ার অবকাশ আছে।

১০৫৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ فَعَلَّمَنِي وَأَرْنِي قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْقَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْقَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَاعِدًا

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَوَتَكَ وَمَا
انْتَقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ فَائِمًا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَوَتِكَ.

১০৫৪। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য রাখলেন, কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। অতঃপর সে নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলো এবং তিনি তার সালামের জবাব দিলেন, অতঃপর বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। রাবী বলেন, আমার মনে নেই যে, সে দ্বিতীয় বারে অথবা তৃতীয়বারে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে উযু করবে, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর তাকবীর (তাহরীমা) বলবে, অতঃপর সূরা-কিরাআত পড়বে, অতঃপর রুকু করবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হবে, অতঃপর উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করবে, অতঃপর তোমার মাথা তুলে শান্তভাবে স্থির হয়ে বসবে, পুনরায় সিজদায় যাবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করবে। তুমি এরূপ করলে তোমার নামায পূর্ণ হলো। তা থেকে তুমি যতোটুকু কম করলে তোমার নামায ততোটুকু কম হলো।

بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ الرُّكُوعِ

১৬-অনুচ্ছেদ : পূর্ণাঙ্গভাবে রুকু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ

১০৫৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন : তোমরা যখন রুকু ও সিজদা করো তখন তোমাদের রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করো।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

১৭-অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন।

১০৫৬- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَلِيمٍ الْعَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَكَذَا وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الْأُذُنَيْنِ .

১০৫৬। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকুতে যেতে এবং 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেছেন। অধস্তন রাবী কায়েস (র) দুই কানের প্রতি ইশারা করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

১৮-অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে উঠতে দুই কানের লতি বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

১০৫৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

১০৫৭। মালেক ইবনুল হওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন যে, নবী ﷺ রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় তাঁর দুই হাত দুই কানের লতি বরাবর উত্তোলন করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

১৯-অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে উঠতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

১০৫৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১০৫৮। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়ও অনুরূপ করতেন। তিনি 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর বলতেন : 'রব্বানা লাকাল হামদ'। তিনি দুই সিজদার মাঝখানে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন না।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

২০-অনুচ্ছেদ : হস্তদ্বয় উত্তোলন ত্যাগ করার অবকাশ আছে।

১০৫৭- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .

১০৫৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? আলকামা (র) বলেন, অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রথমবারই (তাকবীরে তাহরীমায়) তাঁর দুই হাত উঠালেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেননি।

بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

২১-অনুচ্ছেদ : ইমাম রুকু থেকে তার মাথা তোলার সময় যা বলবেন।

১০৬০- أَخْبَرَنَا سُؤْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

১০৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করার প্রাকালে তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তিনি রুকুর তাকবীর বলতে এবং রুকু থেকে তাঁর মাথা তোলার সময়ও তাই করতেন এবং বলতেন : ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদিহ রব্বানা ওয়া লাকাল-হাম্দ’। কিন্তু তিনি সিজদাসমূহে তা করতেন না।

১০৬১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ রুকু থেকে তাঁর মাথা তোলার সময় বলতেন : “আল্লাহুমা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ”।

بَابُ مَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ

২২-অনুচ্ছেদ : মোক্তাদীগণ যা বলবে ।

১০৬২- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُوهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৬২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঘোড়ার পিঠ থেকে তাঁর ডান কাতে পড়ে গেলেন। লোকজন তাঁকে দেখতে এলো এবং নামাযের সময়ও উপস্থিত হলো। নামায পড়া শেষ করে তিনি বলেন : ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি যখন রুকু করেন, তোমরাও তখন রুকু করো। তিনি যখন রুকু থেকে উঠেন, তোমরাও তখন রুকু থেকে ওঠো। তিনি ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলার পর তোমরা বলো, ‘রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ’।

১০৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَنَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا .

১০৬৩। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি রুকু থেকে তাঁর মাথা তুলে বলেন : ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’। তাঁর পিছনের এক ব্যক্তি বললো, ‘রব্বানা ওয়া লাকাল-হাম্দ হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহু’। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন : এইমাত্র কে কথ্য বলেছে? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তিরিশের অধিক সংখ্যক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তাদের মধ্যে কে প্রথমে এটি লিখতে পারে তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

২৩-অনুচ্ছেদ : মোকতাদীর কথা—রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্দ।

১০৬৪ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১০৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর তোমরা বলো : 'রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্দ'। কেননা যার বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে সাথে হয় তার পূর্বকার গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

১০৬৫ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَظَبْنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَوَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمُكُمْ أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرَكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَمِعَ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ .

১০৬৫। আবু মুসা (রা) বলেন, আল্লাহ্র নবী ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, (তাতে) আমাদের অনুসরণীয় কর্মনীতি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন এবং

আমাদের নামায আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন : তোমরা যখন নামায পড়ো তখন তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। অতঃপর তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন তোমাদের ইমামতি করে। ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। তিনি যখন পড়েন, ‘গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন’, তোমরা বলো, ‘আমীন’। আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। তিনি যখন তাকবীর বলে রুকুতে যান, তোমরাও তাকবীর বলে রুকুতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে যাবেন এবং তোমাদের আগে রুকু থেকে উঠবেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেনঃ এটা তার পরিপূরক হবে। তিনি যখন ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলেন, তখন তোমরা বলো, ‘আল্লাহুমা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ’। আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন, ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’। তিনি যখন তাকবীর বলে সিজদায় যান, তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায় যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবেন এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন : এটা তার পরিপূরক। আর যখন তোমরা বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের যে কারো প্রথম কথা যেন হয় : “আত্তাহিয়্যা তুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহ। সালামুন আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সালামুন আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।” এই সাতটি বাক্য হলো নামাযের অভিবাদন (“সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল”)।

بَابُ قَدْرِ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

২৪-অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা উঠানো এবং সিজদায় যাওয়ার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান।

১০৬৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১০৬৬। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুকু, রুকু থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন, তাঁর সিজদা এবং দুই সিজদার মধ্যকার বসার সময় প্রায় একই সমান ছিল।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي قِيَامِهِ ذَلِكَ

২৫-অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন।

১০৬৭- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

১০৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকু থেকে উঠে ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলার পর বলতেন, “আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদু মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শায়ইম-বা‘দু”।

১০৬৮- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَاتُوسٍ الْعَدَنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى السُّجُودَ بَعْدَ الرُّكْعَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

১০৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকু করার পর যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন : “আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদু মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শায়ইম-বা‘দু”।

১০৬৯- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرٌ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১০৬৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ রব্বানা লাকাল হামদু’ বলার পর বলতেন : মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি

ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইম-বা'দু আহ্লাস-সানাই ওয়াল-মাজদি খাইরু মা কালাল-'আব্দু ওয়া কুল্লুনা লাকাল-'আব্দু। লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়াল্লা ইয়ানফা'উ যাল-জাদি মিনকাল-জাদু”।

১০৭০- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعْتُهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ لِرَبِّي الْحَمْدُ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَكَانَ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودَهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১০৭০। হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি যখন তাকবীর বললেন তখন তিনি তাঁকে বলতে শুনলেন : “আল্লাহ আকবার যাল-জাবারুতি ওয়াল-মালাকুতি ওয়াল-কিবরিয়াই ওয়াল আজমাতি”। তিনি তাঁর রুকুতে বলতেনঃ “সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, রুকু থেকে মাথা তুলে “লিরব্বিয়াল হাম্দু”, সিজদায় “সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা” এবং দুই সিজদার মাঝখানে “রব্বিগুফির লী”। তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা), তাঁর রুকু, রুকু থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন, তাঁর সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময় ছিল প্রায় এক সমান।

بَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

২৬-অনুচ্ছেদ : রুকুর পরে দোয়া কুনুত পাঠ।

১০৭১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذُكْوَانَ وَعُصْيَةٍ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

১০৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবত রুকুর পরে দোয়া কুনুত পাঠ করেন। তিনি তাতে রি'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রত্রয়কে অভিসম্পাত করতেন— যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

২৭-অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ ।

১০৭২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

১০৭২। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূর আগে না পরে? তিনি বলেন, রুকূর পরে।

১০৭৩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنِيهَةً .

১০৭৩। ইবনে সীরীন (র) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়েছে তাদের কেউ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় রাকআতে 'সামিয়াল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন।

১০৭৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُونُسَ .

১০৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআত (রুকূ) থেকে তাঁর মাথা উঠানোর পর বলেন : “আল্লাহ্‌য়্যা আনজিল ওয়ালাদাব্নাল ওয়ালাদ ওয়া সালামাতা ইব্না হিশাম ওয়া আয়্যাশ ইব্না আবী রবীআতা ওয়াল মুসতাদআফীনা বিমাক্কাতা। আল্লাহ্‌য়্যাশ্‌দুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজ্‌আলহা আলাইহিম সিনীনা কাসিনী ইউসুফা”।

১০৭৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةً مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু’ বলার পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং সিজদায় যাওয়ার পূর্বে দোয়া করতেন : আল্লাহ্মা আনজিল ওয়ালীদাব্বানাল ওয়ালীদ ওয়া সালামাতা ইব্বনা হিশাম ওয়া আয়্যাশ ইব্বনা আবী রবীআতা ওয়াল-মুসতাদআফীন বিমাক্বাতা । আল্লাহ্মাশ্দুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজ্আলহা আলাইহিম সিনীনা কাসিনী ইউসুফা”। অতঃপর তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজদায় যান। তখন মুদার গোত্রের উপগোত্রসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরম বিরোধী ছিল।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ

২৮-অনুচ্ছেদ : যুহরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ।

১০৭৬- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأَقْرَبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرَةَ .

১০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের নিকটবর্তী করে দিবে। রাবী (আবু সালামা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যুহর, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকআতে ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলার পর মুমিন মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

২৯-অনুচ্ছেদ : মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ ।

১০৭৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ح وَآخَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

১০৭৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজর ও মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন।

بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوتِ

৩০-অনুচ্ছেদ : দোয়া কুনূতের মধ্যে অভিসম্পাত করা ।

১০৭৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَهَشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رَجُلًا وَقَالَ هَشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ هَذَا قَوْلُ هَشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذُكُوانَ وَلِحْيَانًا .

১০৭৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবত (নামাযের) রুকু'র পরে দোয়া কুনূত পাঠ করেন। শো'বার বর্ণনায় আছে, তিনি কতিপয় লোককে অভিসম্পাত করেন। হিশামের বর্ণনায় আছে, তিনি আরবের গোত্রসমূহের মধ্যকার কতিপয় গোত্রকে অভিসম্পাত করেন। অতঃপর তিনি তা ত্যাগ করেন। এটা হিশামের বর্ণনা। আর শো'বা-কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে আছে, নবী ﷺ এক মাস যাবত দোয়া কুনূত পড়েন এবং তাতে রিল, যাকওয়ান ও লিহ্যান গোত্রসমূহকে অভিসম্পাত করেন।

بَابُ لَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُنُوتِ

৩১-অনুচ্ছেদ : দোয়া কুনূতে মোনাফিকদের অভিসম্পাত করা।

১০৭৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ االلَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا يَدْعُو عَلَى أَنَسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ .

১০৭৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের রুকু থেকে তাঁর মাথা তোলার পর বলতে শুনেছেন : “আল্লাহ্ম আলান ফুলানান ওয়া ফুলানান”। তিনি মোনাফিকদের মধ্যকার কতককে বদদোয়া করেন। এই প্রেক্ষাপটে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন : “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই। কেননা তারা নিশ্চয়ই জালেম” (সূরা আল ইমরান : ১২৮)।

بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ

৩২-অনুচ্ছেদ : দোয়া কুনূত পাঠ বর্জন করা।

১০৮০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِّنْ أَحِبَّاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

১০৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের গোত্রসমূহের মধ্যকার কতক গোত্রকে অভিসম্পাত করে এক মাস যাবত কুনূত পাঠ করেন, অতঃপর তা বর্জন করেন।

১০৮১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلْفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ .

১০৮১। আবু মালেক আল-আশজাই (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লাম, কিন্তু তিনি কুনূত পাঠ করেননি। আমি আবু বাকর (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি উমার (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি উসমান (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি আলী (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। অতঃপর তিনি বলেন, হে বৎস! নিশ্চয় এটা বিদ্‌আত।

بَابُ تَبْرِيدِ الْحَصَى لِلْسُجُودِ عَلَيْهِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : সিজদা করার জন্য কংকর ঠাণ্ডা করা।

১০৮২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَأَخَذُ قَبْضَةً مِّنْ حَصَى فِي كَفِّي أَبْرَدُهُ ثُمَّ أَحْوَلُهُ فِي كَفِّي الْآخَرِ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِحَبْهَتِي .

১০৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের নামায পড়ছিলাম। আমি ঠাণ্ডা করার জন্য এক মুঠ কংকর আমার হাতে তুলে নিলাম। অতঃপর আমি তা আমার অপর হাতে উলট-পালট করতে থাকলাম। আমি সিজদা করার সময় তা আমার কপাল বরাবর স্থানে রেখে দিলাম।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْسُجُودِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : সিজদায় যেতে তাকবীর বলা।

১০৮৩- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلَوَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرْنِي هَذَا قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي صَلَوَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৮৩। মুতাররিফ (র) বলেন, আমি ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পিছনে নামায পড়লাম। তিনি সিজদায় যেতে তাকবীর বললেন, সিজদা থেকে

উঠতে তাকবীর বললেন এবং দুই রাকআত পড়ার পর (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতে গিয়েও তাকবীর বললেন। তিনি তার নামায শেষ করার পর ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বলেন, ইনি আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামায স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১০৮৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَيَحْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْصٍ وَرَفَعَ وَيَسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ .

১০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবার নিচু হতে ও উঠতে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ كَيْفَ يَخْرِ (يَحْنِي) لِلْسُجُودِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : কিভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়বে?

১০৮৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا آخِرَ إِلَّا قَائِمًا .

১০৮৫। হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই মর্মে বাইআত হলাম যে, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে আমি সিজদার জন্য নিচু হবো না।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْسُجُودِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য হাত উঠানো।

১০৮৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ

فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَادِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَيْهِ .

১০৮৬। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লক্ষ্য করেন যে, নবী ﷺ তাঁর নামাযে রুকুতে যেতে, রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠাতে, সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতে দুই হাত দুই কানের লতি বরাবর উত্তোলন করেন।

১০৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০৮৭। মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না... মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতে দেখলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১০৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

১০৮৮। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন নামাযে দাখিল হতেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে : তিনি রুকুতে যেতে অনুরূপ (হাত উত্তোলন) করেন, রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও অনুরূপ করেন এবং সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও অনুরূপ করেন।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় দুই হাত উত্তোলন বর্জন করা।

১০৮৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكُوفِيِّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

১০৮৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকুতে যেতেন এবং যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

بَابُ أَوَّلِ مَا يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي سُجُودِهِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : সিজদা করার সময় সর্বপ্রথম যে অঙ্গ জমীনে রাখতে হয়।

১০৯০- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومِسِيُّ الْبَسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

১০৯০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করেন তখন তাঁর দুই হাত (জমীনে) রাখার আগে তাঁর দুই হাঁটু রাখেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাঁর দুই হাঁটু তোলার আগে তাঁর দুই হাত উঠান।

১০৯১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ قَيْبَرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ .

১০৯১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার নামাযে বসার ইচ্ছা করে, তারপর এমনভাবে বসে যেমনিভাবে উট বসে।

১০৯২- أَخْبَرَنَا هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ مِّنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ الْبَعِيرُ .

১০৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যায় তখন সে যেন তার হাঁটুদ্বয় (জমীনে) রাখার পূর্বে তার হস্তদ্বয় (জমীনে) রাখে এবং উটের বসার ন্যায় যেন না বসে।^১

১. উট বসার সময় প্রথমে সামনের দুই পা ভাঁজ করে মাটিতে শুইয়ে দেয়, অতঃপর পিছনের দুই পা ভাঁজ করে বসে পড়ে। এর সামনের দুই পাকে মানুষের দুই হাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযী সিজদার সময় আগে দুই হাত মাটিতে রাখবে না, বরং দুই হাঁটু মাটিতে রাখার পর দুই হাত রাখবে (অনুবাদক)।

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِي السُّجُودِ

৩৯-অনুচ্ছেদ : সিজদায় হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলের সাথে রাখা ।

১০.৭৩- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُومَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمُ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا .

১০৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় দুই হাত সিজদা করে, যেমন মুখমণ্ডল সিজদা করে। অতএব তোমাদের কেউ যখন (সিজদায়) তার মুখমণ্ডল (জমীনে) স্থাপন করে, সে যেন তার দুই হাতও (জমিনে) স্থাপন করে এবং যখন মুখমণ্ডল উঠাবে তখন দুই হাতও উঠাবে।

بَابُ عَلَى كَيْفِ السُّجُودِ

৪০-অনুচ্ছেদ : কতো অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করবে?

১০.৭৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ .

১০৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ সাত অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর চুল ও পরিধেয় ধরে না রাখতেন।

بَابُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ

৪১-অনুচ্ছেদ : পূর্বোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা।

১০.৭৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدًا مِنْهُ سَبْعَةُ أَرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

১০৯৫। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাতটি অঙ্গও সিজদা করে — তাঁর মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبِينِ

৪২-অনুচ্ছেদ : সিজদায় কপাল জমীনে স্থাপন ।

১০৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَبَضَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفَهُ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةٍ أَحَدَى وَعَشْرِينَ مُخْتَصِرٌ .

১০৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, (রমযানের) একুশতম রাতের ভোরবেলা আমার এই দুই চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপাল ও নাকে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছে (সংক্ষেপ)।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : সিজদায় নাক জমীনে স্থাপন ।

১০৭৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ .

১০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি যেন চুল অথবা পরিধেয় বস্ত্র জড়িয়ে ধরে না রাখি—কপাল ও নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْيَدَيْنِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : সিজদায় দুই হাত জমীনে স্থাপন ।

১০৭৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ .

১০৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমাকে সাত অংগের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে — কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের প্রান্ত, তিনি স্বহস্তে ইশারা করে দেখান।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : সিজদায় দুই হাঁটু জমীনে স্থাপন।

١٠٩٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يُكْفَتَ الشَّعْرَ وَالْثِّيَابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِ قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللُّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

১০৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে সাত অঙ্গ সহকারে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং চুল ও পরিধেয় জড়িয়ে ধরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে — দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের অঙ্গুলের অগ্রভাগ। সুফিয়ান (র) বলেন, ইবনে তাউস (র) আমাদের বলেছেন এবং তিনি তার দুই হাত তার কপালে রাখলেন এবং তা তার নাকের উপর নিলেন। তিনি বলেন, এটা একই অঙ্গ। হাদীসের মূল পাঠ মুহাম্মাদের।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

৪৬-অনুচ্ছেদ : সিজদায় দুই পায়ের পাতা জমীনে স্থাপন।

١١٠٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

وَقَاصٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ وَرُكْبَتَاهُ قَدَمَاهُ .

১১০০। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গও সিজদা করে—তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা।

بَابُ نَصَبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

৪৭-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।

১১০১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُورَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

১১০১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (বিছানায়) হারিয়ে ফেললাম। আমি তাকে খুঁজে পেয়ে দেখলাম যে, তিনি সিজদারত অবস্থায় আছেন এবং তাঁর পায়ের পাতাদ্বয় খাড়া রয়েছে। তিনি বললেন : “আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া বিকা মিনকা। লা উহসী সানাআন ‘আলাইকা। আনতা কামা আসনাইতা ‘আলা নাফসিকা”।

بَابُ فَتْحِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي السُّجُودِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া করে রাখা।

১১০২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ ابْطِينِهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رَجْلَيْهِ مُخْتَصِرًا.

১১০২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন জমীনের দিকে ঝুঁকে সিজদায় যেতেন তখন তাঁর বাহুদ্বয় বগলদ্বয় থেকে ফাঁকা রাখতেন এবং পদদ্বয়ের আগুলসমূহ খাড়া করে রাখতেন (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُودِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান।

১১০৩- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِّنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِّنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةُ .

১১০৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি মদীনায় এসে (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায দেখবো। তিনি তাকবীর বললেন এবং তাঁর দুই হাত উপরে তুললেন, এমনকি আমি তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুল তাঁর দুই কানের কাছাকাছি দেখতে পেলাম। তিনি যখন রুকুতে যেতে ইচ্ছা করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠালেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন : সামিয়াল্লাহ লিমান হামিদাহ, অতঃপর তাকবীর বলে সিজদায় যান। এই অবস্থায় তাঁর দুই হাত দুই কানের সেই স্থান বরাবর ছিল যেখানে নামায শুরু করার সময় ছিল।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَسْطِ الذَّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ

৫০-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় দুই বাহু জমীনে ছড়িয়ে রাখা নিষেধ।

১১০৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَأَسْمُهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

১১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন তার দুই বাহু জমীনে ছড়িয়ে না রাখে, যেভাবে কুকুর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে রাখে।

بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ

৫১-অনুচ্ছেদ : সিজদা করার নিয়ম ।

১১০৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১১০৫। আবু ইসহাক (র) বলেন, আল-বারাআ (রা) আমাদেরকে সিজদা করার নিয়ম বললেন। অতএব তিনি তার দুই হাত জমীনে রাখলেন ও নিতম্ব উঁচু করে রাখলেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

১১০৬- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سُمَيْلٍ هُوَ النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى جَحَى .

১১০৬। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় প্রতিটি অঙ্গ পরস্পর পৃথক রাখতেন।

১১০৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ ابْطِينِهِ .

১১০৭। আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় তাঁর দুই হাত পরস্পর ফাঁকা রাখতেন, এমনকি তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো।

১১০৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَبْصَرْتُ ابْطِينَهُ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ كَانَهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي صَلَوةٍ .

১১০৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে উপস্থিত থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর (সিজদারত অবস্থায়) বগলদ্বয় দেখতে পেতাম। আবু মিজলায (র) বলেন, তিনি এভাবে বলেছেন যেহেতু তিনি নামাযরত ছিলেন।

১১০৯ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ أَبِيطَيْهِ إِذَا سَجَدَ .

১১০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সিজদায় গেলে আমি তাঁর বগলদ্বয়ের গুহ্রতা দেখতাম।

بَابُ التَّجَافَى فِي السُّجُودِ

৫২-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় অঙ্গসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা।

১১১০ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بِهِمَّةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .

১১১০। মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সিজদারত অবস্থায় তাঁর দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখতেন। এমনকি যদি একটি ছাগলছানা তাঁর দুই হাতের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে চাইতো তবে তা যেতে পারতো।

بَابُ الْأَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিজদা করা।

১১১১ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَآخِبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ وَاللِّفْظُ لِإِسْحَاقَ .

১১১১। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় কুকুরের বাহুদ্বয়ের ন্যায় ছড়িয়ে না রাখে। হাদীসের মতন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী।

بَابُ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা।

১১১২- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

১১১২। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না রাখলে নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : নামাযে কাকের ন্যায় ঠোঁকর মারা নিষেধ।

১১১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شَيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ وَأَنْ يُوطَّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوطَّنُ الْبَعِيرُ .

১১১৩। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের মধ্যে) তিনটি আচরণ নিষিদ্ধ করেছেন—কাকের ন্যায় ঠোঁকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় (মাটিতে) ছড়িয়ে দিতে এবং কোন ব্যক্তির নামাযের জন্য (মসজিদে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট (খোঁয়াড়ের মধ্যে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।^২

২. ঠোঁকর মারার অর্থ হলো—রুকু-সিজদায় তাড়াহুড়া করা। যেমন সিজদা থেকে তাড়াহুড়া করে মাথা সামান্য উঠিয়ে আবার সিজদায় যাওয়া (অনুবাদক)।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় মাথার চুল জড়িয়ে ধরা নিষেধ।

১১১৬- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

১১১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র লেপটিয়ে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছি।

بَابُ مَثَلِ الَّذِي يُصَلِّيْ وَهُوَ مَعْقُوصٌ

৫৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চুল বেণী করে নামায পড়ে তার দৃষ্টান্ত।

১১১৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو السَّرْحِيُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّيَ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَأْيِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ .

১১১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে তার মাথার চুল পিছন দিকে বেণী করে নামায পড়তে দেখেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। তিনি নামায শেষ করে ইবনে আব্বাস (রা)-র দিকে ফিরে বলেন, আমার মাথার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এর উদাহরণ হচ্ছে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় নামায আদায়কারীর অনুরূপ।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ

৫৮-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র একত্র করা নিষেধ।

১১১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ .

১১১৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ সাত অংগ সহযোগে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে চুল ও পরিধেয় বস্ত্র সামলাতে নিষেধ করা হয়েছে।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : কাপড়ের উপর সিজদা করা।

১১১৭- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ السَّلْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

১১১৭। আনাস (রা) বলেন, দুপুর বেলা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করতাম।

بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ السُّجُودِ

৬০-অনুচ্ছেদ : পূর্ণাঙ্গভাবে সিজদা করার নির্দেশ।

১১১৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ .

১১১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা রুকু-সিজদা পূর্ণ করো। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি আমার পিছন দিক থেকে তোমাদের রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় তোমাদের দেখতে পাই।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ

৬১-অনুচ্ছেদ : সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়া নিষেধ ।

১১১৭- أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُثَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي جَبِّي ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخْتُمَ الذَّهَبَ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَعَنْ الْمُعْصَفْرِ الْمُقَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا .

১১১৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমার প্রিয়তম ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আমি একথা বলি না যে, তিনি লোকজনকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন— সোনার আংটি পরতে, রেশমী বস্ত্র, পিত বর্ণের বস্ত্র ও গাঢ় লাল রং-এর বস্ত্র পরিধান করতে এবং আমি যেন রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় কিরাআত না পড়ি।

১১২০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

১১২০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (র)-এর পিতা তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন— আমি যেন রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় কুরআন না পড়ি।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

৬২-অনুচ্ছেদ : সিজদাবনত অবস্থায় যথাসাধ্য বেশি করে দোয়া পড়তে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ।

১১২১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَأَسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ قَدْ بَلَغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَى لَهُ إِلَّا وَائِي قَدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعِظُّمُوا رَبِّكُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ فَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

১১২১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছি, তিনবার বললেন। অবশ্যই নবুওয়াতের সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকবে না, নেক স্বপ্ন ব্যতীত যা বান্দা দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। শোন! আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রুকু ও সিজদায় কিরাআত পড়তে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা যখন রুকু করবে তখন তোমাদের প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং যখন তোমরা সিজদা করবে তখন অধিক পরিমাণে দোয়া করার চেষ্টা করবে। কেননা সিজদাবনত অবস্থায় আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

৬৩-অনুচ্ছেদ : সিজদাবনত অবস্থায় দোয়া করা।

১১২২- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ وَهُوَ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَاتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَاتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَاتَاهُ بِلَالٌ فَأَيَّقَظَهُ لِلصَّلَاةِ .

১১২২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার খালা আল-হারিস কন্যা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত যাপন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তার ঘরে রাত যাপন করেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উঠলেন, অতঃপর পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুললেন, অতঃপর দুই উয়র মধ্যবর্তী উয় করলেন (উভয় হাত ধৌত করলেন), অতঃপর নিজ বিছানায় ফিরে এসে নিদ্রা গেলেন। তিনি পুনরায় উঠে পানির পাত্রের নিকট গেলেন, পাত্রের মুখ খুললেন, অতঃপর উয় করার নিয়মে পূর্ণভাবে উয় করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাঁর সিজদাবনত অবস্থায় বলেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর দান করো, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করো, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দান করো, আমার নিচ থেকে নূর দান করো, আমার উপর থেকে নূর দান করো, আমার ডানে নূর দান করো, আমার বামে নূর দান করো, আমার সামনে নূর দান করো, আমার পিছনে নূর দান করো এবং আমার নূরকে বিরাটাকার করে দাও”। তারপর তিনি ঘুমালেন, এমনকি নাক ডাকলেন। তারপর তাঁর নিকট বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন।

نُوعٌ آخَرُ

৬৪-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১১২৩- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

১১২৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সিজদায় বলতেন :: সুবহানাকা আল্লাহুমা রব্বান ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুমাগফির লী”। (এর দ্বারা) তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন।

نُوعٌ آخَرُ

৬৫-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১১২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

১১২৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সিজদায় বলতেন : সুবহানাকা আল্লাহুমা রব্বান ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুমাগফির লী”। (এর দ্বারা) তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন।

نُوعٌ آخَرُ

৬৬-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১১২৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتِمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ .

১১২৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম এবং ধারণা করলাম, হয়ত তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর নিকট গিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার হাত তাঁর দেহে লাগলো। তিনি সিজদারত ছিলেন এবং বলছিলেন : “আল্লাহুমাগফির লী মা আসরারতু ওয়ামা আ’লানতু”।

১১২৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ .

১১২৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি ধারণা করলাম, হয়ত তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। অতএব আমি তাঁর সন্ধান করে দেখলাম, তিনি সিজদারত আছেন। তিনি বলছেন : “রব্বিগফির লী মা আসরারতু ওয়ামা আ’লানতু”।

نُوعٌ آخَرُ

৬৭-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১২৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিজদারত অবস্থায় বলতেন : “আল্লাহুমা লাকা সাজাদতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকুহু ওয়া সওয়্যারাহু ফাআহুসানা সূরাতাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহুসানুল খালিকীন”।

نُوعٌ آخَرُ

৬৮-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১২৮- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১২৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সিজদায় বলতেন : “আল্লাহুমা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। আল্লাহুমা আন্তা রব্বী, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সওয়্যারাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহুসানুল খালিকীন”।

نُوعٌ آخَرُ

৬৯-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১২৯- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي

تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَكَأَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা উঠে
নফল নামায পড়তে গিয়ে সিজদায় বলতেন : “আল্লাহুয়া লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু
ওয়া লাকা আসলামতু। আল্লাহুয়া আন্তা রব্বী, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহ ওয়া
সওয়ারাহ ওয়া শাক্কা সাম্‌আহ ওয়া বাসারাহ তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন”।

نُوعٌ آخَرُ

৭০-অনুচ্ছেদ : আরেক প্রকার দোয়া।

১১৩- أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

১১৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতের বেলা তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের
সিজদায় বলতেন : “সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহ ওয়া শাক্কা সাম্‌আহ ওয়া বাসারাহ
বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী”।

نُوعٌ آخَرُ

৭১-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১৩১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً
عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

১১৩১। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। অতঃপর তাঁকে আমি সিজদারত পেলাম এবং তাঁর পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল কিবলার দিকে। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : আউযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া আউযু বিমু'আফাতিকা মিন উকু'বাতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহসী সানাআন 'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা"।

نُوعٌ آخَرُ

৭২-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১৩২- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِصِيُّ الْقُسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقَالَتْ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي أَنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرٍ .

১১৩২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় না পেয়ে ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত তাঁর অপর কোন স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। অতএব আমি অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, তিনি রুকু বা সিজদারত আছেন এবং বলছেন : “সুবহানাকা আল্লাহু ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা”। আয়েশা (রা) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমি ছিলাম এক ধান্দায়, আর আপনি আছেন অন্য অবস্থায়।

نُوعٌ آخَرُ

৭৩-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১৩৩- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْدًا فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَبْدًا فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بِأَيَّةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ

فَسَالَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ قَدَرُ رُكْعَةٍ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةَ ثُمَّ سُورَةَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

১১৩৩। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে উঠলাম। তিনি প্রথমে মেসওয়াক করলেন ও উযু করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত শুরু করে সূরা আল-বাকারা পড়তে লাগলেন। তিনি রহমাত সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে থেমে রহমত কামনা করেন এবং শান্তি সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে থেমে শান্তি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেন। অতঃপর রুকু করেন এবং রুকুতে তাঁর কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় কাটিয়ে দেন। তিনি তাঁর রুকুতে বলেন : “সুবহানা যিল-জাবারুত ওয়াল-মালাকুত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-‘আজমাত”। অতঃপর সিজদা করেন এবং তাতে রুকুর সম-পরিমাণ সময় অতিবাহিত করেন এবং বলেন : “সুবহানা যিল-জাবারুত ওয়াল-মালাকুত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-‘আজমাত”। অতঃপর সূরা আল ইমরান পাঠ করেন, তারপর এক সূরা, তারপর এক সূরা অনুরূপ নিয়মে পাঠ করলেন।

نُوعٌ آخَرُ

৭৪-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১১৩৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكُعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكُعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النَّسَاءِ ثُمَّ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَطَالَ الْقِيَامُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا ذَكَرَهُ .

১১৩৪। হুযায়ফা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন এবং এক শত আয়াত শেষ করেও রুকুতে না গিয়ে সমানে পড়তে থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি হয়ত সূরাটি দুই রাকআতে শেষ করবেন। তিনি সামনের দিকে পড়তেই থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি সূরাটি শেষ করার পর রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সামনের দিকে পড়তেই থাকলেন, এমনকি তিনি সূরা আন-নিসা পড়লেন, অতঃপর সূরা আল ইমরান পড়লেন, অতঃপর রুকু করলেন তাঁর কিয়ামের সম-পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি তাঁর রুকুতে বলেন : “সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রব্বিয়াল আজীম”। অতঃপর তিনি রুকু থেকে উঠে বলেন : “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হাম্দ”। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন, অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। তিনি তাঁর সিজদারত অবস্থায় বলেন : সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা”। তিনি ভীতি প্রদর্শনমূলক বা মহামহিমান্বিত আত্মাহর মহত্ব জ্ঞাপক আয়াত তিলাওয়াতকালে অবশ্যই তাঁর যিকির করতেন।

نُوعٌ آخَرُ

৭৫-অনুচ্ছেদ : আরেক প্রকার দোয়া।

১১৩৫- أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَابْنِ أَبِي عَدَى قَالَا عَنْ شُعْبَةَ (قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ .

১১৩৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সিজদায় বলতেন : “সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রুহ”।

عَدَدُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : সিজদার তাসবীহ-এর সংখ্যা।

১১৩৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَوةَ بَصَلِوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ .

১১৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এই যুবকের অর্থাৎ উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নামাযের তুলনায় অপর কারো নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিনি। আমরা তার রুকুতে দশবার তাসবীহ পাঠ এবং সিজদায় দশবার তাসবীহ পাঠ অনুমান করেছি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

৭৭-অনুচ্ছেদ : সিজদায় যিকির না করার অবকাশ।

১১৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ أَبُو يَحْيَى بِمَكَّةَ وَهُوَ بَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ابْنَ مَالِكِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلُهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ إِذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلَوتَهُ وَلَا يَدْرِي مَا يُعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ إِذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَيْتَ مِنْ صَلَوتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَوةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ وَيُجَدِّدُهُ قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُجَدِّدُهُ وَيُكَبِّرُهُ قَالَ

فَكَلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ وَيَقْرَأُ مَا تَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَقِيمَ صَلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَبْهَتُهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صَلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِي فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَوَتُهُ .

১১৩৭। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়লো। সে তার নামায শেষ করে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উপস্থিত জনতাকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তোমার প্রতিও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো, কেননা তোমার নামায হয়নি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামাযের প্রতি সূক্ষ্ম নজর রাখলেন এবং সে জানতো না যে, সে তার নামাযে কি ত্রুটি করেছে। নামাযান্তে সে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উপস্থিত জনতাকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তোমার প্রতিও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো, কেননা তোমার নামায হয়নি, এভাবে দুইবার বা তিনবার বলেন। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার নামাযে কি ত্রুটি পেলেন? রাসূলুল্লাহ বলেন : “মহামহিম আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পূর্ণরূপে উযু না করলে তোমাদের কারো নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না। সে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ করবে ও পদদ্বয় গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে। “অতঃপর সে মহামহিম আল্লাহর মহিমা (তাকবীর তাহরীমা) ঘোষণা করবে, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করবে (সানা পড়বে)।” হাশ্বাম বলেন, আমি ইসহাককে বলতে শুনেছি, “সে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাকবীর বলবে।” রাবী বলেন, আমি তাকে উভয়টিই বলতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ তাকে যতোটুকু কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তা থেকে যা তার জন্য সহজ তা পাঠ করবে। তারপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে এবং তাতে তার সমস্ত গ্রন্থি স্থির ও ঢিলা করে অবস্থায় করবে। তারপর ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে উঠে পিঠ সোজা করে দাঁড়াবে, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে এবং মুখমণ্ডল উত্তমরূপে স্থাপন করবে। আমি তাকে এও বলতে শুনেছি, তার পেশানী স্থাপন করবে এবং তার সমস্ত গ্রন্থি স্থির ও ঢিলা করে (সিজদায়) অবস্থান করবে। তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠে পিঠ সোজা করে বসার অঙ্গের উপর বসবে। তারপর পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় মুখমণ্ডল স্থাপন করবে এবং সমস্ত গ্রন্থি ঢিলা করে সিজদা করবে। কেউ এভাবে না করলে তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ مَتَى أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৭৮-অনুচ্ছেদ : যে অবস্থায় বান্দা মহামহিম আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়।

১১৩৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ سُمَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .

১১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার মহামহিমাবিত প্রভুর অধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করো।

فَضْلُ السُّجُودِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : সিজদার ফযীলাত।

১১৩৯- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِثْلِ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشَقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ .

১১৩৯। রবীআ ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয়র পানি ও তাঁর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশন করতাম। তিনি বলেন : তুমি আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য কামনা করি। তিনি বলেন : আরো কিছু? আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বলেন : তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিজদা করে তোমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাকে সহায়তা করো।

ثَوَابُ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

৮০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মহামহিমাবিত আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তার সওয়াব।

১১৪০- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَعِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَدَّانُ بْنُ

طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ اتَّفَقَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ .

১১৪০। মা'দান ইবনে তালহা আল-ইয়া'মুরী (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুক্তদাস সাওবান (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ করুন যা আমার উপকারে আসবে অথবা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি আমার কথায় ক্ষণিক নীরব থাকার পর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তুমি অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : “যে বান্দাই আদ্বাহুর জন্য একটি সিজদা করে মহামহিম আদ্বাহ এর উসীলায় তার এক ধাপ মর্যাদা উন্নত করেন এবং তার একটি গুনাহ বিলীন করে দেন”। মা'দান (র) বলেন, এরপর আমি আবু দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট একই প্রশ্ন করলাম, যা আমি সাওবান (রা)-কে করেছি। তিনিও আমাকে বলেন, তুমি অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে বান্দাই আদ্বাহুর জন্য একটি সিজদা করে মহামহিম আদ্বাহ এর উসীলায় তার এক ধাপ মর্যাদা উন্নত করেন এবং তার একটি গুনাহ বিলীন করে দেন”।

بَابُ مَوْضِعِ السُّجُودِ

৮১-অনুচ্ছেদ : সিজদার স্থান।

١١٤١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْثُنُ بِالْمَصْبِيصَةِ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالتُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا بِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَالْآخَرُ مُنْصَبٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصِّرَاطُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجَبِّزُ فَإِذَا فَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقِسْطِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنْ

النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرِفُونَ بَعْلَامَاتِهِمْ
إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ
مَاءٍ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ .

১১৪১। আতা ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা ও আবু আবু সাঈদ (রা)-র সাথে বসা ছিলাম। তাদের একজন শাফাআত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং অপরজন নীরব থাকেন। তিনি বলেন, তারপর ফেরেশতাগণ এসে সুপারিশ করবেন এবং রাসূলগণও সুপারিশ করবেন। তিনি পুলসিরাতের কথাও উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাদের অনুমতি দেয়া হবে তাদের মধ্যে আমিই হবে প্রথম ব্যক্তি। মহামহিম আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন এবং যাকে ইচ্ছা দোযখ থেকে বের করবেন তখন আল্লাহ ফেরেশতাকুল ও রাসূলগণকে শাফাআত করার নির্দেশ দিবেন। তাঁরা তাদের আলামত দ্বারা চিনতে পারবেন যে, আগুন সিজদার স্থান ব্যতীত আদম-সন্তানের আর সবকিছু খেয়ে ফেলেছে। তাদের উপর জীবন সঞ্জীবনী পানি ছিটিয়ে দেয়া হবে। অতএব তারা সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে স্রোতের বয়ে আনা আবর্জনায় (বা পানিতে) বীজ গজিয়ে উঠে।

بَابُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةً أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ

৮২-অনুচ্ছেদ : এক সিজদা অপর সিজদা থেকে দীর্ঘায়িত করা জায়েয কি?

১১৪২- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَحَدِي صَلَوَتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَوَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَوَتِكَ سَجْدَةً أَطْلَتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرًا أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنْ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ .

১১৪২। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে বহন করে কোন এক এশার নামায পড়ার

জন্য আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে রেখে দিলেন, অতঃপর নামাযের তাকবীর বললেন এবং নামায আদায় করলেন। তিনি তাঁর নামাযের মধ্যকার একটি সিজদা দীর্ঘ সময় ধরে করলেন। আমার পিতা বলেন, আমি আমার মাথা তুলে দেখলাম, শিশুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে আছে এবং তিনি সিজদারত আছেন। আমি পুনরায় আমার সিজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার নামাযের মধ্যকার একটি সিজদা দীর্ঘ সময় ধরে করেছেন, এমনকি আমরা ধারণা করলাম, হয় কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন : এগুলোর কোনটিই নয়। বরং আমার নাতি আমাকে বাহন বানিয়েছে। তাই সে তার প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তাড়াহুড়া করা অপছন্দ করলাম।

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

৮৩-অনুচ্ছেদ : সিজদা থেকে উঠতে তাকবীর বলা।

১১৪৩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكِينٍ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَتَسْلَمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ قَالَ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

১১৪৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেকবার উঠতে, বসতে, দাঁড়াতে ও বসার সময় তাকবীর বলতে এবং তাঁর ডানে ও বামে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরালেন। তিনি এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। রাবী বলেন, আমি আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجْدَةِ الْأُولَى

৮৪-অনুচ্ছেদ : প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাত উপরে উত্তোলন।

১১৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا

دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّهُ يَعْنِي رَفَعَ يَدَيْهِ.

১১৪৪। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাহর নবী ﷺ নামাযে প্রবেশকালে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন, যখন রুকু করতেন তখনও তদ্রূপ করতেন, রুকু থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন, সিজদা থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন অর্থাৎ রফউল ইয়াদাইন করতেন।

تَرْكُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৫-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে তা পরিহার করা।

১১৪৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১১৪৫। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নামায গুরুত্ব প্রাপ্তকালে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে তুলতেন এবং রুকুতে যেতে ও রুকুর পরেও তাই করতেন, কিন্তু দুই সিজদার মাঝখানে রফউল ইয়াদাইন করতেন না।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৬-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে দোয়া পাঠ।

১১৪৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عَبَسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ لِرَبِّي

الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي .

১১৪৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট পৌছে (নামাযে) তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন : “আল্লাহ্ আকবার যুল-মুলাকূত ওয়াল-জাবারুত ওয়াল-কিবরিয়্যা ওয়াল-আজ্জমাত”। তারপর তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন, তারপর রুকূ করেন। তাঁর রুকূ ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় সম-পরিমাণ দীর্ঘ। তিনি তাঁর রুকূতে বলেন : “সুবহানা রব্বিয়াল আজীম সুবহানা রব্বিয়াল আজীম”। তিনি (রুকূ থেকে) তাঁর মাথা তুলে বলেন : “লিরব্বিয়াল হামদ লিরব্বিয়াল হামদ”। তিনি তাঁর সিজদায় বলেন : “সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা”। তিনি তাঁর দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন : “রব্বিগ্‌ফির লী রব্বিগ্‌ফির লী”।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تَلْقَاءَ الْوَجْهِ

৮৭-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে মুখমণ্ডল বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

১১৪৭- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ صَلَّى إِلَى جَنبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ بِمِنَى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَإِنْ كَرَّتْ أَنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَوْهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرِ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ لَهُ وَهَيْبُ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرِ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ .

১১৪৭। আন-নাদর ইবনে কাসীর আবু সাহল আল-আযদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) মিনার মসজিদুল খায়েফ-এ আমার পাশে নামায পড়লেন। তিনি যখন প্রথম সিজদা করে তার মাথা উঠালেন তখন তার দুই হাত তার মুখমণ্ডল বরাবর উত্তোলন করেন। আমি এটা অপছন্দ করলাম এবং উহাইব ইবনে খালিদ (র)-কে বললাম, নিশ্চয় আমি এই ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে দেখলাম যা অপর কাউকে করতে দেখিনি। অতএব উহাইব (র) তাকে বলেন, আপনি এমন কিছু করেছেন যা আমি অপর কাউকে করতে দেখিনি। আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে তা করতে দেখেছি। আর আমার পিতা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তা করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৮-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে কিভাবে বসবে?

১১৪৮ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضْعُ ابْطِينِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اِطْمَأَنَّ عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى .

১১৪৮। মাইমূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত এতো প্রসারিত করতেন যে, এমনকি তাঁর পশ্চাৎ দিক থেকে তাঁর বগলদ্বয়ের গুত্রতা দেখা যেতো। আর যখন তিনি বসতেন শান্তভাবে তাঁর বাম উরুর উপর বসতেন।

قَدْرُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৯-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ের পরিমাণ।

১১৪৯ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১১৪৯। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায, রুকু-সিজদা, রুকু থেকে তাঁর মাথা তোলার পর কিয়াম এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ের পরিমাণ প্রায় একই সমান ছিল।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْسُّجُودِ

৯০-অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য তাকবীর বলা।

১১৫০ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبِرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

১১৫০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা) প্রতিটি উঠা, নিচু হওয়া, কিয়াম (দাঁড়ানো) ও বসার সময় তাকবীর বলতেন।

১১৫১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْمَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ .

১১৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়িয়ে 'তাকবীর' বলতেন, তারপর রুকু করার সময় তাকবীর বলতেন, তারপর রুকু থেকে তাঁর মেরুদণ্ড সোজা করে উঠিয়ে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন : 'রব্বানা লাকাল হাম্দ', তারপর সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, তারপর সিজদা থেকে তার মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন, পুনরায় সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, পুনরায় সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতে তাকবীর বলতেন। তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত এর সব রাকআতে এরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক থেকে উঠার সময়ও তাকবীর বলতেন।

بَابُ الْأِسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

৯১-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার পর দাঁড়ানোর পূর্বে সোজা হয়ে বসা।

১১৫২- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَالَ فَقَعَدَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ .

১১৫২। আবু কিলাবা (র) বলেন, আবু সূলায়মান মালেক ইবনুল হওয়াইরিস (রা) আমাদের এখানকার মসজিদে এসে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। রাবী বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাঁর মাথা তুলে (দাঁড়াবার পূর্বে ক্ষণিক) বসলেন।

১১৫৩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِّنْ صَلَوَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا .

১১৫৩। মালেক ইবনুল হওয়াইরিস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর বেজোড় রাক'আত থেকে (সিজদা করার পর) সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত উঠতেন না (পরবর্তী রাক'আতের জন্য)।

بَابُ الْأَعْتِمَادِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ النَّهْضِ

৯২-অনুচ্ছেদ : উঠে দাঁড়ানোর জন্য মাটিতে ভর দেয়া।

১১৫৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّيُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرُّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ .

১১৫৪। আবু কিলাবা (র) বলেন, মালেক ইবনুল হওয়াইরিস (রা) আমাদের এখানে আসতেন এবং বলতেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বর্ণনা করবো না? তিনি নামাযের ওয়াক্ত ছাড়াই (নফল) নামায পড়তেন। তিনি প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা করার পর তার মাথা তুলে স্থির হয়ে বসতেন, অতঃপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।^৩

৩. প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা করার পর পর্যায়েক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আত পড়ার জন্য দাঁড়াবার পূর্বে এভাবে বসাকে বলা হয় 'কাওমা ইসতিরাহাত'। মহানবী ﷺ বার্বাক্যজনিত দুর্বলতার কারণে এভাবে বসতেন এবং মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। এটা সাধারণ নিয়মের এক ধরনের ব্যতিক্রম। শারীরিক দুর্বলতা জনিত কারণে এরূপ করা জায়েয। অন্যথা স্বাভাবিক নিয়মে নামায পড়তে হবে (অনুবাদক)।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

৯৩-অনুচ্ছেদ : ভূমি থেকে দুই হাঁটু উঠাবার পূর্বে দুই হাত উঠানো।

১১৫৫ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَاللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১১৫৫। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি সিজদায় যেতে তাঁর দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু ভূমিতে রেখেছেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাত দুই হাঁটুর পূর্বে (ভূমি থেকে) উঠিয়েছেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, রাবী শারীক (র) থেকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) ব্যতীত অপর কেউ একথা বলেনটি। আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلنُّهُوضِ

৯৪-অনুচ্ছেদ : উঠার সময় তাকবীর বলা।

১১৫৬ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّيَ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشَبَّهُكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৫৬। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি প্রতিবার বসতে ও উঠতে তাকবীর বলতেন। নামাযশেষে তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ।

১১৫৭ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبْهًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَوَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ .

১১৫৭। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে নামায পড়লেন। তিনি রুকু করার সময় তাকবীর বলেন। তিনি (রুকু থেকে) তার মাথা তোলার সময় বলেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ', অতঃপর সিজদা করেন ও তাকবীর বলেন, (সিজদা থেকে) তার মাথা তোলার সময়ও তাকবীর বলেন। এক রাকআত পড়ার পর উঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলেন, অতঃপর বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে আমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (নামাযের ব্যাপারে) অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরূপই ছিল তাঁর নামায। মূল পাঠ সাওয়াযের।

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ

৯৫-অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদে বসার নিয়ম।

১১৫৮ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَضْجَعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .

১১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, (তাশাহুদে বসার) সুনাত নিয়ম হলো, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

بَابُ الْأِسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُدِ

৯৬-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদ পাঠের জন্য বসতে (ডান) পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখবে।

১১৫৯ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى .

১১৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম এই যে, তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখবে এবং তার আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখবে এবং বাম পায়ের উপর বসবে।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ

৯৭-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে প্রথম বৈঠকে দুই হাত রাখার স্থান।

১১৬০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أَصْبَعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مَنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبِرَاسِ .

১১৬০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি নামাযের শুরুতে তাঁর দুই হাত তাঁর কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করেন, রুকুতে যেতেও তিনি তাই করেন। তিনি দুই হাত আতের পর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া রেখে বসেন এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন এবং দোয়ায় আঙ্গুল খাড়া করেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখেন। রাবী বলেন, পরবর্তী বছর আমি তাদের নিকট এলাম। আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা নিজেদের জুবার ভিতর থেকে আঙ্গুল উত্তোলন করেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُدِ

৯৮-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান।

১১৬১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ (الْمُعَاوِرِيِّ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ

الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْأَيْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بَبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১১৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে কংকর নাড়াচাড়া করতে দেখলেন। সে নামায শেষ করলে আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, তুমি নামাযরত অবস্থায় কংকর নাড়াচাড়া করো না। কারণ এটা শয়তানের কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করেছেন তুমিও তদ্রূপ করো। সে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কিরূপ করতেন? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন, তর্জানী দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করেন এবং তার চোখের দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْإِصْبَعِ فِي التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ

৯৯-অনুচ্ছেদ : প্রথমবারের তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

১১৬২ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّجَزِيُّ يَعْرِفُ بِخِطَابِ السَّنَةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ الثَّقَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثَّنَتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ .

১১৬২। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকআতে যখন বসতেন তখন তাঁর দুই হাত দুই উরুর উপর রাখতেন, অতঃপর তাঁর হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ

১০০-অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদ কিরূপ?

১১৬৩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৬৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, দুই রাক্‌আত পড়ার পর বসে যা পড়তে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু। আসসালামু আলইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”। অর্থাৎ “সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রমহাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল”।

১১৬৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمِّدَ رَبَّنَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১১৬৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, প্রতি দুই রাক্‌আত পর আমরা কি বলবো তা জানতাম না, শুধু আমাদের প্রভুর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করতাম এবং গুণগান করতাম (আর বলতাম), মুহাম্মাদ ﷺ-কে এমন কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার শুরু ও শেষ কল্যাণকর। অতএব তিনি বলেন : তোমরা যখন প্রতি দুই রাক্‌আত পর বসবে তখন বলো : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”। অতঃপর সে যেন তার পছন্দ মফিক দোয়া পড়ে এবং মহামহিম আল্লাহর নিকট দোয়া করে।

১১৬৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدَ

فِي الْحَاجَةِ فَمَّا التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৬৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহুদ ও প্রয়োজনের (বিবাহ ইত্যাদি) তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব নামাযের তাশাহুদ হলো : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”।

১১৬৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ
سُفْيَانَ يَتَشَهَّدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالْتَّطَوُّعِ وَيَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ حَمَادٌ عَنْ أَبِي وَأَبِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১১৬৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইয়াহুইয়া ইবনে আদাম (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে ফরয ও নফল নামাযে উপরোক্ত তাশাহুদ পড়তে শুনেছি এবং তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত তাশাহুদ বর্ণিত হয়েছে।

১১৬৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنْ
الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ أَلَسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : তোমরা নামাযের প্রতি বৈঠকে বলো : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু

আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”।

১১৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ .

১১৬৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা নামাযে (বৈঠকে) কি বলবো তা জানতাম না। আল্লাহর নবী ﷺ আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমাদের বলেন : তোমরা বলো, “আন্তাহিয়াতুল্লিহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”। উবায়দুল্লাহ... আলকামা (র) বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি আমাদেরকে উপরোক্ত বাক্যে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

১১৬৯- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةٍ وَكَانَ مِنْ زُهَادِ النَّاسِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৬৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়াকালে বলতাম, “আসসালামু আলাল্লাহি, আসসালামু আলা জিবরীলা আসসালামু আলা মীকাঈলা” (সালাম আল্লাহকে, সালাম জিবরীলকে, সালাম মীকাঈলকে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহকে সালাম বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো : “আস্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”।

১১৭০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدُّسْتَوَاءِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

১১৭০। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়াকালে বলতাম, “আসসালামু আলাল্লাহি আসসালামু আলা জিবরীলা আসসালামু আলা মীকাঈলা” (সালাম আল্লাহকে সালাম জিবরীলকে সালাম মীকাঈলকে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহকে সালাম বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো : “আস্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”।

১১৭১. أَخْبَرَنَا بَشَرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ .

১১৭১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাশাহুদদের মধ্যে বলেন : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু হাশেম অখ্যাত রাবী।

১১৭২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

১১৭২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তখন তাঁর হাত তাঁর সামনে থাকতো। “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০১-অনুচ্ছেদ : ডিন্নতর তাশাহুদ।

১১৭৩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَوَاتَنَا قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ

عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْأَمَامَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا
وَأَسْجُدُوا فَإِنَّ الْأَمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ
فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلٍ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ
الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৭৩। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ
দিলেন, আমাদের রীতিনীতি শিক্ষা দিলেন এবং আমাদের নামায সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা
করলেন। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ কায়ম করো, অতঃপর তোমাদের
মধ্যকার একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। অতএব সে যখন তাকবীর (তাহরীমা)
বলে, তোমরাও তাকবীর বলো। সে যখন বলে, ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন, তোমরা বলো, আমীন।
আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। ইমাম যখন তাকবীর বলে রুকুতে যান, তোমরাও
তাকবীর বলে রুকুতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে রুকু করবেন এবং তোমাদের
আগে রুকু থেকে উঠবেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন : তাতে ওখানকার বিলম্ব এখানে পূর্ণ
হবে। তিনি যখন বলেন, ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে,
তিনি তা শুনে) তখন তোমরা বলো, রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ (হে আমাদের প্রভু! সমস্ত
প্রশংসা তোমার জন্য)। আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনবেন। কেননা মহামহিম আল্লাহ তাঁর
নবী ﷺ-এর যবানীতে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা
শোনে। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদায় যান তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায়
যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবেন এবং তোমাদের আগে সিজদায়
যাবেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন : ওখানকার ঘাটতি এখানে পূর্ণ হবে। বৈঠকের পালা
এলে তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রথম বক্তব্য যেন নিম্নরূপ হয় :
“আত্তাহিয়াতুত-তায়্যিবাতুস-সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আয্যাহান নাবিয়্যু ওয়া
রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন।
আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০২-অনুচ্ছেদ : ভিন্নতর তাশাহুদ।

১১৭৪- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَابٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ

عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ صَلُّوا مَعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مَنْ أَوَّلِ قَوْلٍ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ
الصُّلُوكَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৭৪। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তারা আবু মুসা (রা)-র সাথে নামায পড়লেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৈঠকের পালা এলে তোমাদের যে কারো প্রথম কথা যেন হয় : “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহিত-তায়্যিবাৎ-সাল্লাওয়াতু লিল্লাহ। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”।

نوع آخر من التشهد

১০৩-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম তাশাহুদ।

১১৭৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا
يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَةُ الصُّلُوكَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১১৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেমন (গুরুত্ব সহকারে) কুরআন শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ তিনি আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : আত্তাহিয়্যাতুল-মুবারাকাতুস-সাল্লাওয়াতুত-তায়্যিবাৎ লিল্লাহ। সালামুন আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সালামুন আনাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ”।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

১০৪-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম তাশাহুদ ।

১১৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَيْمَنَ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشْهَدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .

১১৭৬। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। “বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি। আন্তাহিয়্যা তু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আসআলুদ্বাহাল-জান্নাতা ওয়া আউযু বিল্লাহি মিনান-নার”।

بَابُ التَّخْفِيفِ فِي التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ

১০৫-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদের প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা ।

১১৭৭- أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرُّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَلِكَ يَرِيدُ .

১১৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দুই রাকআত পর (তাশাহুদে) নবী ﷺ -এর অবস্থা এমন হতো যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। আমি (আবু উবায়দা) বললাম, (তাশাহুদের বৈঠক থেকে) উঠা পর্যন্ত? তিনি বলেন, এটাই অর্থ।^৪

১. উপরোক্ত হাদীসে প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের অতিরিক্ত কিছু পড়লে বা তাশাহুদ শেষ হওয়ার পরও বসে থাকলে ইমাম শা'বী (র) প্রমুখের মতে সাহ সিজদা দিতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত (অনুবাদক)।

بَابُ تَرْكِ التَّهَشُّدِ الْأَوَّلِ

১০৬-অনুচ্ছেদ ৪ (ভুলবশত) প্রথম তাশাহুদ পরিত্যক্ত হলে ।

১১৭৮ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَوَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَوَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৮। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়লেন। তিনি দুই রাকআত পড়ার পর যে বসতেন, (তা না বসে ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামায পড়তে থাকলেন। নামাযের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি দু'টি (সাহ) সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

১১৭৯ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَوَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৯। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়লেন। তিনি দুই রাকআত পড়ে (ভুলবশত না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ 'সুবহানাল্লাহ' বললেন, কিন্তু তিনি নামায পড়তে থাকলেন। তিনি নামাযের শেষ পর্যায়ে দু'টি সিজদা করার পর সালাম ফিরান।

অধ্যায় : ১৩

كِتَابُ السَّهْوِ (সাহ্‌ সিজদা)

بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ

১-অনুচ্ছেদ : দুই রাক্‌আতশেষে (পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য) দাঁড়াতে তাকবীর বলবে।

১১৮০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَقَالَ حُطِيمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ حُطِيمٌ وَعُثْمَانُ قَالَ وَعُثْمَانُ .

১১৮০। আবদুর রহমান ইবনুল আসাম্ম (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, নামাযী রুকুতে যেতে, সিজদায় যেতে, সিজদা থেকে তার মাথা উঠাতে এবং দুই রাক্‌আত পর (পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য) উঠতে তাকবীর বলবে। হুতায়ম (র) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কার নিকট এগুলো শিখেছেন? তিনি বলেন, নবী ﷺ, আবু বাক্র ও উমার (র)-এর নিকট, অতঃপর চুপ থাকেন। হুতায়ম (র) তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, উসমান (র)-র নিকটও? তিনি বলেন, উসমান (রা)-র নিকটও।

১১৮১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرْنِي هَذَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৮১। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নামায পড়লেন। তিনি প্রতিবার নিচু হতে ও উঠার সময় তাকবীর বলতেন, পূর্ণ তাকবীর। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ

২-অনুচ্ছেদ : পরবর্তী দুই রাকআতের জন্য (বসা থেকে) উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করা।

১১৮২- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

১১৮২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ দুই রাকআত পড়ার পর (পরবর্তী রাকআত পড়তে) উঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি করতেন নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমায়)।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদ : পরবর্তী দুই রাকআত পড়তে উঠার সময় নামাযীর দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

১১৮৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَنْ يَرْكُعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ .

১১৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা তোলতেন এবং যখন দুই রাকআতশেষে দাঁড়াতে তখনও তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِ اللَّهِ وَالْتِمَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

৪-অনুচ্ছেদ : নামাযে দুই হাত উত্তোলন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা।

১১৮৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَوْمُهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ وَصَفَّحَ النَّاسَ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤَذِّنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا اكْتَشَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمْدَ اللَّهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذَا أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ مَا بِالْكُمْ صَحَّحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبِّحُوا .

১১৮৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য (তথায়) গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। অতএব মুআযযিন আবু বাক্র (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে লোকজনকে একত্র করে তাদের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। (নামায শুরু করার পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে গেলেন এবং কাতারসমূহ ভেদ করে একেবারে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ান। আর লোকজন আবু বাক্র (রা)-কে তাঁর আগমন সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য হাততালি দিতে থাকে। কিন্তু আবু বাক্র (রা) নামাযে কোন দিকে খেয়াল করতেন না। তাদের হাততালি বেড়ে গেলে তিনি অনুমান করলেন যে, তাদের নামাযের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। অতএব তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বস্থানে নামায পড়ে যেতে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথায় আবু বাক্র (রা) তার দুই হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর উল্টোপদে পিছনে সরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ান। নামাযশেষে তিনি আবু

বাকর (রা)-কে বলেন : আমি তোমাকে নামায পড়ে যেতে ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমায় বাধা দিলো? আবু বাকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (উপস্থিতিতে) ইমামতি করা আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভনীয় নয়। তিনি লোকজনকে বলেন : তোমাদের কি হলো যে, তোমরা হাততালি বাজাও। হাততালি বাজানো তো নারীদের জন্য। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের নামাযের মধ্যে কিছু ঘটলে তোমরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলো।

بَابُ السَّلَامِ بِالْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ

৫-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় হাত তুলে ইশারায় সালাম দেয়া।

১১৮৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُونَ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَانَتْهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ .

১১৮৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমাদের নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলে আমরা আমাদের হাত তুললাম (সালাম দিলাম)। তিনি বলেন : তাদের কি হলো যে, তারা নামাযরত অবস্থায় দুই ঘোড়ার লেজের মতো নিজেদের হাত উঁচু করে। তোমরা নামাযে শান্ত ভাবধারা অবলম্বন করো।

১১৮৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَسْلَمُ بَأَيْدِينَا فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَانَتْهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১১৮৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (জামাআতে) নামায পড়া অবস্থায় আমাদের হাতের ইশারায় সালাম দিতাম। নবী ﷺ বলেন : এদের কি হলো যে, তারা নিজেদের হাতের ইশারায় সালাম দেয়, যেন দুই ঘোড়ার লেজ। তাদের কারো জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি যে, সে তার হাত তার উরুর উপর রাখবে এবং (মুখে) আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বলবে?

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

৬-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

১১৮৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِاصْبِعِهِ .

১১৮৭। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী সুহাইব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযরত অবস্থায় আমি তাঁর নিকট দিয়ে যেতে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলের ইশারায় আমার সালামের উত্তর দেন।

১১৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدَيْهِ .

১১৮৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কুবা মসজিদে প্রবেশ করেন। কতক লোক তাঁকে সালাম জানানোর জন্য মসজিদে প্রবেশ করে। সুহাইব (রা) তাঁর সাথে ছিলেন বিধায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ-কে সালাম দেয়া হলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন? তিনি বলেন, তিনি হাতের ইশারা করতেন।

১১৮৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ .

১১৮৯। আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দেন। তিনি তার সালামের জবাব দেন।

১. প্রথমদিকে নামাযরত অবস্থায় সালামের আদান-প্রদান জায়েয ছিল। পরে তা নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন পরবর্তী হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় (অনুবাদক)।

১১৯০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ أَنْفًا وَأَنَا أُصَلِّيُ وَإِنَّمَا هُوَ مُوجَّهُ يَوْمُئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ .

১১৯০। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক প্রয়োজনে আমাকে কোথাও পাঠান। আমি (ফিরে এসে) তাঁকে নামাযরত পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি নামাযশেষে আমাকে ডেকে এনে বলেন : নিশ্চয় তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছিলে এবং আমি নামাযরত ছিলাম (তাই জবাব দেইনি)। তখন তাঁর মুখ পূর্বদিকে ছিল।

১১৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشْرِقًا أَوْ مُغْرِبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَانصَرَفْتُ فَنَادَانِي يَا جَابِرُ فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدُّ عَلَيَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّيُ .

১১৯১। জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে কোথাও পাঠান। আমি যখন তাঁর নিকট ফিরে এলাম তখন তিনি আরোহিত অবস্থায় পূর্ব বা পশ্চিমদিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি হাতের ইশারা করেন। আমি পুনরায় সালাম দিলে এবারও তিনি হাতের ইশারা করেন। আমি ফিরে গেলে (নামাযশেষে) তিনি আমাকে ডাকেন, হে জাবের। লোকজনও আমার নাম ধরে ডাক দেয়। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে সালাম দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার সালামের জবাব দেননি। তিনি বলেন : আমি নামায পড়ছিলাম।

النَّهْيُ عَنْ مَسِّحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

৭-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় কংকর সরানো নিষেধ।

১১৯২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَالْأَفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرِّحْمَةَ تَوَاجِهَهُ .

১১৯২। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় যেন (নিজের সামনে থেকে) কংকর না হটায়। কেননা (আল্লাহর) রহমাত তার সামনে থাকে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةٌ

৮-অনুচ্ছেদ : একবার কংকর সরানোর অনুমতি আছে।

১১৯৩- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِبُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعْلَأَ فَمَرَّةً .

১১৯৩। মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার যদি একান্ত তা করতে (কংকর সরানোর প্রয়োজন) হয় তবে মাত্র একবার।

النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৯-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।

১১৯৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوتَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهَنَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ .

১১৯৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : লোকজনের কি হলো যে, তারা নামাযরত অবস্থায় আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করে। তিনি এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেন, এমনকি বলেন : তারা অবশ্যই যেন তা থেকে বিরত থাকে। অন্যথা তাদের দৃষ্টিশক্তি হিনিয়ে নেয়া হবে।

১১৯৫- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ .

১১৯৫। উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাকে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন নামাযরত অবস্থায় আসমানের দিকে তার চোখ উত্তোলন না করে। অন্যথা তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

১০-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো কঠোরভাবে নিষেধ।

১১৯৬। অখবরা সুইদ বন নসর قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَخْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ قَائِمًا فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ .

১১৯৬। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দার নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ অবিরত তার সামনে উপস্থিত থাকেন যাবত না সে এদিক-সেদিক তাকায়। সে তার মুখমণ্ডল ফিরালে আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হন।

১১৯৭। অখবরা عمرو বন এলী قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ .

১১৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : (শয়তানের) একটি ছোবল। শয়তান ছোবল মেরে নামাযের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

১১৯৮। অখবরা عمرو বন এলী قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১৯৮। আমর ইবনে আলী (র).... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১১৭৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১১৯৯। আমার ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১২০০- أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ بْنُ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ الْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ .

১২০০। আবু আতিয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো (শয়তানের) একটি ছোবল। শয়তান ছোবল মেরে নামাযের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا

১১-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় ডানে বা বামে তাকানোর অনুমতি সম্পর্কে।

১২০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَوَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ أَنْفَاءً تَفْعَلُونَ فَعَلْ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتُمُوا بِأَيْمَتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا .

১২০১। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগাক্রান্ত হলেন। আমরা তাঁর পিছনে তাঁর (ইমামতিতে) নামায পড়লাম, তিনি ছিলেন বসা অবস্থায় এবং আবু বাকর (রা) উচ্চস্বরে তাঁর তাকবীরের পুনরাবৃত্তি করে লোকজনকে শুনান। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন। তিনি ইশারা করলে আমরা বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে বসা অবস্থায় নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন : এইমাত্র তোমরা পারস্যবাসী ও রুমবাসীদের অনুরূপ কাজ করেছে। তাদের রাজা-বাদশারা বসা অবস্থায় থাকে আর তারা তাদের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। অতএব তোমরা তা করো না।

তোমরা তোমাদের ইমামদের আনুগত্য করো। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো এবং তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়ো।^২

১২.২- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عَنْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

১২০২। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ নামাযরত অবস্থায় ডানে-বামে তাকাতেন, কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিছনদিকে ঘুরাতেন না।

بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

১২-অনুচ্ছেদ : নামাযরত সাপ-বিছা ইত্যাদি হত্যা করা।

১২.৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ وَهُوَ ابْنُ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ .

১২০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ দু'টি কালো প্রাণী নামাযরত অবস্থায়ও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১২.৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ .

১২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সঃ দু'টি কালো প্রাণী (সাপ ও বিছা) নামাযরত অবস্থায়ও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-সহ গরিষ্ঠ সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর এই নির্দেশ ছিল মুসতাহাব পর্যায়ের, বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি বসে নামায পড়েছেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়েছে, একথাও অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে (দেখুন প্রথম খণ্ডে উক্ত ৮৩৪ ও ৮৩৫ নং হাদীস)। অতএব হানাফী মাযহাবের মত হলো, ইমাম গুজরবশত বসে ইমামতি করলেও মোজাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়বে (অনুবাদক)।

حَمْلُ الصَّبِيَّانِ فِي الصَّلَاةِ وَوَضْعُهُنَّ فِي الصَّلَاةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় শিশুদের বহন করা ও নামিয়ে রেখে দেয়া ।

১২.৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا .

১২০৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর নাতনী) উমামাকে বহনরত অবস্থায় নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা দিতেন তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন উঠতেন তখন তাকে উঠিয়ে নিতেন।

১২.৬ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا .

১২০৬। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আবুল আস-কন্যা উমামাকে তাঁর কাঁধে বহনরত অবস্থায় লোকজনের নামাযে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকুতে যান তখন তাকে রেখে দেন এবং তাঁর সিজদা সম্পন্ন করে আবার তাকে তুলে নেন।

بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطَى بِسِيرَةٍ

১৪-অনুচ্ছেদ : (নামাযরত অবস্থায়) হালকাপদে সামনের দিকে হাঁটা।

১২.৭ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ .

১২০৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঘরের দরজা খুলতে বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায পড়ছিলেন। আর দরজা ছিল কিবলার দিকে। তিনি তাঁর ডানে বা বামে সামান্য হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেন, অতঃপর নিজের জায়গামায়ে ফিরে আসেন।

بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ

১৫-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া।

১২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : নামাযরত অবস্থায় (ইমামের ভুল শোধরাতে) পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে এবং নারীরা হাততালি দিবে।

১২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : নামাযরত অবস্থায় (ইমামের ভুল শোধরাতে) পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে এবং নারীরা হাততালি দিবে।

১২০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ

১৬-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা।

১২১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের জন্য ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং মহিলাদের জন্য হাততালি।

১২১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের জন্য ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং মহিলাদের জন্য হাততালি।

১২১১- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

১২১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ এবং মহিলাদের জন্য হাততালি।^৩

التَّنَحُّجُ فِي الصَّلَاةِ

১৭-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় গলা খাঁকারি দেয়া।

১২১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ أَتَيْهِ فِيهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ أَنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّيُ فَتَنَحَّجْتُ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي .

১২১২। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাকে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট পৌঁছে প্রবেশানুমতি চাইতাম। আমি তাঁকে নামাযরত পেলে এই অবস্থায় তিনি গলা খাঁকারি দিলে আমি প্রবেশ করতাম এবং তিনি অবসর থাকলে সরাসরি অনুমতি দিতেন।

১২১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ ابْنِ نُجَيْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ مَدْخَلُ اللَّيْلِ وَمَدْخَلُ النَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّجْتُ لِي .

১২১৩। ইবনে নুজায়্যি (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হতে আমার জন্য দিনে একটি সময় এবং রাতে একটি সময় নির্ধারিত ছিল। আমি রাতের বেলা তাঁর নিকট গেলে তিনি গলা খাঁকারি দিতেন।

৩. ইমাম নামাযে ডুল করলে তাকে সতর্ক করার জন্য নামাযরত অবস্থায় পুরুষ মোজাদীগণ সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলা মোজাদীগণ হাততালি দিবে (অনুবাদক)।

১২১৪- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُذْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلَى كَأَنِّي لِي مَنَزَلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ أَتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحَّجَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَالْأُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ .

১২১৪। আবদুল্লাহ ইবনে নুজায়্যি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল যা অন্য কোন সৃষ্টির জন্য ছিলো না। আমি প্রতিদিন ভোরে তাঁর নিকট আসতাম এবং 'আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যালাহ' বলতাম। তিনি গলা খাঁকারি দিলে আমি নিজ পরিবারে ফিরে যেতাম, অন্যথা তাঁর নিকট প্রবেশ করতাম।^৪

بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

১৮-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা।

১২১৫- أَخْبَرَنَا سُؤدَةُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي .

১২১৫। সুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তিনি তখন নামাযরত ছিলেন এবং তাঁর পেটের মধ্যে হাপরের মধ্য থেকে নির্গত আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হচ্ছিল অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

بَابُ لَعْنِ ابْلِيسَ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

১৯-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় ইবলীসকে অভিসম্পাত করা এবং এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১২১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رِبْعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ

৪. নামাযরত অবস্থায় কেউ সাক্ষাত করতে এলে গলা খাঁকারি দিয়ে বা অন্যভাবে কোন শব্দ করে তাকে নামাযরত থাকার কথা অবহিত করা জায়েয (অনুবাদক)।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِّيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخْذُهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وَلَدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

১২১৬। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে বলতে শোনলাম : “আউযু বিল্লাহি মিনকা” (তোর থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই)। অতঃপর তিনি বলেন, “আমি তোকে অভিসম্পাত করছি আল্লাহ্র অভিসম্পাত”। একথা তিনি তিনবার বলেন এবং তাঁর হাত এমনভাবে প্রসারিত করেন যেন কোন জিনিস ধরছিলেন। তিনি নামায থেকে অবসর হলে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এইমাত্র আপনাকে নামাযের মধ্যে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আপনাকে নামাযের মধ্যে বলতে শুনিনি এবং আমরা আপনাকে আপনার হাত প্রসারিত করতে দেখলাম। তিনি বলেন : আল্লাহ্র দূশমন ইবলীস আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপের জন্য এক টুকরা অগ্নিপিশ নিয়ে আসে। তাই আমি তিনবার বললাম : “আউযু বিল্লাহি মিনকা”, অতঃপর বললাম : “আলআনুকা বিলা’নাতিল্লাহি”। তিনবার বলার পরও সে পশ্চাদপসরণ না করলে আমি তাকে ধ্রুপ্তার করতে চাইলাম। আল্লাহ্র শপথ! যদি আমাদের ভাই সূলায়মান (আ)-এর দোয়া (আমার স্মরণ) না হতো তবে আমি এটিকে বেঁধে ফেলতাম এবং সকালবেলা মদীনাবাসীদের শিশুরা একে নিয়ে খেলা করতো।

الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ

২০-অনুচ্ছেদ ৪ নামাযরত অবস্থায় কথা বলা।

١٢١٧- أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ االلَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسْعًا يَرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। নামাযরত এক বেদুইন বললো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ও মুহাম্মাদকে অনুগ্রহ করো এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে অনুগ্রহ করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর বেদুইনকে বলেন : তুমি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দিলে।

১২১৮- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسِعًا .

১২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে রহম করো এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে রহম করো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি বিশাল জিনিসকে সংকুচিত করলে।

১২১৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَبَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ رَجُلًا مِّنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ . وَرَجُلٌ مِّنَّا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوهُمْ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ مِّنَّا يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَأَفَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ . قَالَ وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ فَحَدَّثَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَآكُلُ أُمِّيَاءَ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى قَالَ فَضْرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكَّتُونِي لَكِنِّي سَكْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهْرَنِي وَلَا سَبَنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَالَ إِنَّ صَلَوَتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ

وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قَالَ ثُمَّ أَطْلَعْتُ إِلَى غُنَيْمَةٍ لِي تَرَعَاهَا جَارِيَةً لِي فِي قَبْلِ أَحَدٍ
وَالْجَوَانِيَّةِ وَأَنَّى أَطْلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذَّنْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاءٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي
آدَمَ أَسَفٌ كَمَا يَأْسِفُونَ فَصَكَّكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالِ ادْعُهَا فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتَقَهَا .

১২১৯। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জাহিলী (অন্ধকার) যুগ কেবল শেষ হলো। আল্লাহ তায়ালা দীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন। আমাদের কোন কোন লোক অসুভ লক্ষণ মানে। তিনি বলেন : এটা একটি জিনিস যা তারা নিজেদের মনে অনুভব করে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যকার কতক লোক গণকদের নিকট যাতায়াত করে। তিনি বলেন : তোমরা তাদের নিকট যেও না। রাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা রেখা টানে (ভালো-মন্দ জানতে চায়)। তিনি বলেন : নবীগণের মধ্যকার একজন নবী রেখা টানতেন। কারো রেখা তার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে তো ঠিক আছে। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযরত ছিলাম। লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় রহম করুন)। লোকজন তাকিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, আমার মা আমার জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হোক! তোমাদের কি হলো, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছে কেন? রাবী বলেন, তখন লোকজন তাদের উরুতে চপেটাঘাত করলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, লোকজন আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি নীরব হলাম। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমার মাতা-পিতার শপথ! তিনি আমাকে না মারলেন, না বকাবকা করলেন, আর না গালমন্দ করলেন। শিখানোর ব্যাপারে আমি তাঁর আগে বা তাঁর পরে তাঁর অনুকরণ অনুপম শিক্ষক আর দিখিনি। তিনি বলেন : “আমাদের এই নামায— তাতে মানবীয় কোন কথা বলা সংগত নয়। তাতে তাসবীহ ও তাকবীর বলতে হয় এবং কুঁরআন পড়তে হয়”। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার মেষপালের নিকট গেলাম, যা আমার এক ক্রীতদাসী উহুদ পাহাড়ের নিকট ও আল-জাওয়ানিয়া নামক স্থানে চরাচ্ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একটি নেকড়ে বাঘ পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেলো। আমি ছিলাম আদম-সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই আমারও রাগ এলো যেমন তাদের রাগ আসে। আমি সজোরে দাসীকে একটি চপেটাঘাত করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তাতে আমি (মনে মনে) খুবই অনুশোচনা বোধ করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাকে দাসত্বমুক্ত করবো না? তিনি বলেন : তাকে ডেকে আনো। রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাকে জিজ্ঞেস করেন : আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন : সে ঈমানদার, তাকে দাসত্বমুক্ত করো।

১২২০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شَبِيلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ .

১২২০। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নামাযরত অবস্থায় প্রয়োজনে তার পাশের লোকের সাথে কথা বলতো। শেষে এই আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) : “তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও” (২ : ২৩৮)। অতএব আমাদেরকে নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১২২১- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنَيْمَةَ وَأَسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ كُثُومٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ قَالَ كُنْتُ أَتِيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَاتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْنِي أَحَدًا فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تُكَلِّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .

১২২১। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে তাঁর নামাযরত অবস্থায় তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর লোকজনের প্রতি ইশারা করে বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ নামায সম্পর্কে নতুন বিধান নাযিল করেছেন যে, তোমরা (নামাযের মধ্যে) কথা বলো না, আল্লাহর যিকির ব্যতীত এবং আল্লাহর জন্য অনুগত বান্দারূপে দাঁড়িয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য।

১২২২- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ حَتَّى قَدَمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَأَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ .

১২২২। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তঁার নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিতাম এবং তিনি তার জবাব দিতেন। শেষে আমরা হাবশা (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে আমি তাঁকে (তঁার নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকলাম। তিনি নামায শেষ করে বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ যখন চান নতুন হুকুম নাযিল করেন। ইদানীং তিনি এই হুকুম দিয়েছেন যে, নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা যাবে না।^৫

مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهُدْ

২১-অনুবাদ : কোন ব্যক্তি দুই রাকআতের পর ভুলবশত তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে সে কি করবে?

১২২৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২২৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ার পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা নামাযশেষে তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম, তিনি বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলে দু'টি সিজদা দেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

৫. অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালামের আদান-প্রদান করা বা হাঁচির জবাব দেয়া চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ কিছু করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

১২২৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .

১২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে (তাশাহুদের জন্য) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতএব তিনি (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করেন।^৬

مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

২২-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি দুই রাকআত পড়ার পর ভুলবশত সালাম ফিরালে এবং কথা বললে।

১২২৫- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ أَحَدَى صَلَاتِي الْعِشَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنطَلَقَ إِلَى خَشْبَةِ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ قَالَ كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ قَالَ وَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ .

১২২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ অপরাহ্নের কোন এক (যুহর বা আসরের) নামায পড়লেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি (তা কোন ওয়াক্ত)।

৬. বিভিন্ন হাদীসে সাহ (নামাযের ভুল সংশোধনের) সিজদা দেয়ার আটটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহাবমতে শেষ রাকআতে তাশাহুদ পড়ে ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করবে, পুনরায় তাশাহুদ ও দুরূদ পাঠ করে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে (অনুবাদক)।

তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ার পর সালাম ফিরান, অতঃপর মসজিদের সাথে লাগানো একটি কাঠের নিকট গিয়ে তাতে হাত রাখেন। তাঁকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। আর লোকজন মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো, নামায (রাকআত সংখ্যা) কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? লোকজনের মধ্যে আবু বাকর ও উমার (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তারাও বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে সমীহ করলেন। লোকজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হাতওয়ালা এক ব্যক্তিও ছিলেন। রাবী বলেন, তাকে যুল-ইয়াদাইন নামে ডাকা হতো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন না নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বলেন : আমি ভুলও করিনি এবং নামাযও কমানো হয়নি। রাবী বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন : যুল-ইয়াদাইন যা বলেছে তাই হয়েছে কি? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব তিনি ফিরে এসে তাঁর ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর পূর্বকার সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উঠান, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর পূর্বকার সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর মাথা উঠান, অতঃপর তাকবীর বলেন।

১২২৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (ভুলবশত) দুই রাকআত পড়ে নামায শেষ করলে যুল-ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায (রাকআত সংখ্যা) কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন : যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন, দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় তাঁর সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তোললেন।

১২২৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

১২২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে (ভুলবশত) সালাম ফিরালেন। অতএব যুল-ইয়াদাইন (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এর কোনটিই নয়। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কোন একটি অবশ্যই ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন : যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা বললো, হ্যাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন, অতঃপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

১২২৮- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায দুই রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরালেন। লোকজন বললো, নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে? অতএব তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর দুইটি সিজদা করলেন।

১২২৯- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَصَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ لَمْ تُنْقِصِ الصَّلَاةَ وَلَمْ أَنَسَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ

১২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বির্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলেন : নামায কমানোও হয়নি এবং আমি ভুলেও যাইনি। তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব তিনি লোকজনকে নিয়ে আরো দুই রাকআত নামায পড়লেন।

১২৩০- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْقُرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ .

১২৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলে গেলেন এবং দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরালেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নিয়ে আরো দুই রাকআত নামায পড়লেন।

১২৩১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَنْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بَنُ عَمْرٍو أَتَقْصَرُ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ .

১২৩১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর অথবা আসরের নামায পড়ালেন এবং দুই রাকআত পড়িয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। যুশ-শিমালাইন ইবনে আমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? নবী ﷺ জিজ্ঞেস করেন : যুল-ইয়াদাইন কি বলে? লোকজন বললো, হে আল্লাহর নবী!

সে সত্য বলেছে। অতএব তিনি যে দুই রাকআত কম পড়িয়েছেন তা লোকজনকে নিয়ে তা পূর্ণ করেন।

১২৩২- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّامَلَيْنِ نَحْوُهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هَذَا الْحَدِيثُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ . وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

১২৩২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাছমা (র) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি অবগত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকআত নামায পড়লেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁকে বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ذَكَرَ الْأَخْتِلَافَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ

২৩-অনুচ্ছেদ : দু'টি সাহ্ সিজদা সম্পর্কিত হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১২৩৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا بَعْدَهُ .

১২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সালাম ফিরানোর আগে বা পরে সিজদা করেননি।

১২৩৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ .

১২৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যুল-ইয়াদাইনের (ভুল নির্দেশের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করেন।

১২৩৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১২৩৫। আমার ইবনে সাওওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)...আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১২৩৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي وَهْمِهِ بَعْدَ السَّلَامِ .

১২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তার ধারণা যে, নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর সিজদা করেছেন।

১২৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং ভুল করলেন। তাই তিনি দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

১২৩৮- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ يَعْزِي نَقِصَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغَضَّبًا يَجْرُ رِدَائُهُ فَقَالَ أَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ نَسَلَى تِلْكَ الرُّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায তিন রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। আল-খিরবাক নামক এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি হুসপাণ্ড হয়েছে? তিনি তাঁর পরনের চাদর টানতে টানতে বিষন্ন অবস্থায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন : সে কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হ্যাঁ। অতএব তিনি দাঁড়িয়ে সেই রাকআতটি পড়লেন, অতঃপর (একদিকে) সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

بَابُ اِتِّمَامِ الْمُصَلَّى عَلَى مَا ذَكَرَ اِذَا شَكَّ

২৪-অনুচ্ছেদ : নামাযী সন্দেহে পতিত হলে যতো রাকআত পড়েছে বলে ধারণা হয় তাকেই ভিত্তি বানাবে।

১২৩৯- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِاتِّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

১২৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কারো নামাযে (রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে) তার সন্দেহ হলে সে যেন সন্দেহ পরিহার করে এবং নিশ্চয় ধারণার উপর ভিত্তি করে। সে নামায পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে। আসলে তার নামায যদি পাঁচ রাকআত হয়ে থাকে তবে ঐ দুই সিজদা একে জোড় রাকআত বানিয়ে দিবে। আর যদি সে চার রাকআত পড়ে থাকে তবে ঐ দুই সিজদা হবে শয়তানের জন্য অপমান।

১২৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَذَرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رُكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

১২৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কারো স্মরণ না থাকে যে, সে তিন রাক্‌আত না চার রাক্‌আত পড়েছে, তবে যেন আরো এক রাক্‌আত পড়ে, অতঃপর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে। এই অবস্থায় সে যদি নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দু'টি সিজদা তার নামাযকে জোড় সংখ্যক বানাবে। আর যদি সে চার রাক্‌আত পড়ে থাকে তবে ঐ সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য অপমান।

بَابُ التَّحَرُّيْ

২৫-অনুচ্ছেদ : সন্দেহের বেলায় চিন্তা করা।

১২৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلَهْلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْقَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فِيهِ فَيُتِمَّهُ ثُمَّ يَعْنِي يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ .

১২৪১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা করে তা গ্রহণ করে, অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

১২৪২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ .

১২৪২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার নামাযে (রাক্‌আত সংখ্যা সম্পর্কে) সন্দেহে পড়লে সে যেন চিন্তা করে (ঠিক করে) এবং নামায শেষ করার পর দু'টি সিজদা করে।

১২৪৩- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ لَوْ حَدَّثَ شَيْءٌ أَتَبَأْتُكُمْ وَلَكِنِّي

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ مَأْ شَكٌّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ آخَرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং বেশী অথবা কম পড়লেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন : নামাযের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটে থাকলে আমি অবশ্যই তা তোমাদের অবহিত করতাম। তবে অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব তোমাদের যে কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি নির্ধারণ করে, অতঃপর তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে, অতঃপর সালাম ফিরায়ে এবং দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٤- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَرَّادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَذَكَّرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَنُتْنَى رِجْلُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهُوِّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ يَشْكُ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السُّهُوِّ.

১২৪৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং তা বেশী অথবা কম পড়লেন। তিনি সালাম ফিরালে আমরা বললাম, হে আল্লাহর নবী! নামায সম্পর্কে কি নতুন কোন নির্দেশ এসেছে? তিনি বলেন : তা কি? অতএব তিনি যা করেছেন তা আমরা তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি উল্টোপদে মোড় দিয়ে কিবলামুখী হলেন এবং দু'টি সাহু সিজদা করলেন, অতঃপর সশরীরে আমাদের দিকে ফিরে বলেন : নামাযের ব্যাপারে যদি কোন নতুন নির্দেশ আসতো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সে সম্পর্কে অবহিত করতাম। অতঃপর তিনি বলেন : নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের যে কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে কোনটি সঠিক, অতঃপর সালাম ফিরায়ে, অতঃপর দু'টি সাহু সিজদা করে।

١٢٤٥- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٍ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِ وَاسْمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَوةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا أَحَدَتْ فِي الصَّلَوةِ حَدَّثٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرُوهُ بِصَنِيعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فذَكِّرُونِي وَقَالَ لَوْ كَانَ حَدَّثٌ فِي الصَّلَوةِ حَدَّثٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَقَالَ إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لَيْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায পড়লেন, অতঃপর তাদের দিকে ফিরলেন। তারা বলেন, নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কোন নির্দেশ এসেছে? তিনি বলেন : তা কিরূপ? অতএব তারা তাঁর কার্যক্রম তাঁকে অবহিত করেন। তিনি উষ্টোপদে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান, অতঃপর সশরীরে তাদের দিকে ঘুরে বলেন : নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তিনি আরো বলেন : নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ এলে আমি তোমাদের তা অবহিত করতাম। তিনি আরো বলেন : তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহে পড়ে গেলে সে যেন চিন্তা করে। আর এটাই যথার্থতার অধিক নিকটবর্তী, অতঃপর এর ভিত্তিতে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে, অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

১২৪৬- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৪৬। আবু ওয়াইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন যেটি সঠিক তা চিন্তা করে নির্ধারণ করে, অতঃপর নামায শেষ করে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

১২৪৭- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ ثُمَّ لَيْسَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহ বা ধারণা করে সে যেন চিন্তা করে সঠিক ব্যাপারটি নির্ধারণ করে, অতঃপর সিজদা করে।

১২৪৮- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৮। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, সহাবায়ে কিরাম (রা) বলতেন, নামাযে কারো সন্দেহ হলে সে চিন্তা করে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, অতঃপর দু'টি সিজদা করবে।

১২৪৯- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَكَّ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করবে।

১২৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

১২৫০। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহের শিকার হলে সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করবে।

১২৫১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহের শিকার হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করে।

১২৫২- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ حَجَّاجٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন দু'টি সিজদা করে। হাজ্জাজের বর্ণনায় আছে, “তার সালাম ফিরানোর পর”। আর রোওহ-এর বর্ণনায় আছে, “তার বসা অবস্থায়”।

১২৫৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট আসে এবং সে তার নামাযকে সন্দেহযুক্ত করে। শেষে অবস্থা এমন হয় যে, সে জানে না যে, কতো রাকআত পড়েছে। তোমাদের কেউ অনুরূপ সন্দেহে পড়লে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

১২৫৪- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هَالَكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّحْرِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নামাযের আযান চলাকালে শয়তান বাতকর্ম করতে করতে ভেগে যায়। যখন কাতার ঠিকঠাক করা হয় তখন সে আবার ফিরে এসে নামাযী ও তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। শেষে সে জানে না যে, কতো রাকআত পড়েছে। অতএব তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করলে সে যেন দু'টি সিজদা করে।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى خَمْسًا

২৬-অনুচ্ছেদ : কেউ পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়লে কি করবে?

১২৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْفُظْ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো, নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বলেন : তা কি? সাহাবীগণ বলেন, আপনি পাঁচ রাক্‌আত পড়েছেন। অতএব তিনি উল্টোপদে ঘুরে দু'টি সিজদা করেন।

১২৫৬- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়লেন। তারা বললেন, নিশ্চয় আপনি পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করেন।

১২৫৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهْلَهْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى قَالَ وَأَنْتَ يَا أَعُورُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَوَشَّشَ الْقَوْمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسُونَ .

১২৫৭। ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, আলকামা (র) পাঁচ রাকআত নামায পড়লেন। তাকে তা বলা হলে তিনি বলেন, আমি তা করিনি। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তুমিও হে অন্ধ! আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাঁচ রাকআত নামায পড়েন। লোকজন পরস্পর কানাঘুষা করলো। তারা তাঁকে বললো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন : না। তারা বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলে তিনি ঘুরে গিয়ে দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর বলেন : অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও।

১২৫৮ - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلَاتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَلَكَّمْ فَقَالَ أَكْذَلِكَ يَا أَعُورُ قَالَ نَعَمْ فَحَلُ حُبُوتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْسًا .

১২৫৮। আশ-শা'বী (র) বলেন, আলকামা ইবনে কায়েস (র) তার নামাযে ভুল করলেন। তিনি কথা বলার পর তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। তিনি বলেন, হে অন্ধ! ব্যাপারটি কি তাই? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব তিনি তার কোমরবন্ধ খোললেন, অতঃপর দু'টি সাহ্ সিজদা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন। রাবী বলেন, আমি হাকামকে বলতে শুনেছি, আলকামা (র) পাঁচ রাকআত পড়েছিলেন।

১২৫৯ - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُؤَيْدٍ يَا أَبَا شَيْبَةَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَقَالَ أَكْذَلِكَ يَا أَعُورُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১২৫৯। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আলকামা (র) পাঁচ রাকআত নামায পড়েন। তিনি আলকামা ফিরানোর পর ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, হে আবু শিবল! আপনি পাঁচ রাকআত পড়েছেন। তিনি বলেন, হে অন্ধ! অতএব তিনি দু'টি সাহ্ সিজদা করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

১২৬০ - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَشْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى أَحَدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا

صَلَّيْتَ خُمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسَوْنَ وَآذُكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْقَلَبَ .

১২৬০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দুই নামাযের (যুহর ও আসর) কোন এক নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়েন। তাঁকে বলা হলো, নামায (রাক্‌আত সংখ্যা) কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন : তা কিরূপ? সাহাবীগণ বলেন, আপনি পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েছেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় আমি মানুষ। আমারও ভুল হয়, যেমন তোমাদের ভুল হয় এবং আমি স্মরণ করি যেমন তোমরা স্মরণ করো। অতএব তিনি দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর উঠে দাঁড়ান।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَوَاتِهِ

২৭-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার নামাযের কিছু ভুলে গেলে কি করবে?

১২৬১- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ يُونُسَ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى
قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمَنِيرِ
فَقَالَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ
مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ .

১২৬১। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) তাদের নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি (তাশাহুদে) বৈঠকে না বসে (ভুলে) উঠে গেলেন। লোকজন সুবহানাল্লাহ বললো, কিন্তু তিনি তার কিয়াম পূর্ণ করলেন। নামায শেষ করার পর তিনি বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর মিন্বারের উপর উঠে বসে বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি তার নামাযের কিছু ভুলে গেলে সে যেন এই দু'টি সিজদার অনুরূপ সিজদা করে।

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي سَجْدَتَيْنِ السَّهْوِ

২৮-অনুচ্ছেদ : তাকবীর বলে সাহু সিজদা করা।

১২৬২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ عَبْدَ

اللَّهُ بْنُ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّتَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
فَلَمَّا قَضَى صَلَوَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَرٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ
وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ .

১২৬২। আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামাযের দুই রাকআত পড়ার পর না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর নামায শেষ করার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে তাঁর ভুলে যাওয়া বৈঠকের প্রতিকারস্বরূপ বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করেন এবং প্রতিটি সিজদায় যেতে-উঠতে 'আল্লাহ আকবার' বলেন। লোকজনও তাঁর সাথে সিজদা করে।

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الرُّكْعَةِ الَّتِي يُقْضَى فِيهَا الصَّلَاةُ

২৯-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম।

১২৬৩- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَمَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ وَاللَّفْظُ لَهُ
قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي
الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقُضِي فِيهِمَا الصَّلَاةُ آخَرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ
مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৬৩। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুই রাকআতে তাঁর নামায শেষ করতেন তার (শেষ) বৈঠকে বসতে তাঁর বাম পায়ের পাতা ডানদিকে লম্বা করে দিতেন এবং পাহার উপর ভর করে বসতেন, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

১২৬৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
وَاتِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ
وَإِذَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا جَلَسَ ضَجَعَ الْيُسْرَى وَتَوَصَّبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَنَتَيْنِ
الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامَ وَأَشَارَ .

১২৬৪। ওয়াইল ইবনে হজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠাতে তাঁর দুই হাত উঠাতেন (রফউল ইয়াদাইন করতেন)। তিনি (তাশাহুদে বৈঠকে) বসতে বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন, তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলের সমন্বয়ে বৃত্ত বানাতেন ও ইশারা করতেন।

بَابُ مَوْضِعِ الذَّرَاعَيْنِ

৩০-অনুচ্ছেদ : দুই বাহু রাখার স্থান।

১২৬৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّبَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ يَدْعُو بِهَا .

১২৬৫। ওয়াইল ইবনে হজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে দেখেন যে, তিনি নামাযে (তাশাহুদে বৈঠকে) বসতে গিয়ে তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁর দুই বাহু তাঁর দুই উরুর উপর রাখেন, আর তর্জমী দ্বারা ইশারা করে দোয়া করেন।

مَوْضِعُ الْمِرْفَقَيْنِ

৩১-অনুচ্ছেদ : দুই কনুই রাখার স্থান।

১২৬৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتْهُ بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى

وَقَبَضَ ثَنْتَيْنِ وَحَلَقَ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِشَرِّ السَّبَابَةِ مِنَ الْيَمْنَى
وَحَلَقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى .

১২৬৬। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায কিভাবে পড়েন তা আমি অবশ্যই লক্ষ্য করবো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর দুই হাত (তাকবীরে তাহরীমায়) তাঁর দুই কান বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরেন। তিনি যখন রুকুতে যেতে ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববৎ হাত উত্তোলন করেন এবং তার দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখেন। তিনি রুকু থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও পূর্ববৎ দুই হাত উত্তোলন করেন। তিনি সিজদায় গিয়ে তাঁর মাথা হাতের স্থানে (তাকবীরের সময় হাত যতোখানি উপরে তুলেছেন অর্থাৎ কান বরাবর) রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে (তার উপর) বসেন, তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখেন এবং ডান কনুই ডান উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন, দুই আসুল একত্র করে কুগুলি বানান এবং আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি এরূপ বলেছেন। অধস্তন রাবী বিশর (র) তার ডান হাতের তর্জনী দ্বারা ইশারা করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ

৩২-অনুচ্ছেদ : দুই হাতের তালু রাখার স্থান।

১২৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ لَا تَقْلِبِ الْحَصَى فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ قُلْتُ وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ قَالَ هَكَذَا وَتَصَبَّ الْيَمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيَمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .

১২৬৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি কংকর উল্টালে তিনি (নামাযশেষে) বলেন, কংকর নাড়াচাড়া করো না। কারণ কংকর নাড়াচাড়া করা শয়তানের কাজ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি, তুমিও তদ্রূপ করো। আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, এরূপ; এবং তিনি ডান পা খাড়া রাখলেন এবং বাম পায়ের উপর বসলেন। তিনি তাঁর ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন এবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করলেন।

بَابُ قَبْضِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَمْنَى دُونَ السَّبَابَةِ

৩৩-অনুচ্ছেদঃ তর্জনী ব্যতীত ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা।

১২৬৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَضَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيَمْنَى عَلَى فَخْذِهِ وَقَبْضَ يَمِينِ أَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْأَبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى.

১২৬৮। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) দেখলেন যে, আমি নামাযরত অবস্থায় কংকর নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করছি। তিনি নামায শেষ করে আমাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করতেন, তুমি তদ্রূপ করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিরূপ করতেন? তিনি বলেন, তিনি নামাযে যখন বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের তালু তাঁর উরুর উপর রাখতেন, তাঁর সমস্ত আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতেন, বৃদ্ধাঙ্গুলের নিকটতর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন।

بَابُ قَبْضِ الثَّنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَمْنَى وَعَقْدِ الْوُسْطَى وَالْأَبْهَامِ مِنْهَا

৩৪-অনুচ্ছেদঃ ডান হাতের দুই আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কুণ্ডলী বানানো।

১২৬৯- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرَكِبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْقَعِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيَمْنَى ثُمَّ قَبْضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ قَرَأَتْهُ يَحْرُكُهَا يَدْعُو بِهَا مُخْتَصِرٌ.

১২৬৯। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। অতএব আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিলাম। তিনি (তাঁর নামাযের) বর্ণনা দিয়ে বলেন, অতঃপর তিনি বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন, বাম হাত বাম উরু ও হাঁটুতে রাখলেন, ডান হাতের কনুই ডান উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলেন, অতঃপর দুই আঙ্গুল বন্ধ করে বৃত্ত বানালেন, অতঃপর একটি আঙ্গুল উত্তোলন করলেন। আমি তাঁকে সেটি নাড়াচাড়া করে দোয়া করতে দেখলাম (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ بَسْطِ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : বাম হাত হাঁটুতে ছড়িয়ে রাখা।

১২৭০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْمَرًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ قَدْعًا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسِطْهَا عَلَيْهَا .

১২৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে বসতেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে রাখতেন, বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল উঁচু করে দোয়া করতেন এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুতে ছড়িয়ে রাখতেন।

১২৭১- أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمَرُو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى .

১২৭১। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দোয়া করার সময় নিজ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাড়া করতেন না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি নবী ﷺ-কে এভাবে দোয়া করতে দেখেছেন এবং তিনি তাঁর বাম হাত বাম পায়ের উপর রাখতেন।

بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْأَصْبَعِ فِي التَّشْهَدِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ।

১২৭২- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافِيِّ عَنْ عَصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ ثَمِيرٍ الْخَزَاعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَشِيرُ بِأَصْبَعِهِ .

১২৭২। মালেক ইবনে নুমাইর আল-খুযাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযে তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতে এবং হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছি।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِأَصْبَعَتَيْنِ وَبِأَيِّ أَصْبَعٍ يُشِيرُ

৩৭-অনুচ্ছেদ : দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা নিষেধ এবং কোন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে?

১২৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأَصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ أَحَدٌ .

১২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুই আঙ্গুল দ্বারা দোয়া (ইশারা) করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক আঙ্গুলে এক আঙ্গুলে।

১২৭৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ أَحَدٌ أَحَدٌ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .

১২৭৪। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। আমি (তখন নামাযে) আঙ্গুলসমূহ দ্বারা দোয়া (ইশারা) করছিলাম। তিনি বললেন : এক আঙ্গুলে এক আঙ্গুলে এবং তিনি তর্জনির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

بَابُ احْتِئَاءِ السَّبَّابَةِ فِي الْإِشَارَةِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : তর্জনী দ্বারা ইশারা করার সময় তা ঝুঁকানো ।

১২৭৫- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ قُذَامَةَ الْجَدَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخَزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ وَأَضَعَا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أَصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحَنَّا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو .

১২৭৫। বসরানিবাসী মালেক ইবনে নুমায়ের আল-খুযাই (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযে বসা অবস্থায় তাঁর ডান বাহু ডান উরুর উপর রেখে তর্জনী ঝুঁচু করে কিছুটা ঝুঁকিয়ে দোয়া করতে দেখেছেন।^৭

مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ وَتَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ

৩৯-অনুচ্ছেদ : ইশারা করার সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান এবং তর্জনী নাড়াচাড়া করা।

১২৭৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ.

১২৭৬। আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহুদ পড়তে বসতেন তখন তাঁর বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ইশারার আঙ্গুল অতিক্রম করতো না।

৭. ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করার নিয়ম এই যে, তাশাহুদে আশহাদু আল-লা ইলাহা' বলার সময় উক্ত আঙ্গুল ঝুঁচু করবে এবং 'ইক্বালাহ' বলার সাথে সাথে নিচু করবে, অতঃপর বৃদ্ধা আঙ্গুল ও মধ্যমাসহ অন্যান্য আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধনুকের মতো বানাবে এবং তার উপর তর্জনীকে তীরের মতো স্থাপন করবে। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আঙ্গুলসমূহ সোজা করবে (অনুবাদক)।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৪০-অনুচ্ছেদ : নামাযে দোয়ার মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা নিষেধ।

১২৭৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِبْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَتَنَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ

১২৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : লোকজন নামাযে দোয়ার সময় তাদের চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা থেকে যেন অবশ্যই বিরত থাকে। অন্যথা আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন।

بَابُ إِيْجَابِ التَّشَهُّدِ

৪১-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

১২৭৮- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

১২৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তাশাহুদ পাঠ বাধ্যতামূলক হওয়ার পূর্বে আমরা নামাযে বলতাম, আসসালামু আলাল্লাহি আসসালামু আলা জিবরীলা ওয়া মীকায়ীলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা অনুরূপ বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা), বরং তোমরা বলো : “আভাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তাযিয়াবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যাহান- নাবিয্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না

মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ”। অর্থ : “সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল”।

تَعْلِيمُ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ

৪২-অনুচ্ছেদ : কুরআনের সূরা শিখানোর মতো তাশাহুদ শিক্ষাদান।

১২৭৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

১২৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন অনুরূপ (গুরুত্ব সহকারে) আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদ কিরূপ?

১২৮০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَّازٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ

১২৮০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ হলেন শান্তিদাতা। অতএব তোমাদের কেউ যখন (নামাযে তাশাহুদ পাঠের জন্য) বসবে তখন সে যেন বলে : “আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয্যাহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ”। অতঃপর সে তার ইচ্ছামতো যে কোন দোয়া পড়তে পারে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের তাশাহুদ ।

১২৮১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ ح وَآخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَوَاتَنَا فَقَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بَيْتُكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتِلْكَ بَيْتُكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

১২৮১। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, আমাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা শিখালেন এবং আমাদের নামাযের বর্ণনা দিলেন। অতএব তিনি বলেন : তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তোমাদের কাতারসমূহ ঠিক করো, অতঃপর তোমাদের মধ্যকার একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। অতঃপর সে যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন ওয়াল্লাদুদোয়ায়ী বললে তখন তোমরা “আমীন” বলবে, আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। অতঃপর সে আল্লাহ্ আকবার বলে রুকুতে গেলে তোমরাও আল্লাহ্ আকবার বলে রুকুতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবেন এবং তোমাদের আগে রুকু করবেন। আল্লাহ্র নবী

বলেন : অতএব এটি সেটির পরিপূরক।^৮ সে যখন ‘সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ’ (যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তা শোনে) বলবে, তখন তোমরা ‘আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল হাম্দ’ (হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলবে। নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর জবানীতে বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শোনে।” অতঃপর সে যখন তাকবীর বলে সিজদায় যায়, তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদা করবেন এবং তোমাদের আগে উঠবেন। নবী ﷺ বলেন : অতএব এটি সেটির পরিপূরক। আর তিনি যখন (তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে) বসবেন তখন তোমাদের যে কারো কথা যেন এই হয় : আন্তাহিয়াতুত তায়্যিবাৎস সালাওয়াতু লিল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা আয্যাহান নাবিয়া ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহ”।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম তাশাহ্‌হুদ।

১২৮২-أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلَسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرُّوَايَةِ وَأَيُّمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

১২৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিখাতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন। “বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি। আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাৎ। আসসালামু আলাইকা আয্যাহান নাবিয়া ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস

৮. “এটি সেটির পরিপূরক” কথার অর্থ এই যে, ইমাম রুকু বা সিজদায় যাওয়ার পর মোজাদদীগণ রুকু বা সিজদায় যায়। এতে তাদের সময়ের যে ঘাটতি বা বিলম্ব হয়, মোজাদীদের রুকু বা সিজদা থেকে ইমামের পরে উঠার ফলে সেই ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ওয়া আসআলুকাহাল-জান্নাতা ওয়া আউযু বিল্লাহি মিনান-নার”। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনায় কেউ আইমান ইবনে নাবিল-এর অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মতে, রাবী হিসাবে আইমানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তবে এ হাদীস বর্ণনায় ভুল আছে। ওয়াবিল্লাহিত তাওফীক।

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৬-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পাঠ।

১২৮৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ .

১২৮৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আঙ্গারের একদল ফেরেশতা পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ান এবং তারা (আমার প্রতি) আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেন।

فَضْلُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৭-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর সালাম পেশের ফযীলাত।

১২৮৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوسَجِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبِشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১২৮৪। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল আনন্দভাব। আমরা বললাম, নিশ্চয় আমরা আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ দেখছি। তিনি বলেন : নিশ্চয় আমার নিকট ফেরেশতা এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তুমি কি আনন্দিত হবে যে, যে কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি একবার দুরূদ পড়লে আমি তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করবো অথবা সে একবার সালাম পাঠালে আমি দশবার তার উপর শান্তি বর্ষণ করবো?

بَابُ التَّمَجِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : নামাযে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা এবং নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

১২৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِيءٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَلْتَ أَبَا الْمُصَلَّى ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ تَجَبَّ وَسَلَّ تَعَطَّ .

১২৮৫। ফাদালা ইবনে উবায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার নামাযের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। সে আল্লাহর মহিমাও বর্ণনা করেনি এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদও পড়েনি। তিনি বলেন : হে নামাযী! তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে বিষয়টি শিখিয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপর এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় (বলতে) শুনলেন, সে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করছে, তাঁর প্রশংসা করছে এবং নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “তুমি দোয়া করো, তোমার দোয়া কবুল করা হবে এবং প্রার্থনা করো তোমাকে দেয়া হবে”।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৯-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পাঠের নির্দেশ।

১২৮৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ أَنَّ

مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ
بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ
عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَيْنَا
أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا االلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

১২৮৬। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-র বৈঠকে আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। বাশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বলেন, আপনার প্রতি দূরুদ ও সালাম পেশ করার জন্য আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন (দ্র. ৩৩ ও ৫৬ আয়াত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। শেষে আমরা আফসোস করলাম যে, তিনি যদি তাঁকে জিজ্ঞেস না করতেন! অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুমা সল্লো আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীন। ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ”। অর্থ “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহ্মাত বর্ষণ করো, যেমন তুমি ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি রহ্মাত বর্ষণ করেছো এবং বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেমন তুমি বিশ্বজগতে ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি বরকত নাযিল করেছো। নিশ্চয় তুমি অধিক প্রশংসিত ও মহিমান্বিত”। আর সালাম কিভাবে দিবে তা ইতিপূর্বে তোমাদের শিখানো হয়েছে।

بَابُ كَيْفِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫০-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর প্রতি কিভাবে দূরুদ পেশ করবে?

১২৮৭- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ أَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ

عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
اِلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِلِ اِبْرَاهِيْمَ .

১২৮৭। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনার প্রতি দুরুদ ও সালাম পেশ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাম পেশের বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে জেনে নিয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরুদ পেশ করবো? তিনি বলেনঃ তোমরা বলা, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম”।

نوع آخر

৫১-অনুচ্ছেদ : আরেক ধরনের দুরুদ।

১২৮৮- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ االسَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ
الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى اِلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُم
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَهَذَا خَطًا .

১২৮৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি 'সালাম পেশ' তো আমরা জেনেছি, দুরুদ কিরূপ? তিনি বলেন : তোমরা বলা, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”। ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, আর আমরা বলি, “ওয়া আলাইনা মাআহুম” (তাদের সাথে আমাদের প্রতিও)। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, তিনি এ হাদীস তার কিতাব থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং এটা ভুল।

২৮৭- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَمَرُو بْنُ مُرَّةٍ غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১২৮৯। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম পেশ করার নিয়ম আমরা জেনেছি। আপনার প্রতি দূরদ কিভাবে পেশ করবো? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”।

আবদুর রহমান (র) বলেন, আর আমরা বলি, “ওয়া আলাইনা মাআহুম”। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি পূর্বোক্ত বর্ণনার তুলনায় যথার্থতার দিক থেকে অগ্রগণ্য। আমাদের জানামতে এই হাদীসের সনদে ‘আমর ইবনে মুররা’-এর উল্লেখ করেননি, ইনি ব্যতীত। আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

১২৯০- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

১২৯০। ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, কা'ব ইবনে উজরা (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপঢৌকন দিবো না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হবে তা আমরা জেনে নিয়েছি। আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দূরদ পেশ করবো? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাতা হামীদুম মাজীদ”।

نوع آخر

৫২-অনুচ্ছেদ : আরেক ধরনের দুরূদ ।

১২৯১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

১২৯১। তালহা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুয়া সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বরাক্তা আলা ইবরাহীম ওয়া আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”।

১২৯২- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

১২৯২। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! আমরা কিরূপে আপনার প্রতি দুরূদ পেশ করবো? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুয়া সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বরাক্তা আলা ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”।

১২৯৩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ

خَارِجَةً قَالَ أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ .

১২৯৩। মুসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি য়ায়েদ ইবনে খারিজা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পড়ো এবং সাধ্যমত দোয়া পড়ো, আর বলো, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ”।

نَوْعٌ آخَرُ

৫৩-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দুরূদ।

১২৯৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ خُبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ .

১২৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি এই সালাম, তা আমরা জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম”।

نَوْعٌ آخَرُ

৫৪-অনুচ্ছেদ : আরেক ধরনের দুরূদ।

১২৯৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ قَالَا جَمِيعًا كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ سَطْرٌ .

১২৯৫। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরুদ পড়বো? তিনি বলেন : তোমরা বলো, “আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি, কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, কুতায়বা (র) আমার নিকট এই হাদীস দুইবার বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তার বর্ণনায় হাদীসের অংশবিশেষ বাদ পড়েছে।

بَابُ الْفَضْلِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫৫-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ উপর দুরুদ পাঠের ফযীলাত।

১২৯৬- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَّى جِئْتَنِي فَقَالَ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১২৯৬। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দধারা পরিস্ফুট ছিল। তিনি বলেন : নিশ্চয় আমার নিকট জিবরীল (আ) এসেছিলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এতে আনন্দিত হবেন না যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দুরুদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করবো এবং তাদের কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করলে আমি তার প্রতি দশবার সালাম পেশ করবো?

১২৯৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১২৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন।

১২৯৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ .

১২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

بَابُ تَخْيِيرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫৬-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠের পর (নামাযে) যে কোন দোয়া পড়ার অবকাশ এসেছে।

১২৯৯- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ أَعَجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ .

১২৯৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা যখন নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসতাম তখন বলতাম, ‘আসসালামু আলাল্লাহি আন ইবাদিল্লাহি আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা ‘আসসালামু আলাল্লাহি’ বলা না। কেননা আল্লাহই

শান্তিদাতা। বরং তোমাদের কেউ যখন বসে তখন সে যেন বলে, “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাহু। আসসালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন”। তোমরা যখন এটা বললে তখন আসমান- জমীনের সকল সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর তা পৌঁছে যায়। “আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”। অতঃপর সে যেন তার পছন্দ মারফিক দোয়া পড়ার জন্য বেছে নেয়।

الذِّكْرُ بَعْدَ التَّشْهَدِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে পর যিকির প্রসঙ্গে।

১৩০০- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي قَالَ سَبِّحِ اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِّهِ حَاجَتِكَ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ .

১৩০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কতগুলো বাক্য শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আমার নামাযে দোয়া করবো। তিনি বলেন, তুমি দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার বোলো, অতঃপর তাঁর নিকট তোমার প্রয়োজন পেশ করো তিনি বলবেন (কবুল করবেন) হ্যাঁ, হ্যাঁ।

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

৫৮-অনুচ্ছেদ : যিকিরের পর দোয়া (দোয়া মাছুরা)।

১৩০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ االلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اعْلَمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ
اجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ .

১৩০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম এবং এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। সে রুকু-সিজদা করার ও তাশাহুদ পড়ার পর দোয়া করলো। সে তার দোয়ায় বললো, “আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্দ। লা ইলাহা ইল্লা আনতাল মান্নান, বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি। ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম, ইয়া হাম্যু ইয়া কায়্যুম! ইন্নী আসআলুকা ” (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি অনুগ্রহকারী, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে সন্মান ও মহত্বের অধিকারী, হে চিরজীব, হে চিরস্থায়ী! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি)। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন : তোমরা কি জানো, সে কোন বাক্য দ্বারা দোয়া করেছে? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! অবশ্যই সে আল্লাহর কাছে তাঁর মহামহিমাম্বিত নামের উসীলায় দোয়া করেছে, যার দ্বারা দোয়া করলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।

١٣٠٢- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بُرَيْدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ
الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مِجَنَ بْنَ الْأَدْرِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
إِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ
الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي
ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا .

১৩০২। মিহ্জান ইবনুল আদরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল। সে তাশাহুদ পড়ার পর বললো, “আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লাহ! বিআন্নালাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস সামাদুল্লাহী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ কুফুওয়ান আহাদ আন তাগফিরা লী যুনূবী ইল্লাকা আনতাল গাফরুর রাহীম” (হে আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট যাঞ্চা করি। কেননা তুমি এক একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নাই। তুমি আমার গুনাহ মাফ করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেন : তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া ।

১৩.৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

১৩০৩। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার নামাযে দোয়া করবো। তিনি বলেন : তুমি বলো, “আল্লাহ্‌মা ইন্নী জলামতু নাফসী জুলমান কাছীরা। ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইন্না আনতা। ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়া রহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম” (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ব্যতীত কেউ শুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব তুমি আমাকে মাফ করো। ক্ষমা তোমার পক্ষ থেকে এবং আমাকে দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী পরম দয়ালু)।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৬০-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া ।

১৩.৪- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ .

১৩০৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন : হে মুআয! নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাহলে তুমি প্রতি নামাযে একথা না বলে ছাড়বে না, “রব্বি আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা” (প্রভু!

তোমার যিকির করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো)।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৬১-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১৩০৫- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَوَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّثْبِتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ .

১৩০৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে বলতেন : “আল্লাহ্‌মা ইন্নী আসআলুকাত তাছাব্বুতা ফিল আমরি ওয়াল-আযীমাতা আলার-রুশদি। ওয়া আসআলুকা শুকরা নি‘মাতিকা ওয়া হসনা ইবাদাতিকা। ওয়া আসআলুকা কালবান সালীমান ওয়া লিসানান সাদিকান। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা তা‘লামু। ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা তা‘লামু। ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তা‘লামু” (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি প্রতিটি কাজে তোমার নিকট দৃঢ়তা কামনা করি এবং হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ় সংকল্প। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য। তোমার নিকট চাই প্রশান্ত অন্তর ও সত্যবাদী জবান। তোমার নিকট চাই তোমার জ্ঞাত প্রতিটি কল্যাণ। তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত প্রতিটি অনিষ্ট থেকে। তোমার নিকট ক্ষমা চাই তোমার জানা প্রতিটি গুনাহ থেকে)।

نُوعٌ آخَرُ

৬২-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১৩০৬- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَوةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَوةَ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِي

غَيْرَ أَنَّهُ كُنِيَ عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ
الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَوَةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَقَّنِي إِذَا
عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي اَللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ
كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ
نَعِيمًا لَا يَنْقُذُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ
بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي
غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللَّهُمَّ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ .

১৩০৬। আতা ইবনুস সাহিব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার
ইবনে ইয়াসির (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করলেন এবং সংক্ষেপে নামায পড়লেন।
কোন কোন লোক তাকে বললো, নিশ্চয় আপনি হালকা বা সংক্ষেপে নামায পড়েছেন। তিনি
বলেন, তা সত্ত্বেও আমি তাতে কয়েকটি দোয়া পড়েছি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট
শুনেছি। তিনি যাওয়ার জন্য দাঁড়ালে লোকজনের মধ্যে এক ব্যক্তি তার অনুসরণ করে।
(আতা বলেন) তিনি হলেন আমার পিতা কিন্তু তিনি তার নাম গোপন রেখেছেন। তিনি তার
নিকট সেই দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে লোকজনকে তা
অবহিত করেন :

“হে আল্লাহ! তোমার গুণ জ্ঞান এবং সৃষ্টিকুলের উপর তোমার শক্তির উসীলায় আমাকে
জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা তুমি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করো এবং আমাকে
মৃত্যু দান করো যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণকর মনে করো। হে আল্লাহ! আমি
তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার গোপন ও প্রকাশ্য ভয়, তোমার নিকট প্রার্থনা করি সন্তোষ
ও রাগের অবস্থায় সত্য ভাষণ, তোমার নিকট প্রার্থনা করি দারিদ্র্য ও সম্বলতায় মিতাচার।
তোমার নিকট প্রার্থনা করি অশেষ নিয়ামত। তোমার নিকট প্রার্থনা করি চোখের নিরবচ্ছিন্ন
প্রশান্তি। তোমার নিকট চাই তোমার ফয়সালার উপর সমুষ্টি। তোমার নিকট প্রার্থনা করি
মৃত্যুর পরের শীতলতা ও আরাম-আয়েশ। তোমার নিকট চাই তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি
এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ। তোমার নিকট আশ্রয় চাই ধৈর্য্যাতীত বিপদ থেকে
এবং পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে
সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং আমাদের সংপথপ্রাপ্ত ও সংপথ প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো”।

১৩০৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ
حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ

صَلَّى غَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلَوةً فَأَخَفَهَا فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهَا فَقَالَ أَلَمْ أْتِ
الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَوةَ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَاسْأَلْكَ خَشِيتَكَ فِي الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَاسْأَلْكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقَرَّةَ
عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاسْأَلْكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ
إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَاءِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ
زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هَذَاهُ مُهْتَدِينَ .

১৩০৭। কয়েস ইবনে উবাদ (র) বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) লোকজনকে নিয়ে সংক্ষেপে নামায পড়লেন। তারা তাতে আপত্তি করলো। তিনি বলেন, আমি কি রুকু-সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিনি? তারা বললো, হ্যাঁ, আদায় করেছেন। তিনি বলেন, শোন! আমি তাতে এমন একটি দোয়া পড়েছি যা নবী ﷺ তাঁর (নামাযে) পড়েছেন।

“হে আল্লাহ! তোমার গুণ জ্ঞান এবং সৃষ্টিকুলের উপর তোমার শক্তির উসীলায় আমাকে জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা তুমি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করো এবং আমাকে মৃত্যু দান করো যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণকর মনে করো। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার গোপন ও প্রকাশ্য ভয়। তোমার নিকট প্রার্থনা করি সন্তোষ ও রাগের অবস্থায় সত্য ভাষণ। তোমার নিকট প্রার্থনা করি দারিদ্র্য ও সচ্ছলতায় মিতাচার। তোমার নিকট প্রার্থনা করি অশেষ নিয়ামত। তোমার নিকট প্রার্থনা করি চোখের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি। তোমার নিকট চাই তোমার ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি। তোমার নিকট প্রার্থনা করি মৃত্যুর পরের শীতলতা ও আরাম-আয়েশ। তোমার নিকট চাই তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ। তোমার নিকট আশ্রয় চাই ধৈর্যাতীত বিপদ থেকে এবং পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং আমাদের সংপথপ্রাপ্ত ও সংপথ প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো”।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِي الصَّلَاةِ

৬৩-অনুচ্ছেদ : নামাযে আশ্রয় প্রার্থনা।

১৩০৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ
يَسَافٍ عَنْ فُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدَّثْنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَدْعُو بِهِ فِي صَلَوَتِهِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ .

১৩০৮। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমার নিকট এমন কিছু বর্ণনা করুন যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে দোয়া করতেন। তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে বলতেন : “আল্লাহুমা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়ামিন শাররি মা লাম আ‘মাল” (হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে এবং যা আমি এখনো করিনি তার অনিষ্ট থেকেও)।

نَوْعُ آخَرُ

৬৪-অনুচ্ছেদ : আরেক রকম দোয়া।

১৩০৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَوةً بَعْدَ الْآ تَعُوذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ :

১৩০৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : হাঁ, কবরের আযাব সত্য। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই কোন নামায পড়তে দেখেছি তখনই তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

১৩১০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاءِ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ .

১৩১০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন (অনুবাদ) : “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি

তোমার নিকট আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, তোমার নিকট আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে”। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, ঋণে জর্জরিত হওয়া থেকে প্রায়ই আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণ কি? তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে পর কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

১৩১১- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُوصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافِيِّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَ وَآخِبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا بَدَأَ لَهُ .

১৩১১। মুহাম্মাদ ইবনে আবু আয়েশা (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তাশাহুদ পড়ে তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে—(১) দোষখের শাস্তি থেকে; (২) কবরের শাস্তি থেকে; (৩) জীবন- মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে এবং (৪) মসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে। অতঃপর সে নিজ পছন্দমত দোয়া পড়বে।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُدِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : তাশাহুদের পর আরেক রুকম দোয়া।

১৩১২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَوَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১৩১২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে তাশাহুদ পড়ার পর বলতেন : আহসানুল কলামি কলামুল্লাহ ওয়া আহসানুল হাদ্যি হাদ্যু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” (সর্বোত্তম বাক্য হলো আল্লাহর বাক্য (কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ ﷺ প্রদর্শিত পথ)।

بَابُ تَطْفِيفِ الصَّلَاةِ

৬৬-অনুচ্ছেদ : নামাযে ঘাটতি করা ।

১৩১৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصْرَفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ تَصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُخَفَّفُ وَيَتَمُّ وَيُحْسِنُ .

১৩১৩। হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন যে, সে (নামাযের শর্তাবলী ও রুকনসমূহে) ঘাটতি করছে। হযায়ফা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কতো কাল থেকে তুমি এরূপ নামায পড়ছো? সে বললো, চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বলেন, তুমি চল্লিশ বছর যাবত নামায পড়োনি। তুমি এভাবে নামায পড়া অবস্থায় যদি মারা যেতে তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে মারা যেতে। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় কোন ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত করা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম নামায পড়বে।^৯

بَابُ أَقَلِّ مَا تُجْزَى بِهِ الصَّلَاةُ

৬৭-অনুচ্ছেদ : নামাযের জন্য সর্বনিম্ন যতোটুকু শর্ত পালন যথেষ্ট হতে পারে।

১৩১৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّ لَهُ بَدْرِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ

৯. নামায সংক্ষিপ্ত করার একটি পদ্ধতি এই যে, রুকু-সিজদা ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব সুত্বরূপে আদায় করে কেবল ক্ষুদ্র সূরা-কিরাআত পড়া, এটা দৃষণীয় নয়। রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় না করা, রুকু করার পড় সোজা হয়ে না দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে মুহূর্তকাল সোজা হয়ে না বসা ইত্যাদি হলো নামাযের ঘাটতি। এতে নামায ত্রুটিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ تَرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَقْرَأَ ثُمَّ ارْكَعَ فَاطْمِنَنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِنَنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِنَنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِنَنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ .

১৩১৪। আলী ইবনে ইয়াহইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু আমরা তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। সে নামায শেষ করে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলো। তিনি বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়লো, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি পুনরায় বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। তিনি দুই বা তিনবার এরূপ বললেন। শেষে লোকটি তাঁকে বললো, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে মহাসম্মানিত করেছেন! আমি অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অতএব আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি যখন নামায পড়ার সংকল্প করবে তখন তোমার উয় উত্তমরূপে করো, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, অতঃপর কুরআন পড়ো, অতঃপর রুকু করো এবং শান্তভাবে রুকুতে থাকো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতঃপর সিজদা করো এবং শান্তশিষ্টভাবে সিজদারত থাকো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসো, পুনরায় সিজদা করো এবং শান্তশিষ্টভাবে সিজদারত থাকো, অতঃপর সিজদা থেকে ওঠো। এভাবে তোমার পুরা নামা আদায় করো।

১৩১৫- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ بْنُ رَافِعٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمِّ لَهُ بِذَرِيٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِي صَلَاتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلَّمْنِي قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْمَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ وَاكْعَأْ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَإِذَا أَتَمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ .

১৩১৫। আলী ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে খাল্লাদ ইবনে রাফে ইবনে মালেক আল-আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার এক চাচার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়লো, অতঃপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামায পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে তাকে বলেন : ফিরে যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়লো, অতঃপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের জবাব দেয়ার পর তাকে বলেন : ফিরে যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। শেষে তৃতীয় বা চতুর্থবার সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন! আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি (বা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি) এবং আমার আগ্রহ আছে। আমাকে দেখিয়ে দিন এবং শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি যখন নামায পড়তে চাইবে তখন তোমার উয়ু উত্তমরূপে করো, অতঃপর কিবলামুখী হও এবং তাকবীর (তাহরীমা) বলো, অতঃপর কিরাআত (সূরা ফাতিহা ও তৎসঙ্গে অন্য সূরা) পড়ো, অতঃপর রুকু করো এবং শান্তভাবে রুকুতে অবস্থান করো, অতঃপর একেবারে সোজা দাঁড়াও, অতঃপর সিজদা করো এবং শান্তভাবে সিজদায় অবস্থান করো, অতঃপর উঠে শান্তভাবে বসো, পুনরায় সিজদা করো এবং শান্তভাবে সিজদায় অবস্থান করো, অতঃপর সিজদা থেকে ওঠো। তুমি যদি তোমার নামায এভাবে সমাপ্ত করতে পারো তবে তোমার নামায পূর্ণাঙ্গ করলে। আর নামায পড়তে তুমি কোনরূপ ঘাটতি করলে তুমি তোমার নামাযেই ঘাটতি করলে।

১৩১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعْدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهْوَرَهُ فَيَبْعُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَهُهُ

مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَّانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا .

১৩১৬। সা'দ ইবনে হিশাম (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা (রাতে) তাঁর জন্য তাঁর মেসওয়াক ও উযুর পানি জোগাড় করে রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন রাতের বেলা তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি মেসওয়াক করে উযু করতেন, অতঃপর আট রাক'আত নামায পড়তেন। তিনি তাতে অষ্টম রাক'আত ব্যতীত (অন্য কোন রাক'আতে) বসতেন না। অতএব তিনি বসে আল্লাহর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন, অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।

بَابُ السَّلَامِ

৬৮-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানো।

১৩১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

১৩১৭। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

১৩১৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ نَجِيعٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

১৩১৮। সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতে দেখতাম, এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। আবু আবদুর রহমান (র)

বলেন, এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। আর আলী ইবনুল মদীনীর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে নাজীহ হাদীস শাফ্রে অগ্রহণযোগ্য রাবী।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ

৬৯-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর সময় দুই হাত রাখার স্থান।

১৩১৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مِسْعَرُ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَُا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدُهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১৩১৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, “আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম”। (অধস্তন রাবী) মিসওয়্যার (র) তার হাতের ইশারায় তার ডানে ও বামে ইশারা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এদের কি হলো যে, তারা নিজেদের হাত ছুড়ে মারে দুই ঘোড়ার লেজের মতো? তার হাত তার উরুর উপর রেখে তার ডানে ও বামে তার ভাইকে সালাম জানানো তার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الْيَمِينِ

৭০-অনুচ্ছেদ : ডানদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে।

১৩২০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَقْعَلَانِ ذَلِكَ .

১৩২০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবার ঝুঁকতে, উঠতে, দাঁড়াতে ও বসতে আল্লাহ আকবার বলতেন এবং ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলে তাঁর ডানে ও বামে

এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গণ্ডদেশের শূভতা দেখা যেতো। আমি আবু বাকুর ও উমার (রা)-কেও তদ্রূপ করতে দেখেছি।

১৩২১- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩২১। ওয়াসে ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি যখনই ঝুঁকতেন ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন এবং যখনই উঠতেন ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন, অতঃপর তাঁর ডানে (মুখ ঘুরিয়ে) বলতেন : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ এবং তাঁর বামেও বলতেন : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’।

بَابُ كَيْفَ السَّلَامِ عَلَى الشَّمَالِ

৭১-অনুচ্ছেদ : বামদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে।

১৩২২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ قَالَ يَعْنِي وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩২২। ওয়াছে ইবনে হাব্বান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করুন যে, তা কেমন ছিল। রাবী বলেন, তিনি তাকবীরের বর্ণনা দিলেন এবং তাঁর ডানদিকে আসসালামু আলাইকুম এবং তাঁর বামদিকে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরানোর বর্ণনাও দিলেন।

১৩২৩- أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ عَنْ ابْنِ دَاوُدَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ

عَلَيْهِ قَالَ كَانَتْ أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ
يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

১৩২৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে বলেন, তাঁর ডানদিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ এবং তাঁর বামদিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানোর সময় আমি যেন তাঁর গণ্ডদেশের শুভতা দেখতে পাচ্ছি।

১৩২৪- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ
بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ .

১৩২৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে তাঁর ডানদিকে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গণ্ডদেশের শুভতা দেখা যেতো এবং তাঁর বামদিকে সালাম ফিরাতেও তাঁর গণ্ডদেশের শুভতা দেখা যেতো।

১৩২৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ
وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى
بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَهُنَا وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَهُنَا .

১৩২৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাতেন ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’, এমনকি এখান থেকে ও এখান থেকে তাঁর গণ্ডদেশ প্রতিভাত হতো।

১৩২৬- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي
الْأَخْوَصِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ
يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْيَمِينِ وَعَنْ يَسَارِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে সালাম ফিরাতেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, এমনকি তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বামদিকে সালাম ফিরাতেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, এমনকি তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

بَابُ السَّلَامِ بِالْيَدَيْنِ

৭২-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরাতে দুই হাতে ইশারা করা।

১৩২৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ قُرَاتِ الْقَرَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَتَنَظَرِ الْبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالَكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفَتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يَوْمِئِذٍ بِيَدِهِ.

১৩২৭। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। আমরা যখন সালাম ফিরাতাম তখন আমাদের হাতের ইশারা করে বলতাম, আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : তোমাদের কি হলো যে, তোমরা নিজেদের হাত দ্বারা ইশারা করো, যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। তোমাদের কেউ যখন সালাম ফিরাবে তখন সে যেন নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্তী লোকের প্রতি তাকায় এবং নিজের হাত দ্বারা ইশারা না করে।

تَسْلِيمُ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ

৭৩-অনুচ্ছেদ : ইমাম সালাম ফিরালে তখন মোক্তাদীও সালাম ফিরাবে।

১৩২৮- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلِّيَ بِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّ السُّيُوفَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَدَا عَلِيٌّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَادْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاشْرَتْ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحْبَبْتُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

১৩২৮। ইতবান ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আমার সম্প্রদায় বনু সালেমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মসজিদের মাঝখানে প্লাবন প্রতিবন্ধক হয়। অতএব আমি আশা করি যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায পড়ুন এবং আমি সেটিকে নামাযের স্থান বানিয়ে নিবো। নবী ﷺ বলেন : ইনশাআল্লাহ আমি তাই করবো। সকালে বেশ বেলা হলে নবী ﷺ আমার এখানে এলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবু বাক্র (রা)। নবী ﷺ প্রবেশানুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই বলেন : তোমার ঘরের কোথায় আমার নামায পড়া ছুটি পছন্দ করো? আমি যেখানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করি সেই স্থানের দিকে তাঁকে ইশারা করলাম। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলাম। নামাযশেষে তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরাও তাঁর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সালাম ফিরলাম।

بَابُ السَّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الصَّلَاةِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : নামায শেষ করার পর সিজদা করা।

১৩২৯- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَ رُكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدَرُ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ مُخْتَصَرٌ .

১৩২৯। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে (রাতে) এগারো রাকআত নামায পড়তেন, এক রাকআত বেতের পড়তেন এবং এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা তোলার পূর্বে তোমাদের যে কেউ

পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারতো।^{১০} কতক রাবীর বর্ণনায় কতক রাবীর তুলনায় হাদীসটিতে অধিক বক্তব্য আছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ سَجْدَتِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلامِ

৭৫-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানো ও কথাবার্তা বলার পড় দু'টি সাহ্ সিজদা করা।

১৩৩০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ .

১৩৩০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাম ফিরালেন, অতঃপর কথাবার্তা বললেন, অতঃপর দু'টি সাহ্ সিজদা করলেন।^{১১}

بَابُ السَّلَامِ بَعْدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : দু'টি সাহ্ সিজদা করার পর সালাম ফিরানো।

১৩৩১- أَخْبَرَنَا سُؤدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمُضٌ بْنُ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ .

১৩৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে অবস্থায় দু'টি সাহ্ সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

১৩৩২- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا

১০. “এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন” কথার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) নবী ﷺ তাঁর নামায় শেষ করে একটি দীর্ঘ সিজদা করতেন। ইমাম নাসাঈ (র)-এর মতে এটাই হাদীসের অর্থ। (দুই) তিনি তাঁর রাতের নফল নামাযের প্রতিটি সিজদায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত (অনুবাদক)।

১১. হাদীসে সাহ্ সিজদা করার যে বহুবিধ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে এটিও তার অন্তর্ভুক্ত একটি নিয়ম (অনুবাদক)।

ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخَرَبَاتُ إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৩৩২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তিন রাক্‌আত নামায পড়ার পর সালাম ফিরালেন। খিরবাক (রা) বলেন, নিশ্চয় আপনি তিন রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অতএব তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক্‌আতটি পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সাহ্ সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

جَلْسَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ

৭৭-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর উঠে যাওয়ার পূর্বে ইমামের ক্ষণিক বসে থাকা।

১৩৩৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكَعَتَهُ وَاعْتَدَالَهُ بَعْدَ الرُّكْعَةِ فَسَجَدْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১৩৩৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায পড়া পর্যবেক্ষণ করলাম। আমি তাঁর কিয়াম, তাঁর রুকু, রুকুর পর তাঁর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদা, দুই সিজদার মাঝখানে তাঁর বৈঠক, পুনরায় তাঁর সিজদা এবং সালাম ফিরানোর পর তাঁর উঠে চলে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের উপবেসন ইত্যাদির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান লক্ষ্য করলাম।

১৩৩৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرْتَنِي هُنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفَرَّاسِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَتَبَتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

১৩৩৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মহিলারা সালাম ফিরানোর পর উঠে চলে যেতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নামায আদায়কারী পুরুষগণ যতোক্ষণ আল্লাহর মর্জি হতো বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে যেতেন তখন পুরুষরাও উঠে যেতো।

بَابُ الْأَنْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৭৮-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর উঠে চলে যাওয়া।

১৩৩৫- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ .

১৩৩৫। জাবের ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষ করেই উঠে চলে গেলেন।

التَّكْبِيرُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَمَامِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা।

১৩৩৬- أَخْبَرَنَا بَشَرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ .

১৩৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাকবীর ধ্বনি শ্রবণের মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম।

بَابُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

৮০-অনুচ্ছেদ : নামাযের সালাম ফিরানোর পর সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠের নির্দেশ।

১৩৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ .

১৩৩৭। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৮১-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ক্ষমা প্রার্থনা করা ।

১৩৩৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

১৩৩৮। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায় শেষ করার পর তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ পড়তেন এবং বলতেন : “আল্লাহুমা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়ায়াল-ইকরাম” (হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিদাতা এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমান্বিত ও মহিমায়ম! তুমি প্রাচুর্যের অধিকারী)।

الذِّكْرُ بَعْدَ الْاِسْتِغْفَارِ

৮২-অনুচ্ছেদ : ক্ষমা প্রার্থনার পর দোয়া পড়া ।

১৩৩৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

১৩৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর বলতেন : “আল্লাহুমা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম। তাবারাকতা ইয়া যালযালালি ওয়ায়াল-ইকরাম”।

بَابُ التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৮৩-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়া ।

১৩৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ

يَحْدُثُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

১৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। কল্যাণ লাভের বা ক্ষতিরোধের আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নাই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসার মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা তাঁরই একনিষ্ঠ আনুগত্যকারী, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে”।

عَدَدُ التَّهْلِيلِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৮৪-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও দোয়ার পরিমাণ।

১৩৪১- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهْلَلُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْلَلُ بِهِنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ .

১৩৪১। আবুয যুবাইর (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) নামাযের পর তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়তেন। তিনি বলতেন, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা একান্তই তাঁর ইবাদত করি এবং যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্যকারী, কাফেরদের যতোই অপছন্দ হোক”। অতঃপর ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর উক্ত দোয়া দ্বারা তাহলীল পড়তেন।

نُوعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ৪ নামাযের পর পড়ার আরেকটি দোয়া ।

১৩৪২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ كِلَاهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৪২। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-কে লিখে পাঠান, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন এমন কিছু সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে বলতেন : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে তা দান করার মতো কেউ নাই। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারে না”।

১৩৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيْبِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৪৩। ওয়াররাদ (র) বলেন, মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে তা দান করার মতো কেউ নাই। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারে না”।

كَمْ مَرَّةً يَقُولُ ذَلِكَ

৮৬-অনুচ্ছেদ : পূর্বোক্ত দোয়া কতোবার পড়বে?

১৩৪৪- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَذَكَرَ آخَرُ ح وَآخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ كُتِبَ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১৩৪৪। মুগীরা (রা)-র সচিব ওয়ারাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে আপনার শ্রুত একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান। অতএব মুগীরা (রা) তাকে লিখে পাঠান, নিশ্চয় আমি তাকে নামাযশেষে তিনবার বলতে শুনেছি : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল”।

نَوْعُ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৮৭-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া।

১৩৪৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِينَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَائِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرٍ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

১৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মজলিসে বসলে অথবা নামায পড়লে পর কিছু কথা উচ্চারণ করতেন। আয়েশা (রা) তাঁর সেই কথাগুলো সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি যদি উত্তম কথা বলে থাকেন তবে তিনি কিয়ামত

পর্যন্ত তার উপর অবিচল থাকেন। আর যদি তিনি ভিন্নরূপ কথা বলে থাকেন তবে সেগুলোর কাফফারাস্বরূপ গণ্য হবে : “সুবহানাকা আল্লাহ্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুব্ব ইলাইকা” (হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার সমীপে তওবা করি)।

نَوْعُ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৮৮-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া।

১৩৪৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَقَالَتْ بَلَى إِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالْثَوْبَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَتْ فَمَا صَلَّيْتُ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِزَّنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

১৩৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক ইহুদী নারী আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, পেশাব থেকে (পবিত্র না হলে) কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছে। সে বললো, অবশ্যই তা দেহের চামড়ায় বা পরিধেয় বস্ত্রে লেগে গেলে ততোটুকু আমরা কেটে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে চলে গেলেন, এদিকে আমাদের কথা কাটাকাটির শব্দ তুলে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন : একি? তখন আমি তার কথা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সেদিনের পর থেকে তিনি যে নামায পড়েছেন তার পরে তিনি বলেছেন : “রব্বের জিবরাঈল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইসরাফীল! আইযনী মিন হাররিন নার ওয়া আযাবিল কাবর” (জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমাকে দোষখের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন)।

نَوْعُ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

৮৯-অনুচ্ছেদ : নামাযশেষে পড়ার আরেক রকম দোয়া।

১৩৪৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ

أَنْ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَةِ أَنْ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ .

১৩৪৭। মারওয়ান থেকে বর্ণিত। কাব (র) তার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করেন যিনি মুসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই যে, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) তাঁর নামায় শেষ করে বলতেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে সংশোধন করে দাও যাকে তুমি আমার রক্ষাকবচ বানিয়েছো এবং আমার পার্থিব জীবনকেও সংশোধন করে দাও যাকে তুমি আমার জীবন-জীবিকার উপায় বানিয়েছো। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই, তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে পানাহ চাই এবং তোমার আশ্রয় চাই তোমার (ক্রোধ) থেকে। তোমার দানকে প্রতিরোধকারী কেউ নাই, তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে কেউ দিতে পারে না এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য কাউকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না”। রাবী বলেন, কাব (র) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সুহাইব (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নামায় থেকে অবসর হয়ে ঐ দোয়াটি পড়তেন।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ

৯০-অনুচ্ছেদ : নামায় পড়ার পর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১৩৪৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَبِي أَيْ بُنَى عَمِّنْ أَخَذْتَ هَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ .

১৩৪৮। মুসলিম ইবনে আবু বাক্র (র) বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক নামায়ের পর বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অবাধ্যচার, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব থেকে”। আমিও উক্ত দোয়া পড়তাম। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন, হে আমার পুত্র!

কার নিকট থেকে তুমি তা গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, আপনার থেকে। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে ঐ দোয়া পড়তেন।

عَدَدُ التَّسْبِيحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৯১-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর কতোবার তাসবীহ পড়বে?

১৩৬৭- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ اللَّهُ أَحَدَكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحْمَدُ عَشْرًا وَتُكَبَّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَآلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبَّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهِيَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَآلْفٌ فِي الْمِيزَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسِ مِائَةٍ سِتِّينَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا أَوْ يَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيمُهُ .

১৩৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি বৈশিষ্ট্য কোন মুসলমান ধারণ করতে পারলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সেই দু'টি সহজ কিন্তু তার চর্চাকারীর সংখ্যা কম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তোমাদের কেউ সুবহানাল্লাহ দশবার, আলহামদু লিল্লাহ দশবার এবং আদ্লাহ আকবার দশবার পড়বে। এগুলোর সংখ্যা উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশ এবং (আখেরাতের) তুলাদও এক হাজার পাঁচ শত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর হাতে এগুলো গণনা করতে দেখেছি। তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণকালে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আদ্লাহ আকবার বললে তা উচ্চারণে এক শত সংখ্যক এবং তুলাদও এক হাজার সংখ্যক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে কে দিন ও রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করে? বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উপরোক্ত দুইটি বৈশিষ্ট্য অভ্যস্ত হওয়া কি কঠিন? তিনি বলেন : তোমাদের কেউ নামাযরত থাকাকালে শয়তান তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, এটা স্মরণ করো ওটা স্মরণ

করো। অথবা সে তার ঘুমের সময় উপস্থিত হয়ে তাকে ঘুম পারিয়ে দেয় (এবং ঐ বাক্যগুলো উচ্চারণের সুযোগ দেয় না)।

نُوعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

৯২-অনুচ্ছেদ : তাসবীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

১৩৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَصْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْقَبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ .

১৩৫০। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নামাযের পর বলার মতো কয়েকটি বাক্য আছে, সেগুলো উচ্চারণকারী নিরাশ হয় না। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার বলবে।

نُوعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

৯৩-অনুচ্ছেদ : তাবসীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

১৩৫১- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِرَازٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ أَدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمَرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَآتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ .

১৩৫১। য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার বলার জন্য সাহাবাগণ আদিষ্ট

হলেন। স্বপ্নে এক আনসার সাহাবীর নিকট কেউ উপস্থিত হয়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনারা প্রতি ওয়াস্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আগন্তুক বললো, প্রতিটি বাক্য পঁচিশবার করে পড়ুন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-কেও তার অন্তর্ভুক্ত করুন। ভোর হলে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ আচ্ছা, তাই করো।

১৩৫২- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمَ قِيلَ لَهُ بَأَى شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ قَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلَّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ .

১৩৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন দেখে তদ্রূপ এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো। তাকে বলা হলো, আপনাদের নবী ﷺ আপনাদের কি কোন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলি, তাতে এক শতবার হবে। সে বললো, পঁচিশবার সুবহানাল্লাহ, পঁচিশবার আলহামদু লিল্লাহ, পঁচিশবার আল্লাহু আকবার এবং পঁচিশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তাতে এক শতবার হবে। ভোর হলে তিনি এটি নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আনসারী যেক্রপ বলেছে তোমরা তদ্রূপ করো।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

৯৪-অনুবাদ : তাসবীহ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

১৩৫৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ

بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِينًا
مَنْ نَصَفَ النَّهَارَ فَقَالَ لَهَا مَا زِلْتَ عَلَى حَالِكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ بِعَنَى
كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ
نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

১৩৫৩। জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে দোয়ায় মশগুল
থাকা অবস্থায় নবী ﷺ তার নিকট দিয়ে চলে গেলেন। পুনরায় তিনি প্রায় দ্বিপ্রহরে
তার নিকট দিয়ে ফিরে যেতে তাকে বলেন : সেই তখন থেকে কি তুমি এই অবস্থায়
আছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : আমি কি তোমার বলার জন্য তোমাকে কয়েকটি
বাক্য শিখিয়ে দিবো না—‘সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি’ তিনবার, ‘সুবহানাল্লাহি রিদা
নাফসিহি’ তিনবার, ‘সুবহানাল্লাহি মিনাতা আরশিহি’ তিনবার এবং ‘সুবহানাল্লাহি মিদাদা
কালিমাতিহি’ তিনবার।

نوع آخر

৯৫-অনুচ্ছেদ : আরেক রকমের দোয়া।

১৩৫৪- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ
عِكْرَمَةَ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ
يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَيَعْتِقُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا
وَوَثْنَيْنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَوَثْنَيْنِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَوَثْنَيْنِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرًا
فَإِنَّكُمْ تَذَرِكُونَ بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ .

১৩৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দরিদ্র লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে
বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদশালী লোকজন নামায পড়ে, যেমন আমরা নামায পড়ি এবং
তারা রোযা রাখে, যেমন আমরা রোযা রাখি। কিন্তু তাদের ধন-সম্পত্তি আছে, তা থেকে
তারা দান-খয়রাত করে এবং দাসত্বমুক্ত করে। নবী ﷺ বলেন : তোমরা যখন নামায

পড়ো তখন বলো : ‘সুবহানাল্লাহ’ তেত্রিশবার, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ তেত্রিশবার, ‘আল্লাহ আকবার’ তেত্রিশবার এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দশবার। তাতে তোমরা তোমাদের অশুভাঙ্গীদের নাগাল পাবে এবং তোমাদের পরের লোকজনের অশুভবর্তী হয়ে যাবে।

نُوعٌ آخَرُ

৯৬-অনুচ্ছেদ : আরেক প্রকার দোয়া।

১৩৫৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي عُلْفَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ.

১৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এক শতবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তা সমুদ্রের ফেনারামির অনুরূপ পরিমাণ হলেও।

بَابُ عَقْدِ التَّسْبِيحِ

৯৭-অনুচ্ছেদ : তাসবীহ গণনা করা।

১৩৫৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.

১৩৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণনা করে তাসবীহ পড়তে দেখেছি।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৯৮-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর কপাল মোছা বর্জন করা।

১৩৫৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الذِّي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ

حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرِينَ وَيَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ أَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعِشْرَ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعِشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسَيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعِشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وَتَرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُطَرْنَا لَيْلَةَ أَحَدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلًى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ .

১৩৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রমযান) মাসের মধ্যম দশকে ই‘তিকাফ করতেন। বিশতম রাত শেষ হলে এবং একুশতম তারিখ এলে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন এবং তাঁর সাথে ই‘তিকাফকারীরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। পরে তিনি এক (রমযান) মাসে ই‘তিকাফ করার পর (ঘরে) ফিরে আসার রাতে (ঘরে ফিরে না এসে) লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তাদেরকে আত্মাহুঁর মর্জি যা নির্দেশ দেয়ার দিলেন, অতঃপর বললেন : আমি এই দশকে ই‘তিকাফ করে আসছিলাম। কিন্তু পরবর্তী দশকে ই‘তিকাফ করা আমার কাছে উত্তম প্রতিভাত হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে ই‘তিকাফ করতে চায় সে যেন তার ই‘তিকাফের স্থানে থেকে যায়। আমি এই (কদরের) রাতটি দেখেছিলাম, কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোর রাতগুলোতে তা আনুসন্ধান করো। আমি নিজেই (সেই রাতে) পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, একুশতম রাতে আমাদের এখানে বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে যেখানে নামায পড়তেন সেখানেও পানি পড়েছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের নামাযশেষে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর কাপল পানি ও কাদায় ভিজা দেখেছি।

بَابُ قُعُودِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَاةٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৯৯-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইমামের জায়নামাযে বসে থাকা।

১৩৫৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَاةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

১৩৫৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকতেন।

১৩৫৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتُ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَشَدُّونَ الشَّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ .

১৩৫৯। সিমাক ইবনে হারব (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকতেন এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে কথাবর্তা বলতেন। তারা জাহিলী যুগের ঘটনাবলী আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, হাসতেন এবং তিনিও মুচকি হাসতেন।

بَابُ الْأَنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

১০০-অনুচ্ছেদ : নামায শেষ করে কিরে বসা।

১৩৬০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ أَنْصَرَفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أَمَا أَنَا فَاكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

১৩৬০। আস-সুদী (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি নামায পড়ে কিভাবে ঘুরে বসবো, আমার ডানে না বামে? তিনি বলেন, আমি তো অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডানদিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

১৩৬১- أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ أَنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩৬১। আল-আসওয়াদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট না করে (অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাধ্যতামূলক না করে)। যেমন নামাযশেষে ডানদিকে ঘুরে বসা জরুরী মনে করা। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তঁার নামাযশেষে) বেশিরভাগ তঁার বামদিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

১৩৬২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَّعِلًا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১৩৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় পানি পান করতে, জুতা পরে ও খালি পায়ে নামায পড়তে এবং (নামাযশেষে) তঁার ডানে বা বাঁয়ে ঘুরে বসতে দেখেছি।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَنْصَرِفُ فِيهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلَاةِ

১০১-অনুচ্ছেদ : নামাযশেষে মহিলাদের উঠে চলে যাওয়ার সময়।

১৩৬৩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ فَلَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَاسِ .

১৩৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়তো। তিনি সালাম ফিরানোর পর তারা নিজেদের চাদরে আবৃত অবস্থায় চলে যেতেন এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেতো না।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْأِمَامِ بِالْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

১০২-অনুচ্ছেদ : নামাযশেষে ইমামের আগে চলে যাওয়া নিষেধ।

১৩৬৪- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا

بِالْأَنْصِرَافِ فَأَنَّى أَرَأَيْتُمْ مَنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَبِيتُمْ كَثِيرًا قُلْنَا مَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ .

১৩৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন : নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা আমার আগে রুকু-সিজদায় যেও না ও ওঠো না এবং (নামাযশেষে) চলে যেও না। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার সনুখ ও পিছন দিক থেকে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি বলেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! যা আমি দেখতে পাই তোমরা যদি তা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি দেখতে পান? তিনি বলেন : আমি বেহেশত ও দোযখ দেখতে পাই।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ

১০৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং ইমামের চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে তার সওয়াব।

১৩৬৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَنْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِّنْ ثَلَاثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةً فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةَ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تَقَلَّتْنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثَلَاثٌ مِّنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى حَشِينَا أَنْ يَقُوتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ .

১৩৬৫। আবু যার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসের রোযা রাখলাম। মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে (রাতে নফল নামাযে) দাঁড়াননি। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাত দাঁড়ান

(তারাবীহ নামায পড়েন)। অতঃপর ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে দাঁড়াননি। পঞ্চম রাতে তিনি আবার আমাদের সাথে নিয়ে প্রায় অর্ধ রাত পর্যন্ত দাঁড়ান (নামায পড়েন)। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদের নিয়ে আজকের সমস্ত রাত নফল নামায পড়তেন! তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়লে এবং ইমামের চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকলে তাকে পূর্ণ রাতের নফল নামাযের সওয়াব দেয়া হয়। চতুর্থ রাতেও তিনি আমাদের সাথে নিয়ে দাঁড়াননি। যখন মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকলো তিনি তাঁর কন্যাদের ও স্ত্রীদের ডেকে পাঠান এবং লোকজনও সমবেত হলো। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে দাঁড়ালেন (নামায পড়লেন), এমনকি আমরা কল্যাণ (সাহরী গ্রহণ) থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। এ মাসে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে আর (নামাযে) দাঁড়াননি। দাউদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “ফালাহ” অর্থ কি? তিনি (ওয়ালাদ) বলেন, সাহরী।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ فِي تَخْطِي رِقَابِ النَّاسِ

১০৪-অনুচ্ছেদ : ইমামের জন্য লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি আছে।

১৩৬৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النُّوْفَلِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الْعَصْرِ شَيْئًا مِّنْ تَبَرٍّ كَانَ عِنْدَنَا فَكَّرْهُتُ أَنْ يَبَيِّنَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

১৩৬৬। উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন, আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর সাথে আসরের নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। তাঁর তাড়াহুড়ায় লোকজন অবাক হলো এবং তাঁর কতক সাহাবী তাঁর অনুগমন করলেন। তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বের হয়ে এসে বলেন : আসরের নামাযরত অবস্থায় একটি (সোনা বা রূপার) টুকরার কথা আমার মনে পড়েছে, যা আমাদের নিকট ছিল। সেটি আমাদের নিকট অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় রাত কাটানো আমি অপছন্দ করলাম। তাই আমি সেটি বন্টন (দান) করার নির্দেশ দিয়েছি।

بَابُ إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُولُ لَا

১০৫-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি নামায পড়েছো, সে কি বলবে, না?

১৩৬৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أَصْلَى حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَتَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১৩৬৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার ইবনুল খাতাব (রা) কুরাইশ কাফেরদের গালিগালাজ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নামায পড়ার সুযোগ পেলাম না, এমনকি সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর শপথ! আমিও আসরের নামায পড়িনি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'বুতহান' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দিলাম। তিনি নামাযের জন্য উয়ু করলেন এবং আমরাও নামাযের উয়ু করলাম। তিনি সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর মগরিবের নামায পড়লেন।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ (জুমুআর নামায)

اِجَابُ الْجُمُعَةِ

১-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামায ওয়াজিব (ফরয) ।

১৩৬৮ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّائِقُونَ بَيْنَهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُنَا وَأَوْثِقْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْتَأَسُّ لَنَا فِيهِ تَبِعَ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ .

১৩৬৮ । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা (পৃথিবীতে) শেষে আগমনকারী এবং আখেরাতে সর্বপ্রথম উম্মত । (ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে মর্যাদার বিচারে) শুধু এতোটুকু যে, তাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের পরে তা দেয়া হয়েছে । এটি (শুক্রবার) সেই দিন, মহামহিম আল্লাহ যেদিনের ইবাদত তাদের উপর ফরয করেছিলেন । কিন্তু তারা তাতে বিরোধে লিপ্ত হয় । অতএব মহামহিম আল্লাহ এই দিনের অর্থাৎ জুমুআর দিনের ব্যাপারে আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন । তাই লোকজন এই দিনের ব্যাপারে আমাদের পশ্চাৎগামী । ইহুদীরা পরবর্তী দিন (শনিবার) এবং খৃষ্টানরা তার পরের দিন (রবিবার) ।

১৩৬৯- أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَضَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَحْنُ الْأُخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلْقِ .

১৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) ও হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ জুমুআর ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পথভ্রষ্ট করেছেন। তাই ইহুদীরা শনিবার এবং খৃষ্টানরা রবিবার নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেন এবং আমাদেরকে জুমুআর দিন বলে দেন। অতএব প্রথমে জুমুআর দিন, অতঃপর শনিবার, অতঃপর রবিবার। তাতে কিয়ামতের দিন ইহুদী-খৃষ্টানরা আমাদের অনুগামী হয়ে গেলো। দুনিয়াতে আমরা সর্বশেষ উম্মত এবং আখেরাতে সর্বপ্রথম উম্মত। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকুলের আগে আমাদের বিচার মীমাংসা হবে।

১৩৬৯(১)- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةِ جُمِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ جُمُعَةٌ بِجَوَاثَا بِالْبَحْرَيْنِ قَرِيبَةَ لِعَبْدِ الْقَيْسِ .

১৩৬৯(১)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে জুমুআর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (মক্কা-মদীনার বাইরে) সর্বপ্রথম বাহরাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের 'জাওয়াসা' নামক গ্রামে তা অনুষ্ঠিত হয়।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

২-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামায ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারি।

১৩৭০- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ .

১৩৭০। আবুল জা'দ আদ-দমরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। নবী ﷺ বলেন : যে লোক অলসতা বা অবহেলা করে পরপর তিন জুমুআ ত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তর সীলমোহর করে দেন।

১৩৭১। (১) - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

১৩৭০(১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি নিশ্চয়োজনে পরপর তিন জুমুআর নামায ত্যাগ করলে আল্লাহ তার কলবে সীলমোহর মেরে দেন।

১৩৭১ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا آدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَيْنَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ .

১৩৭১। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মিন্বারের কাঠের উপর থেকে বলেন : লোকজনের জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথা আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দিবেন এবং ফলে তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

১৩৭২ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفْضَلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَمِلٍ .

১৩৭২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামাযে যাওয়া ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ

৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআর নামায ত্যাগ করলে তার কাফ্যারা (ক্ষতিপূরণ) ।

১৩৭৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفِ دِينَارٍ .

১৩৭৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি সংগত ওজর ব্যতীত জুমুআর নামায ত্যাগ করলে সে যেন এক দীনার দান-খয়রাত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে যেন অন্তত অর্ধ দীনার দান করে।

بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৪-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনের ফযীলাত প্রসঙ্গ।

১৩৭৪- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا .

১৩৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিন তাঁকে তা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

إِكْتِبَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন নবী ﷺ-এর প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরুদ পাঠ করা।

১৩৭৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَّوْكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَّوْنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَى

يَقُولُونَ قَدْ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

১৩৭৫। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, এই দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এই দিন লোকজন বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা আমার প্রতি পর্যাণ্ড পরিমাণ দুরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হয় অথচ আপনি (কবরে) বিলীন হয়ে যাবেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ নবীগণের দেহ মাটির জন্য ভক্ষণ হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন।

بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন মেসওয়াক করার নির্দেশ।

১৩৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ
سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبَكْرَ بْنَ الْأَشَجِّ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو
بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسَّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ
عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ بُكِّرَ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ .

১৩৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমুআর দিন প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের জন্য গোসল করা ও মেসওয়াক করা অবশ্য কর্তব্য, সম্ভব হলে খোশবুও ব্যবহার করবে, এমনকি নারীদের খোশবু থেকে হলেও।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৭-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন গোসল করার নির্দেশ।

১৩৭৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

১৩৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযে আসলে যেন গোসল করে আসে।

بَابُ إِجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৮-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

১৩৭৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১৩৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

১৩৭৯- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

১৩৭৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতি সপ্তাহে একদিন গোসল করা প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির জন্য জরুরী। সেটি হলো জুমুআর দিন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৯-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন গোসল না করারও অনুমতি আছে।

১৩৮০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسْخٌ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرُّوحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَوَّلًا تَغْتَسِلُونَ .

১৩৮০। আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা আয়েশা (রা)-র নিকট জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, লোকজন (মদীনার) উচ্চভূমিতে বসবাস করতো এবং তারা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় জুমুআর নামায পড়তে আসতো। বাতাস প্রবাহিত হলে তাদের (দেহের) গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো এবং তাতে লোকজনের কষ্ট হতো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : তোমরা গোসল করো না কেন?

১৩৮১- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৩৮১। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর কেউ গোসল করলে গোসল অধিক উত্তম। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাসান (র) সামুরা (রা)-র সংকলন থেকে হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। অন্যথা তিনি সামুরা (রা)-র নিকট আকীকা সম্পর্কিত হাদীসটিই শুনেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

فَضْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

১০-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন গোসল করার ফযীলাত।

১৩৮২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَّرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صَيَّامُهَا وَقِيَّامُهَا .

১৩৮২। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি গোসল করলো ও গোসল করলো এবং সকাল সকাল (মসজিদে) গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হলো এবং অনর্থক কিছু করেনি, তার জন্য রয়েছে তার প্রতি পদে এক বছর রোযা রাখা ও (রাতে) ইবাদত করার সওয়াব।

بَابُ الْهَيَاةِ لِلْجُمُعَةِ

১১-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনের পোশাক।

১৩৮৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي

الْآخِرَةَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهَا فَأَعْطَى عُمَرُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

১৩৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি চাদর দেখলেন (বাজারে)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি এটি কিনতেন তবে তা জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট প্রতিনিধি দলের আগমনে পরতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বারজা বলেন : যার আখেরাতে কোন অংশ প্রাপ্য নেই কেবল সে-ই তা পরতে পারে। পরে রাসূলুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বারজা-এর নিকট অনুরূপ চাদর এলে তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি চাদর দেন। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটি আমাকে পরতে দিয়েছেন, অথচ আপনি একটি রেশমী চাদর সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। রাসূলুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বারজা বলেন : এটি আমি তোমাকে পরতে দেইনি। অতএব উমার (রা) মক্কায় তার এক মুশরিক ভাইকে তা পরতে দেন।

১৩৮৪- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُكَدِّرِ أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسُّوَّاکَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ .

১৩৮৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বারজা বলেন : জুমুআর দিন প্রত্যেক মুসলমানের যথাসাধ্য গোসল করা, মেসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো উচিত।

فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

১২-অনুচ্ছেদ : পদব্রজে জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত।

১৩৮৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ابْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَشْعَثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ .

১৩৮৫। আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করলো, গোসল করালো এবং যানবাহনে না গিয়ে সকাল সকাল পদব্রজে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসলো, নীরবতা অবলম্বন করলো এবং নিরর্থক কিছু করা থেকে বিরত থাকলো, তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের (সৎকাজের) পুণ্য রয়েছে।

بَابُ التَّبَكُّيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : সকাল সকাল জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত।

১৩৮৬- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْأَمَامُ طَوَّتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُهْجَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدَى بِدَنَّةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدَى بِقَرَّةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدَى شَاءَ ثُمَّ كَالْمُهْدَى بِطَّةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدَى دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدَى بَيِضَةً .

১৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমুআর দিন হলে ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসেন এবং যারা জুমুআর নামাযে আসে তাদের নাম লিখেন। ইমাম (খুতবা দিতে) বের হলে ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ দস্তাবেজ গুলিয়ে ফেলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জুমুআর নামাযে আসে সে একটি উট কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি গরু কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি বকরী কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি হাঁস দানকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি মুরগী দানকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর সমতুল্য।

১৩৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ فَلَاوَلَّ فَإِذَا خَرَجَ الْأَمَامُ طَوَّتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمْعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهْجَرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدَى بِدَنَّةٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدَى بِقَرَّةٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدَى كَبْشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيِضَةَ .

১৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : জুমুআর দিন হলে মসজিদের প্রতিটি দরজায় একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত হন। তারা একের পর এক আগমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম বের হয়ে এলে লিপিবদ্ধ দস্তাবেজ গুলি নিয়ে রাখা হয় এবং তারা মনোযোগ সহকারে খোঁতবা শোনেন। অতএব জুমুআর নামাযে সর্বপ্রথম আগমনকারী একটি উট কোরবানীকারীর সমতুল্য। তারপর আগমনকারী একটি গরু কোরবানীকারীর সমতুল্য। তারপর আগমনকারী একটি বকরী কোরবানীকারীর সমতুল্য। শেষে তিনি মুরগী ও ডিমেরও উল্লেখ করেছেন।

১৩৮৮- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَرَجُلٍ قَدَّمَ عَصْفُورًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً .

১৩৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসে লোকজনের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের তালিকাভুক্ত করেন। মসজিদে আগমনের দিক থেকে কেউ কোরবানীর জন্য একটি উট প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি গরু কোরবানীর জন্য প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি বকরী কোরবানীর জন্য প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি মুরগী প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি চড়ুই পাখি প্রেরণকারীর সমতুল্য এবং কেউ একটি ডিম প্রেরণকারীর সমতুল্য।

وَقْتُ الْجُمُعَةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত।

১৩৮৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

১৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন নাপাকির গোসল করলো, অতঃপর (দুপুর হতেই নামাযে) চলে গেলো, সে যেন একটি উট কোরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি গরু কোরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি তৃতীয় ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি ছাগল কোরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ ক্রমিকে গেলো সে যেন একটি মুরগী দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি ডিম দান করলো। অতএব ইমাম যখন খোতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশতাগণ তা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

১৩৯০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْجَلَّاحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১৩৯০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমুআর দিনটি বারো ঘণ্টার। ঐ সময় কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন। অতএব তোমরা সেই সময়টি আসরের নামাযের পর অনুসন্ধান করো।

১৩৯১- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجِعْ فَنَرِيحُ نَوَاضِحَنَا قُلْتُ آيَةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ .

১৩৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা ফিরে এসে আমাদের উটগুলোকে বিশ্রাম দিতাম। আমি (মুহাম্মাদ বাকের) জিজ্ঞেস করলাম, কোন সময়টিতে? তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর।

১৩৯২- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَيَّاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجِعْ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ فَيُيْ سِتْظَلُّ بِهِ .

১৩৯২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম, অতঃপর ফিরে আসতাম এবং তখনও দেয়ালের ছায়া পড়তো না যার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায়।

بَابُ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

১৫-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের আযান।

১৩৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلَ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَنَ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

১৩৯৩। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ও উমার (রা)-র যুগে ইমাম মিম্বারের উপর বসতেই জুমুআর প্রথম আযান দেয়া হতো। যখন উসমান (রা)-র খেলাফতকাল শুরু হলো এবং লোকসংখ্যা বেড়ে গেলো তখন উসমান (রা) জুমুআর নামাযের তৃতীয় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। অতএব আয-যাওরা নামক স্থানে ঐ আযান দেয়া হতো এবং তা সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১৩৯৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينَ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ .

১৩৯৪। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, মদীনার জনসংখ্যা বেড়ে গেলে উসমান (রা) তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় জুমুআর নামাযের আযান একবারের অধিক ছিলো না, তাও যখন ইমাম মিম্বারে বসতেন।

১৩৯৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১৩৯৫। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিম্বারে বসতেন তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন। তিনি (মিম্বার থেকে) নামলে বিলাল (রা) ইকামত দিতেন। আবু বাকর ও উমার (রা)-র যমানায়ও অনুরূপ নিয়ম ছিল।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ

১৬-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন ইমাম খোতবা দিতে বের হওয়ার পর কেউ এসে উপস্থিত হলে সে সূনাত নামায পড়বে কিনা।

১৩৯৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيَصِلْ رَكَعَتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৩৯৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম খোতবা দিতে বের হওয়ার পর তোমাদের কেউ এসে উপস্থিত হলে সে যেন দুই রাকআত নামায পড়ে। শো'বা (র)-এর বর্ণনায় 'জুমুআর দিন' কথাটুকুও উক্ত আছে।

مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ : ইমামের খোতবা দেয়ার স্থান।

১৩৯৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سُوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ .

১৩৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর খেজুর গাছের একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খোতবা দিতেন। মিম্বার তৈরি হওয়ার পর তিনি তাতে উপবিষ্ট হলে খুঁটিটি অস্থির হয়ে উটের কান্নার শব্দের ন্যায় শব্দ করে, এমনকি মসজিদে উপস্থিত লোকজন তা শুনতে পায়। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে খুঁটির কাছে এসে সেটি জড়িয়ে ধরেন এবং তা নীরব হয়।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

১৮-অনুচ্ছেদ : ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিবেন।

১৩৯৮- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَيَّ هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .

১৩৯৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসা অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। কা'ব (রা) বলেন, তোমরা তাকে দেখো, সে বসে খোতবা দিচ্ছে। অথচ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, “যখন তারা ব্যবসা ও কৌতুক দেখলো তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেলো” (সূরা আল-জুমুআ : ১১)।

بَابُ الْفَضْلِ فِي الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ

১৯-অনুচ্ছেদ : ইমামের কাছাকাছি বসার ফযীলাত।

১৩৯৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَّرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

১৩৯৯। আওস ইবনে আওস আস-ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি গোসল করলো এবং গোসল করালো, অতঃপর সকাল সকাল (মসজিদে) গিয়ে

ইমামের নিকটে নীরবে বসলো, অতঃপর অনর্থক কিছু করেনি, তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে এক বছরের রোযা ও নৈশ ইবাদতের সম-পরিমাণ সওয়াব।

النَّهْيُ عَنْ تَخْطِئِ رِقَابِ النَّاسِ وَالْأَمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২০-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন ইমামের খোতবাদানরত অবস্থায় মানুষের ঘাড় উপরে সামনে যাওয়া নিষেধ।

১৬০০- أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ اجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتُ .

১৪০০। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। আবুয যাহরিয়া (র) বলেন, আমি এক জুমুআর দিন তার পাশে ছিলাম। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে মানুষের ঘাড় উপরে সামনে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : ওহে! বসো। তুমি লোকজনকে কষ্ট দিয়েছো।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ

২১-অনুচ্ছেদ : ইমামের খোতবা দানকালে কেউ এসে উপস্থিত হলে তার সুনাত নামায পড়া সম্পর্কে।

১৬০১- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ أَرَكُمْتَ رَكَعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَارْكَعْ .

১৪০১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জুমুআর দিন নবী ﷺ মিম্বারে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি দুই রাকআত পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেন : তাহলে পড়ে নাও।

১. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। জুমুআর নামাযে ইমামের খোতবা চলাকালে উক্ত নামায পড়া যাবে কিনা এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী ও মালিকী মাযহাবমতে তখন ঐ নামায পড়া যাবে না, কিন্তু শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে পড়া যাবে। তবে ইমাম খুতবাদানকালে কাউকে তা পড়ার অনুমতি দিলে সে তা পড়তে পারে (অনুবাদক)।

بَابُ الْأَنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১২-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন নীরবে খোতবা শ্রবণ।

১৪০২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا .

১৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : জুমুআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে যে ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী লোককে বললো, “চুপ করো”, সে অনর্থক কাজ করলো।

১৪০৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৪০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জুমুআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে তুমি যখন তোমার সাথীকে বললে, চুপ করো, তাতে তুমি অনর্থক বকলে।

بَابُ فَضْلِ الْأَنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন নীরবতা অবলম্বন ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার ফযীলাত।

১৪০৪- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقُرْئَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَاءِ الْأَوَّلِينَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ

২. জুমুআর নামাযে ইমামের খোতবাদানকালে নীরবতা অবলম্বন করে মনোযোগ সহকারে খোতবা শুনতে হবে। এই সময় কোনরূপ কথা বলা খুবই অন্যায়। এমনকি পাশের ব্যক্তি কথা বললে তাকে নিষেধ করার জন্য মুখে কথা বলাও অন্যায় (অনুবাদক)।

الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضَى صَلَوتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ .

১৪০৪। সালমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন যথারীতি পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর তার ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে জুমুআর নামাযে এলো এবং তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করলো, তা তার সামনের জুমুআর পর্যন্তকার গুনাহের কাফ্যারা হবে।

بَابُ كَيْفِيَةِ الْخُطْبَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ : খোতবার ধরন।

১৪০৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ بْنُ حُجْرٍ .

১৪০৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে প্রয়োজনীয় (বিবাহ ইত্যাদির) খোতবা শিক্ষা দিয়েছেন : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ

আবু হুরাইরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার বান্দা ও রাসূল। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না” (৩ : ১০২)। (২) “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি তাদের দু’জনের মাধ্যমে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট যাক্ষা করো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাক্ষ দৃষ্টি রাখেন” (৪ : ১)। (৩) “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো” (৩৩ : ৭০)।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু উবায়দা তার পিতার (ইবনে মাসউদ) নিকট হাদীস শুনেনি। আবদুর রহমানও তার পিতা ইবনে মাসউদের নিকট হাদীস শুনেনি। অনুরূপভাবে আবদুল জাব্বারও তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-র নিকট হাদীস শুনেনি।

بَابُ حَضِّ الْأِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الْغَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৫-অনুচ্ছেদ : ইমাম তার জুমুআর খুতবায় ঐ দিন গোসল করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

১৬.৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

১৪০৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের যে কেউ জুমুআর নামায পড়তে আসার পূর্বে যেন গোসল করে।

১৬.৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَسِيطٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ .

১৪০৭। ইবরাহীম ইবনে নাসীত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে শিহাব (র)-এর নিকট জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ‘সুনাত’ এবং আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন্বারের উপর থেকে ঐ কথা বলেছেন।

আবু হুরাইরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১৪০৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

১৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (নামায পড়তে) আসবে সে যেন গোসল করে।

بَابُ حَثِّ الْأِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَتِهِ

২৬-অনুচ্ছেদঃ ইমাম সাহেব জুমুআর দিন তার খোতবায় দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

১৪০৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ بِهَيْئَةِ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَحَثِّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَالْقَوْمُ ثِيَابَهُمْ (ثِيَابًا) فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَالْقَوْمُ أَحَدٌ ثَوْبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةِ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَالْقَوْمُ ثِيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَالْقَوْمُ أَحَدُهُمَا فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ .

১৪০৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, জুমুআর দিন নবী ﷺ খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় অপরিস্ফুট পুরাতন কাপড় পরিহিত অবস্থায় এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি কি (সুন্নাত) নামায পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেনঃ দুই রাকআত নামায পড়ো। তিনি লোকজনকে দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

অতএব তারা তাদের কাপড়-চোপড় দান করলে তিনি আগত্বকে তা থেকে একজোড়া কাপড় দান করেন। পরবর্তী জুমুআর দিনও ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোতবা দানরত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। তিনি জনগণকে দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করেন। রাবী বলেন, সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই লোক গত জুমুআর দিন অপরিষ্কার পুরাতন কাপড় পরে এসেছিল। তাই আমি লোকজনকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলে তারা তাদের কাপড়-চোপড় দান করে। আমি তা থেকে তাকে একজোড়া কাপড় দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে এখন এলে আমি লোকজনকে আবারো দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দিলাম এবং সে তার একটি কাপড় দান করেছে। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন : তোমার কাপড় তুলে নাও।

مُخَاطَبَةُ الْأِمَامِ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ

২৭-অনুচ্ছেদ : মিষ্কারের উপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের নিজ প্রজাসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দান।

১৬১০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكُعْ .

১৪১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নবী ﷺ জুমুআর দিন খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি (সুন্নাত) নামায পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেন : উঠো এবং তা পড়ো।

১৬১১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ .

১৪১১। আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিষ্কারের উপর দেখতে পেলাম এবং শিশু হাসান (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি একবার জনগণের দিকে, আবার একবার তার দিকে তাকান এবং বলেন : আমার এই পৌত্র একজন নেতা হবে। আশা করি আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বৃহৎ দুই দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ

২৮-অনুচ্ছেদ : খুতবায় কুরআন পড়া।

১৪১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ خَفِظْتُ قَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৪১২। হারিছা ইবনুন নো'মান-কন্যা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে (তনে শুনে) সূরা 'কাফ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ' মুখস্ত করেছি। তিনি জুমুআর দিন মিন্বারে উঠে (খোতবায়) তা পড়তেন।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ

২৯-অনুচ্ছেদ : খোতবাদানরত অবস্থায় ইশারা করা।

১৪১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ بَشَرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَبَّهَ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ وَقَالَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةَ .

১৪১৩। হুসাইন (র) বলেন, জুমুআর দিন বশীর ইবনে মারওয়ান মিন্বারের উপর (দাঁড়ানো অবস্থায়) তার দুই হাত উপরে তোলে। তাতে আশ্মার ইবনে রুওয়াইবা আছ-ছাকাফী (রা) তাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেশি কিছু করতেন না” এবং তিনি তার তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন।

بَابُ نَزْوِلِ الْأَمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ قِرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَقَطْعِهِ كَلَامَهُ وَرَجُوعِهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

৩০-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন খোতবা শেষ না করে নিজ বক্তব্য স্বগিত রেখে ইমামের মিন্বার থেকে অবতরণ এবং পুনরায় খোতবা দিতে মিন্বারে আরোহণ।

১৪১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ

فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْشُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا .

১৪১৪। বুয়ায়দা (রা) বলেন, নবী ﷺ খোতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) এসে উপস্থিত হন। তাদের পরনে ছিল রঙ্গিন জামা এবং তারা আছাড়-পাছাড় খেয়ে আসছিলেন। নবী ﷺ তাঁর বক্তব্যে ছেদ টেনে (মিষ্কার থেকে) নেমে এসে তাদের তুলে নেন, অতঃপর মিষ্কারে ফিরে গিয়ে বলেন : আল্লাহ সত্য বলেছেন, “তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষাবিশেষ” (সূরা তাগাবুন : ১৫)। আমি এদের দু’জনকে জামায় পেঁচিয়ে আছাড়-পাছাড় খেতে দেখে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তব্যে ছেদ টেনে তাদের তুলে নিলাম।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ

৩১-অনুচ্ছেদ : খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৪১৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ الذِّكْرَ وَيَقِلُّ اللَّغْوُ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْتِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ .

১৪১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক যিকির করতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা কম বলতেন, নামায দীর্ঘ করতেন, খোতবা (ভাষণ) সংক্ষেপ করতেন এবং বিধবা ও দরিদ্রদের সাথে যেতে ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না।

بَابُ كَمْ يَخْطُبُ

৩২-অনুচ্ছেদ : কয়টি খোতবা দিতে হবে?

১৪১৬- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (شَرِيكُ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْآخِرَةَ .

১৪১৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায়ই খোতবা দিতে দেখেছি এবং (প্রথম খোতবাবেশে) তিনি বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিতেন।

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : দুই খোতবার মাঝখানে বসার মাধ্যমে বিরতি দেয়া।

১৪১৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .

১৪১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় দু'টি খোতবা দিতেন এবং বসার মাধ্যমে এতদুভয়ের মাঝখানে বিরতি দিতেন।

بَابُ السُّكُوتِ فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : দুই খোতবার মাঝখানে বসা অবস্থায় নীরব থাকবে।

১৪১৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ .

১৪১৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি জুমুআর দিন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর নীরবে কক্ষিক বসতেন, কোন কথা বলতেন না, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিতেন। অতএব-তোমাদের নিকট কেউ যদি বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় খোতবা দিয়েছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

৩৫-অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া ও যিকির করা।

১৪১৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَوَتُهُ قَصْدًا .

১৪১৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন, (দ্বিতীয় খোতবায়) কুরআনের আয়াত পড়তেন এবং মহামহিম আল্লাহর যিকির করতেন (দোয়া-দুরূদ পড়তেন)। তাঁর খোতবাও ছিল নাতিদীর্ঘ এবং নামাযও ছিল নাতিদীর্ঘ।

الْكَلَامُ وَالْقِيَامُ بَعْدَ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : মিন্বার থেকে নামার পর কথা বলা বা দাঁড়িয়ে থাকা।

১৪২০- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيَكَلِّمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي .

১৪২০। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিন্বার থেকে নামলে কোন ব্যক্তি তাঁর সামনা সামনি হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতো। তার প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নবী ﷺ তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, অতঃপর তাঁর জায়নামাযের দিকে অগ্রসর হয়ে নামায পড়তেন।

عَدَدُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা।

১৪২১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ

الْأَضْحَى رَكَعَتَانِ وَصَلَوَةُ السَّفَرِ رَكَعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ
 قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ .

১৪২১। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ -এর যবানীতে জুমুআর নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল আযহার নামায দুই রাক্‌আত এবং সফরের নামায দুই রাক্‌আত, এটাই পূর্ণাঙ্গ, কসর নয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) উমার (রা)-র নিকট হাদীস শুনেনি।

الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

৩৮-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করা।

١٤٢٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
 قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطْنِيَّ عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي
 صَلَاةِ الصُّبْحِ الَّتِي تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ
 الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ .

১৪২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা “আলিফ-লাম মীম তানযীল” ও সূরা “হাল আতা আলাল ইনসান” এবং জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকুন পড়তেন।

الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
 ৩৯-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করা।

١٤٢٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
 مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي
 صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২৩। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَوةِ الْجُمُعَةِ

৪০-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ।

১৪২৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى اثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। দাহহাক ইবনে কায়স (র) নো'মান ইবনে বশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জুমুআ পড়ার পর কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

১৪২৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ الْمُتَشِيرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعًا .

১৪২৫। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। কখনো ঈদ ও জুমুআ একই দিনে একত্র হলেও তিনি উভয় নামাযে ঐ সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ

৪১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাক্আত পেলো।

১৪২৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ .

১৪২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাক্আত পেলে সে (জুমুআর) নামায পেয়েছে।

عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৪২-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের পর মসজিদে কতো রাকআত পড়বে?

১৪২৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا .

১৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের যে কেউ জুমুআর নামায পড়ার পর যেন আরো চার রাকআত নামায পড়ে।

صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের পর ইমামের আরো নামায পড়া।

১৪২৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামায পড়ার পর প্রত্যাবর্তন করে (ঘরে পৌছে) দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৪২৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .

১৪২৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামায পড়ার পর তাঁর ঘরে (পৌছে) দুই রাকআত নামায পড়তেন।

بَابُ اطَّالَةِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাকআত নামায দীর্ঘ করে পড়া।

১৪৩০- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৪৩০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও অনুরূপ করতেন।

ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন যে সময়টিতে দোয়া কবুল হয় তার বিবরণ।

১৪৩১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَّنْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصْبِحَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَفَّقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الطُّورِ قَالَ لَوْ لَقَيْتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ قُلْتُ لَهُ وَلِمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعْمَلُ الْمَطْيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقَيْتُ كَعْبًا فَمَكَّنْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

مُصْبِحَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آعَطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ قُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَدَقَ كَعْبٌ أَنِّي لَا أَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَا أَخِي حَدَّثَنِي بِهَا قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلَاةُ الَّتِي تَلَاقِيهَا (تَلِيهَا) قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ كَذَلِكَ .

১৪৩১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তুর পর্বতে গেলাম এবং তথায় কা'ব আল-আহ্বারের সাক্ষাত পেলাম। আমরা সেখানে একটি দিন একত্রে কাটলাম। আমি তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করলাম এবং সে আমার নিকট তাওরাত থেকে বর্ণনা করলো। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাকে (বেহেশত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং এই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহর নিকট যা-ই চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা'ব বললো, তা বছরে এক মুহূর্ত। আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমুআর দিন। অতএব কা'ব তাওরাত পড়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুমুআর দিন।

অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বাসরা ইবনে আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথা থেকে এলেন? আমি বললাম, তুর পর্বত থেকে। তিনি বলেন, তথায় যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হতো তবে আপনি তথায় যেতেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : উটকে তিন মসজিদ ব্যতীত

(অন্য কোথাও সফরে) কাজে খাটানো যাবে না : “মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদ বায়তুল মাকদিস’।

অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি যদি আমাকে ত্বর পর্বতে যেতে দেখতেন! তথায় আমি কা’ব আল-আহবারের দেখা পাই এবং একত্রে একটি দিন অতিবাহিত করি। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস গুনিয়েছি এবং সে আমাকে তাওরাত থেকে গুনিয়েছে। আমি তাকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে (বেহেশত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং এই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে যে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহর নিকট যা-ই চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা’ব বললো, তা বছরে এক মুহূর্ত। আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমুআর দিন। অতএব কা’ব তাওরাত পড়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুমুআর দিনই।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কাব সত্য বলেছে। নিশ্চয় সেই দুর্লভ মুহূর্তটি আমি জ্ঞাত আছি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! সেটি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, তা জুমুআর দিন সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পায়? আর ঐ সময়টি নামাযের সময় নয়। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি নামায পড়ার পর বসে বসে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের মধ্যেই থাকে, যাবত না তার নিকট পরবর্তী নামায উপস্থিত হয়”? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বিষয়টি তদ্রূপই।^৩

৩. যেসব হাদীসে কিয়ামতের দিন-তারিখ উল্লেখ আছে, হাদীসবিশারদগণের মতে হাদীসের উক্ত অংশ যথার্থ নয়, মনগড়া। কেননা কিয়ামতের দিন-ক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জ্ঞানেই রয়েছে, মহানবী ﷺ-ও তা জানেন না। মহান আল্লাহ বলেন : “লোকজন তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে” (সূরা আল-আহযাব : ৬৩)। “তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন সংঘটিত হবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক। এর পরম জ্ঞান আছে কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট” (সূরা মুহাম্মাদ : ৪২-৪৪)। “তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন ঘটবে। তুমি বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। কেবল তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন” (সূরা আল-আ’রাফ : ১৮৭)। “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে” (সূরা লোকমান : ৩৪)। অতএব কিয়ামত কখন হবে সেই জ্ঞান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করা হয়নি (অনুবাদক)।

১৪৩২- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

১৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় জুমুআর দিন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে। কোন মুসলমান বান্দা সেই মুহূর্তটি পেয়ে গেলে এবং তখন আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

১৪৩৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِنْ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قُلْنَا يَقْلَلُهَا يَزْهَدُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبَ ابْنِ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

১৪৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : জুমুআর দিন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে। কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে এবং তখন মহামহিম আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। আমরা বললাম, তিনি বলতেন : মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের জানামতে রাবাহ-মা'মার-যুহরী (র) সূত্রে এই হাদীস আইউব ইবনে সুওয়াইদ (র) ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। কেননা তিনি ইউনুস- যুহরী-সঈদ ও আবু সালামা (র) সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আইউব ইবনে সুওয়াইদ পরিত্যক্ত (মাতরুক) রাবী।

٢

كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (সফরে নামায কসর করা)

১-অনুচ্ছেদ : (কসর নামায) ।

১৪৩৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

১৪৩৪। ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, মহান আল্লাহর বাণী : “যদি তোমরা আশংকা করো যে, কাফেররা তোমাদের বিপদাপন্ন করতে পারে, তাহলে তোমরা নামায কসর করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নাই” (সূরা নিসা : ১০৪)। এখন তো লোকজন নিরাপদে আছে (তাহলে কসর কেন)। উমার (রা) বলেন, তুমি যে বিষয়ে উদগ্রীব হয়েছো, আমিও তাতে উদগ্রীব হয়েছিলাম। তাই আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন : তা হলো একটি দানবিশেষ যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর দান কবুল করো।

১৪৩৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৫। উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমরা তো আবাসে অবস্থানকালের নামায এবং শংকাকালীন নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই, কিন্তু সফরকালের নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই না। ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, হে আমার ভাই পো! মহামহিম আল্লাহ আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের এমন অবস্থায় পাঠিয়েছেন যে, আমরা (দীন সম্পর্কে) কিছুই জানতাম না। অতএব আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও তদ্রূপ করছি।

১৪৩৬। অখবরنا قتیبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ .

১৪৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় এমন অবস্থায় রওয়ানা হন যে, বিশ্বপ্রভু আল্লাহর ভয় ছাড়া তাঁর আর কোন ভয়ের কারণ ছিলো না। তিনি (সফরকালে) দুই রাকআত নামাযই পড়েছেন।

১৪৩৭। অখবরنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ .

১৪৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝে সফর করতাম। মহামহিম আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন কিছুই ভয় আমাদের ছিলো না। আমরা (সফরে) দুই রাকআত নামাযই পড়েছি।

১৪৩৮। অখবরنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ السَّمْطِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৮। ইবনুস সিমত (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নামায দুই রাকআত করে পড়তে দেখেছি। আমি তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি নিশ্চয় আমিও তদ্রূপ করি।

১৪৩৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا .

১৪৩৯। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলাম। তিনি (মক্কা থেকে মদীনায়) ফিরে না আসা পর্যন্ত নামায কসর করেন। তিনি তথায় দশ দিন অবস্থান করেন।

১৪৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ وَهُوَ السُّكْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১৪৪০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে নামায দুই রাকআত করে পড়েছি, আর আবু বাকর (রা)-র সাথেও দুই রাকআত এবং উমার (রা)-এর সাথেও দুই রাকআত পড়েছি।

১৪৪১- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرَ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرَ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرَ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪৪১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামায দুই রাকআত, ঈদুল ফিতরের নামাযও দুই রাকআত, ঈদুল আযহার নামাযও দুই রাকআত এবং সফরের নামাযও দুই রাকআত। নবী ﷺ -এর যবানিতে তা পূর্ণ নামায, অসম্পূর্ণ নামায নয়।

১৪৪২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ عَائِدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُرِضَتْ صَلَوةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلَوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَوةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে আবাসের নামায চার রাকআত, সফরের নামায দুই রাকআত এবং শংকাকালের নামায এক রাকআত ফরয করা হয়েছে।

১৪৪৩- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে আবাসের নামায চার রাকআত, সফরের নামায দুই রাকআত এবং শংকাকালের নামায এক রাকআত ফরয করেছেন।

بَابُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ

২-অনুচ্ছেদ : মক্কায় (মদীনাবাসীর) নামায।

১৪৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلَّى بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أَصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

১৪৪৪। মুসা ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি জামাআতে নামায না পড়লে মক্কায় কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন, তা আবুল কাসেম আবু আল-কাসিম প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকআত।

১৪৪৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أَصَلَّى قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৪৪৫। মুসা ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আল-বাতহা নামক স্থানে আবস্থানকালে আমার জামাআতের নামায ছুটে গেলে আপনার মতে আমি কিভাবে তা পড়বো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আবু আল-কাসিম-এর সূনাত নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকআত পড়বে।

بَابُ الصَّلَاةِ بِمَنْى

৩-অনুচ্ছেদ ৪ মিনায় নামায পড়া ।

১৪৪৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْى أَمِنْ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رُكْعَتَيْنِ .

১৪৪৬। হারিছা ইবনে ওয়াহ্ব আল-খুযাঈ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দুই রাকআত (কসর) নামায পড়েছি। অথচ লোকজন তখন নিরাপদ ছিল।

১৪৪৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ح وَآخَرَتَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنْى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَمْنَهُ رُكْعَتَيْنِ .

১৪৪৭। হারিছা ইবনে ওয়াহ্ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় দুই রাকআত নামায পড়েছেন। তথচ তখন লোকজন পর্যাণ্ড নিরাপদ পরিবেশে ছিল।

১৪৪৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (سُلَيْمٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنْى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رُكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ أَمَارَتِهِ .

১৪৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে, আবু বাকর (রা)-এর সাথে, উমার (রা)-এর সাথে এবং উছমান (রা)-এর সাথে তার খেলাফতের প্রথম পর্যায়ে দুই রাকআত নামায পড়েছি।

১৪৪৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَآخَرَتَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ بِمَنْى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ .

১৪৪৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি।

১৪৫০- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بَيْنِي أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, উছমান (রা) মিনায় (পূর্ণ) চার রাক্‌আত নামায পড়লেন। বিষয়টি আবদুল্লাহ (রা)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই রাক্‌আত (কসর) নামায পড়েছি।

১৪৫১- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি, আবু বাক্র (রা) -এর সাথেও দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি এবং উমার (রা)-এর সাথেও দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি।

১৪৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ .

১৪৫২। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। আবু বাক্র (রা)-ও তথায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন, উমার (রা)-ও তথায় দুই রাক্‌আত পড়েছেন এবং উছমান (রা)-ও তার খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে (ছয় বছর) তথায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

بَابُ الْمَقَامِ الَّذِي يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ

৪-অনুচ্ছেদ : যতোখানি দূরত্বের সফরে নামায কসর পড়া যায়।

১৪৫৩- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১৪৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়তেন। আমি (ইয়াহইয়া) বললাম, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি (আনাস) বলেন, হ্যাঁ। আমরা তথায় (বিদায় হজ্জের সময়) দশ দিন অবস্থান করেছি।

১৪৫৪- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ .

১৪৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কা জয়ের পর) মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাকআত করে (কসর) নামায পড়েন।

১৪৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا .

১৪৫৫। আল-আ'লা ইবনুল হাদরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহাজিরগণ তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপনাতে (মক্কায়) তিন দিন অবস্থান করবে।

১৪৫৬- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلَاثًا .

১৪৫৬। আল-আ'লা ইবনুল হাদরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহাজিরগণ তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপনের পর (যক্বায়) তিন দিন অবস্থান করবে।

১৪৫৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي قَبَصَرْتُ وَأَتَمَمْتُ وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ .

১৪৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমরার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে যক্বায় রওয়ানা হল। শেষে তিনি যক্বায় পৌঁছে বলেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি নামায কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেন : হে আয়েশা! তুমি ভালোই করেছে। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

تَرْكُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

৫-অনুচ্ছেদ : সফরে নফল নামায ত্যাগ করা।

১৪৫৮- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلِّي قِبَلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১৪৫৮। ওয়াবরা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) সফরে দুই রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি ফরয নামাযের আগে বা পরে কোন নামায পড়তেন না। তাকে বলা হলো, এটা কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুশীলন করতে দেখেছি।

١٤٥٩- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ قَالَ مَا بَصَنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَا تَمْتُمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى الرُّكَعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَذَلِكَ .

১৪৫৯। ইসা ইবনে হাফস ইবনে আসেম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি এক সফরে ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যুহর ও আসর নামায দুই রাকআত করে পড়লেন। অতঃপর তিনি তার বিছানায় ফিরে গিয়ে দেখেন, লোকজন তাসবীহ পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা তাসবীহ পড়ছে। তিনি বলেন, আমি যদি এই দুই রাকআত ফরযের পূর্বে বা পরে নফল নামায পড়তাম তাহলে এই (ফরয) নামায পূর্ণ (চার রাকআত) পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গী হয়েছি, তিনি সফরে দুই রাকআতের অধিক পড়তেন না। আবু বাকর (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এবং উমার (রা) ও উছমান (রা)-র আমলও অনুরূপ ছিল।^১

১. সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাকআত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনাতে আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাকআত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাকআত পড়তে হবে ('কসর' অর্থ 'হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .

“তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে” (সূরা আন-নিসা : ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (স)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতেরের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামায পড়তেন। আরোহী অবস্থায় ও চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে

লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুনাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুনাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মজিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুনাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরুহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাকআত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আবু বাকুর (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফরসংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দু'টিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। “এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট” হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যাপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ সফরে থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করার সজ্জাবা থাকে, তবে এমন স্থানে অনিদিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দুই বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

অধ্যায় : ১৬

كِتَابُ الْكُسُوفِ

(সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ)

كُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

১-অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ।

১৬৬০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ •

১৪৬০। আবু বাক্রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা কারো জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং মহামহিমাবিত আল্লাহ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন।

التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالِدُعَاءُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

২-অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণকালে তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া-দুরূদ পড়া।

১৬৬১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَتْرَامِي بِأَسْهُمٍ لِي

بِالْمَدِينَةِ إِذْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ لَا نَنْظُرَنَّ مَا أَحَدَتْهُ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَاتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ
 يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬১। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় তীরন্দাজি করছিলাম। ইতিমধ্যে সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। তাই আমি আমার তীরগুলো একত্র করে বললাম, আজ আমি অবশ্যই দেখবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের কারণে নতুন কি আচরণ করেন। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে তাঁর পিঠের কাছাকাছি হলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া-কালাম পড়তে থাকলেন। ইতিমধ্যে সূর্যগ্রহণ শেষ হলো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চার সিজদা সহকারে দুই রাকআত নামায পড়েন।

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

৩-অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ।

١٤٦٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ
 عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ
 آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

১৪৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কারো মৃত্যু বা জন্মগ্রহণের কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন নামাযে রত হও।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ

৪-অনুচ্ছেদ : চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ।

١٤٦٣- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا
 قَيْسُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ
 لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

১৪৬৩। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে নামাযে রত হও।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ

৫-অনুচ্ছেদ : চন্দ্র ও সূর্য সম্পূর্ণ গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকার নির্দেশ।

১৬৬৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْزِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৬৪। আবু বাক্রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মগ্রহণের কারণে চন্দ্র- সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো।

১৬৬৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَتَبَ يَجْرُ ثَوْبُهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ .

১৪৬৫। আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলো। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র টেনে সামলাতে সামলাতে দ্রুত উঠে গিয়ে দুই রাকআত নামাযে রত থাকেন যতক্ষণ না তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো।

بَابُ الْأَمْرِ بِالنَّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ

৬-অনুচ্ছেদ : চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ) পড়ার জন্য ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ।

১৬৬৬- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فَنَادَى أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا وَاصْطَفُوا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। নবী ﷺ একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন ঘোষণা দেয় : সমবেতভাবে নামায পড়া হবে। অতএব লোকজন জড়ো হয়ে কাতারবন্দী হলো। তিনি তাদের নিয়ে চার রুকু ও চার সিজদা সহকারে দুই রাকআত নামায পড়েন।

بَابُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

৭-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফে (সূর্যগ্রহণের নামাযে) কাতারবন্দী হওয়া।

١٤٦٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ

১৪৬৭। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো। তিনি চার রুকু ও চার সিজদা সহকারে (দুই রাকআত) নামায পূর্ণ করলেন। তিনি নামায শেষ করার পূর্বেই সূর্য আলোকিত (থাসমুক্ত) হয়ে গেলো।

بَابُ كَيْفَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

৮-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফের (সূর্যগ্রহণের নামাযের) নিয়ম।

١٤٦٨- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ .

১৪৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আটটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে সূর্যগ্রহণের (দুই রাকআত) নামায পড়েন।

১৬৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْآخِرَى مِثْلَهَا .

১৪৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুসূফের নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকু করলেন, অতঃপর কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকু করলেন, অতঃপর কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকু করলেন, অতঃপর কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকু করলেন, অতঃপর সিজদা করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ নিয়মে পড়েন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

৯-অনুচ্ছেদ : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম।

১৬৭০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ نَمِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ح وَآخِبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের দিন চারটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে দুই রাকআত নামায পড়েন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

১০-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম।

১৬৭১- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدُ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَصْدَقُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ

قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةِ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّىٰ إِنَّ رَجُلًا يَوْمِنَدُ يُغْشَىٰ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَآتَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ آيَاتَانَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُم بِهِمَا فَاذَا كَسَفَا فَأَفْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ يَنْجَلِيَا .

১৪৭১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি লোকজনকে নিয়ে খুব দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর রুকু করেন, অতঃপর দাঁড়ান, অতঃপর রুকু করেন, অতঃপর দাঁড়ান, অতঃপর রুকু করেন। এভাবে তিনি প্রতি রাকআতে তিনটি রুকুসহ দুই রাকআত নামায পড়েন। তৃতীয় রুকুর পর তিনি সিজদা করেন। এমনকি সেদিন তিনি লোকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে বেশ কয়েকজন লোক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। (তাদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য) তাদের উপর প্রচুর পানি ঢালা হয়। তিনি রুকুতে যেতে বলতেন : “আল্লাহ আকবার” এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতে বলতেন : “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ”। সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামায শেষ করেননি। অতঃপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বলেন : কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু’টি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা এদের দ্বারা তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হলে তোমরা ভীত-বিহবল অবস্থায় মহামহিমাম্বিত আল্লাহর স্বরণে লিপ্ত থাকো তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٧٢- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي صَلَاةِ الْآيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا شَكَّ وَلَا مَرَّةً .

১৪৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ছয় রুকু ও চার সিজদা সহকারে দুই রাকআত নামায পড়েন। আমি (ইসহাক) মুআয (রা) -কে বললাম, হাদীছটি কি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে? তিনি বলেন, তাতে কোন সন্দেহও নেই, সংশয়ও নেই।

نُوعٌ آخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ

১১-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফের আয়েশা (রা) বর্ণিত আরেক নিয়ম ।

١٤٧٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ آدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ آدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعُودْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي أَرَدْتُ أَنْ أَخْذُ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَى وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَابِقَ .

১৪৭৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বললেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যথেষ্ট দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে বললেন : “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ”, অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ তবে পূর্বের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ তবে পূর্বের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ রুকু করলেন। অতঃপর বলেন : সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ, অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্আতও অনুরূপ নিয়মে পড়লেন। তিনি চারটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে (দুই রাক্আত নামায) পূর্ণ করলেন। তিনি নামায শেষ করার পূর্বেই সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি মহামহিমাবিত আলাহুর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর বলেন : সূর্য ও চন্দ্র

আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন নামায পড়ো যাবত না তোমাদের নিকট তা উনুজ্ঞ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন : আমার এই স্থান থেকে আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তোমরা অবশ্যই আমাকে দেখে থাকবে যে, আমি জান্নাতের এক থোকা ফল সংগ্রহ করতে চেয়েছি, যখন তোমরা আমাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখেছিলেন তখন। অবশ্যই আমি জাহান্নামকেও দেখেছি যে, তার কতকাংশকে অপর কতকাংশ গ্রাস করেছে যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলেন তখন। আমি তাতে ইবনে লুহাইকেও দেখেছি। সে চতুষ্পদ জন্তুকে (দেব-দেবীর নামে) মুক্ত ছেড়ে দেয়ার প্রথার প্রচলন করেছিল।

১৬৭৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ،

১৪৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব ঘোষণা করা হলো : নামাযের জন্য সমবেত হও। লোকজন সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে দুই রাকাত নামায পড়েন।

১৬৭৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَذَقُّوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

১৪৭৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন, অতঃপর (রুকু থেকে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তবে পূর্বের চেয়ে কম, অতঃপর রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর উঠে সিজদায় গেলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ নিয়মে আদায় করেন, অতঃপর নামায শেষ করেন এবং ততোক্ষণে সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বলেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন মহামহিম আল্লাহ্র নিকট দোয়া করো, তাকবীর বলো এবং দান-খয়রাত করো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বলেন : হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! মহামহিম আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মসন্মানবোধ অন্য কারো নেই। (তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন) তাঁর কোন বান্দা বা তাঁর কোন বান্দী যেন যেনায় লিপ্ত না হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।

١٤٧٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَيُعَذِّبُونَ فِي الْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحِجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءُ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَحْوَةٌ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ دُونَ الرُّكُوعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক ইহুদী নারী তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষকে কি করবে শাস্তি দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি (তা থেকে) আল্লাহ্র

নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ বাইরে বের হয়ে গেলেন এবং সূর্যগ্রহণ লাগলো। অতএব আমরা হুজরা থেকে বের হলাম এবং আমাদের নিকট অনেক মহিলা সমবেত হলো। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও আমাদের নিকট ফিরে এলেন। তখন ছিল সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি দীর্ঘক্ষণ (নামায়ে) দাঁড়ালেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে পূর্বের চেয়ে কম সময় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন, অতঃপর পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করলেন, অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে পূর্বের রাকআতের অনুরূপ করলেন, তবে তাঁর এই রাকআতের রুকু ও কিয়াম ছিল প্রথম রাকআতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং সূর্য ও আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। নামায শেষ করে তিনি মিন্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর ভাষণে বললেন : নিশ্চয় মানুষ তাদের কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনার ন্যায় ফেতনায় পতিত হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমরা তাঁকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনতাম।

نُوعٌ آخَرُ .

১২-অনুচ্ছেদ : একই নামাযের আরেক নিয়ম।

١٤٧٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِي فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا يَعْغِي فَأَنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحَجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَّرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلًّا فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৭। আমরাহ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক ইহুদী নারী আমার নিকট এসে কিছু প্রার্থনা করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনানে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। অতএব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকজনকে কি কবরসমূহে শান্তি দেয়া হবে। তিনি বলেন : আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি জন্তুয়ানে আরোহণ করলেন এবং সূর্যগ্রহণ লাগলো। তখন আমি অন্যান্য মহিলাদের সাথে হজরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহন থেকে নেমে তাঁর নামাযের স্থানে এলেন এবং লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (নামাযে) দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন, অতঃপর রুকু থেকে নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, পুনরায় দীর্ঘ রুকু করলেন, পুনরায় নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থায় করেন। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে পূর্বের চেয়ে কম সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ রুকু করেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, পুনরায় রুকুতে গিয়ে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ রুকু করেন। অতঃপর রুকু থেকে নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে মোট চারটি রুকু ও চারটি সিজদা হলো এবং সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি বলেন : নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কবরে দাঙ্জালের বিপর্যয়ের অনুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١٤٧٨- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُفُوفٍ فِي صُفَّةٍ زَمَزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

১৪৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় যমযমের নিকটস্থ ময়দানে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে নামায পড়েন।

١٤٧٩- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ صَاحِبُ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِّنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ

جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتٍ عَظِيمٍ مِّنْ عَظَمَائِهِمْ وَإِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ
يُرِيكُمْوهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৭৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (তাতে) দীর্ঘ কিয়াম করেন, এমনকি লোকজন ভূপাতিত হতে লাগলো, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন, অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন, অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর দু'টি সিজদা করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয় রাকআতেও) অনুরূপ করেন। তিনি সামনে যেতে থাকেন, আবার পিছনে সরে আসতে থাকেন। এভাবে মোট চারটি রুকু ও চারটি সিজদা হলো। তারা (পূর্বে) বলতো, তাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের কারো মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। অথচ সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন যা তোমাদের দেখানো হয়। অতএব যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় তখন তোমরা নামাযে রত থাকো যাবত না তা উজ্জ্বল (খাসমুক্ত) হয়।

نَوْعٌ آخَرُ

১৩-অনুচ্ছেদ : কুসূফের নামাযের আরেক নিয়ম।

١٤٨٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَجْدَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَكَعَتْ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدَتْ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ .

১৪৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী ঘোষণা করা হলো : নামাযের জন্য সমবেত হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নিয়ে দুই রুকু ও এক সিজদা সহকারে প্রথম রাকআত নামায পড়েন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়িয়ে দুই রুকু ও এক সিজদা সহকারে দ্বিতীয় রাকআত পড়লেন।

আয়েশা (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমি কখনো এর চেয়ে দীর্ঘক্ষণ রুকু ও সিজদা করিনি। এই বর্ণনার সাথে মুহাম্মাদ ইবনে হিমযারের বর্ণনার পার্থক্য আছে।

১৪৮১- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي طَعَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ مَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُجُودًا وَلَا رَكَعَ رُكُوعًا أَطْوَلَ مِنْهُ .

১৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের প্রথম রাকআতে) দুই রুকু ও দুই সিজদা করলেন, অতঃপর দাঁড়ালেন এবং (দ্বিতীয় রাকআতেও) দুই রুকু ও দুই সিজদা সহকারে আদায় করেন। অতঃপর সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এর চেয়ে দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করেননি।

১৪৮২- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوْضًا وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَ ثُمَّ جَلَسَ وَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ .

১৪৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি উযু করেন এবং নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী ঘোষণা করা হলো : নামাযের জন্য সমবেত হও। তিনি তাঁর নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (নামাযে) সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন। তিনি রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলেন, অতঃপর পূর্বের অনুরূপ দীর্ঘ কিয়াম করেন এবং সিজদা করেননি, পুনরায় রুকুতে যান, অতঃপর সিজদা করেন, অতঃপর উঠে (দ্বিতীয় রাকআতেও) পূর্বের ন্যায় দুই রুকু ও এক সিজদা করেন, অতঃপর বসেন এবং সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়।

نوع آخر

১৪৮-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফের আরেক নিয়ম।

১৪৮- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي السَّائِبُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ فَجَعَلَ يَنْفَعُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْكِي وَيَقُولُ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ أُدْنِيتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّى لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَلَقَدْ أُدْنِيتِ النَّارُ مِنِّي حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتْقِيَهَا خَشْيَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حَمِيرٍ تَعَذِّبُ فِي هَرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ سَقَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ وَإِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ الْيَتَى وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَخَا بَنِي الدُّعْدَعِ يُدْفَعُ بَعْضًا ذَاتَ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَكِنًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ .

১৪৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে লোকজনও দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর রুকু

থেকে নিজ মাথা উঠালেন। অতঃপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ বসলেন। অতঃপর পুনরায় দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তিনি প্রথম রাক্‌আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক্‌আতও দীর্ঘ কিয়াম, রুকু, সিজদা ও বৈঠক সহকারে আদায় করেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতের শেষ সিজদায় জোরে নিঃশ্বাস নেন, কান্নাকাটি করেন এবং দোয়া করে বলেন : “আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে ভূমি (আল্লাহ) আমার সাথে তাদের এরূপ (শাস্তিদানের) ওয়াদা তো করোনি (বরং শাস্তি না দেয়ার ওয়াদা করেছো)। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় ভূমি আমার সাথে তাদের শাস্তিদানের ওয়াদা করোনি”। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তোলেন এবং সূর্য গ্রাসযুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন : সূর্য ও চন্দ্র মহামহিম আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব এদের কোনটির গ্রহণ হতে দেখলে তোমরা মহামহিম আল্লাহর ষিকরে দ্রুত ধাবিত হও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাত আমার এতো নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, আমি আমার হাত প্রসারিত করলে তার ফলগুচ্ছ ধরতে পারতাম। অপরদিকে দোযখও আমার এতো নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, আমি তা থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হলাম এই ভয়ে যে, তা তোমাদেরকে সজ্জাহীন করে ফেলবে। আমি তাতে হিম্মার গোত্রের এক নারীকে দেখেছি যাকে একটি বিড়াল বেঁধে রাখার কারণে শক্তি দেয়া হচ্ছে। সেটিকে সে ছেড়েও দেয়নি যে, যমীনের কীট-পতঙ্গ আহার করতো, আর সেও তাকে পানাহার করায়নি, শেষে তা মারা যায়। অবশ্যই আমি বিড়ালটিকে দেখেছি যে, সেই নারী যখন তার দিকে ফিরছে সে তাকে আচড় মারছে, আবার সে যখন পিছনে ফিরছে তখন সে তার নিতম্বে আচড় মারছে। এমনকি আমি তাতে দা‘দা’ গোত্রের সদস্য জুতাচোরকেও দেখেছি, যাকে দুই শাখাবিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে দোযখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এমনকি আমি তাতে বক্র মাথাযুক্ত লাঠিধারী লোকটিকেও দেখেছি যে লাঠির বক্র মাথা দ্বারা হাজ্জীদের মাল চুরি করতো। সে দোযখের মধ্যে সেই লাঠিতে হেলান দিয়ে বলছে, আমি বক্র মাথাযুক্ত লাঠিধারী চোর।

١٤٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ سَبْلَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَعَلَ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

وَأَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ .

১৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি লোকজনকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, অতঃপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তবে প্রথমবারের তুলনায় কম সময়, পুনরায় রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, তবে প্রথম রুকু অপেক্ষা কম সময়। তারপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, তারপর উঠে আবার দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম সিজদার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআত পড়লেন এবং তাতেও পূর্বের অনুরূপ করলেন। অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন এবং তাতে পূর্বকার সিজদার অনুরূপ আমল করলেন। অবশেষে তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে বলেন : নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্মের কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। তোমরা তা ঘটতে দেখলে ভীত-কম্পিত হয়ে মহামহিম আল্লাহর যিকিরে ও নামাযে ধাবিত হও।

نُوعُ آخَرُ

১৫-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম।

١٤٨٥- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاطِرِ مِنَ الْأَفْقِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِمَصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لِيُحَدِّثَنَّ شَأْنَ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ حَدَّثَنَا قَالَ فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَوَافَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالَ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ كَأَطْوَلَ قِيَامٍ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلَ رُكُوعٍ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلَ سُجُودِهِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ

ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَوَاقَقَ تَجَلَّى الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي
الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مُخْتَصِرٌ .

১৪৮৫। বসরানিবাসী ছা'লাবা ইবনে আব্বাদ আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর ভাষণে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একদিন আমি ও এক আনসারী যুবক আমাদের নিজস্ব চাঁদমারিতে তীরন্দাজি করছিলাম। সূর্য কেবল দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দুই কি তিন বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠেছে, তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।। তখন আমাদের একজন তার অপর সঙ্গীকে বললো, চলো আমরা মসজিদের দিকে যাই। আল্লাহর শপথ! সূর্যের এরূপ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেলায় তাঁর উম্মতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। রাবী বলেন, আমরা মসজিদে চলে আসলাম। রাবী বলেন, আমরা গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। রাবী বলেন, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, তিনি নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন যে, ইতিপূর্বে কখনো তিনি আমাদের নিয়ে কোন নামাযেই ততো দীর্ঘ কিয়াম করেননি। আমরা তাঁর (কিরাআতের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে রুকু করেন এবং তাতে এতো দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে আদায়কৃত কোন নামাযেই ততো দীর্ঘ রুকু করেননি। আমরা তাঁর কোন (কিছু পড়ার) শব্দ শুনতে পাইনি। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে সিজদা করেন এবং তাতে এতো দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন যে, ইতিপূর্বে আমাদের নিয়ে আদায়কৃত কোন নামাযে তিনি ততো দীর্ঘ সিজদা করেননি। আমরা তাঁর কোন (কিছু পড়ার) শব্দ শুনতে পাইনি। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের অনুরূপ করলেন। রাবী বলেন, দ্বিতীয় রাকআতে তাঁর বসা অবস্থায় সূর্য আলোকিত (প্রাসমুক্ত) হলো। তিনি সালাম ফিরালেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি আরো সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সংক্ষিপ্ত)।

نَوْعٌ آخَرُ

১৬-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম।

١٤٨٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ ثَوْبُهُ فَرَعَا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ

عَظِيمٍ مِّنَ الْعُظْمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا بَدَأَ لَشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَوةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ .

১৪৮৬। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে মসজিদে এলেন। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে রত থাকলেন। সূর্য আলোকিত হয়ে গেলে তিনি বলেন : লোকজনের ধারণা যে, নামকরা নেতৃবৃন্দের কারো মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়। আসলে ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। নিশ্চয় কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো মহামহিম আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। মহামহিম আল্লাহ যখন তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁর তাজাজ্বীর (নূরের) আলোকপ্রভা বিস্তার করেন তখন ঐ সৃষ্টি তাঁর ভয়ে ভীত-কম্পিত (নিশ্চিন্ত) হয়ে যায়। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তোমাদের ফরয নামাযসমূহের মধ্যকার সদা আদায়কৃত নামাযের (ফজরের নামাযের) অনুরূপ নামায পড়ো।

١٤٨٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ جَدَّهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَاظِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السُّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِرْعَاؤُ يَجْرُ ثَوْبُهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ اطَّالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلَاءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا .

১৪৮৭। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলো। আমরা তখন মদীনায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তাঁর নামায শেষ হতেই সূর্যগ্রহণও শেষ হলো। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন : নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো

জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা এরূপ কিছু ঘটতে দেখলে তোমাদের সদ্য আদায়কৃত ফরয নামাযের (ফজরের নামাযের) অনুরূপ নামায পড়ো।

১৪৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيِّ أَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَأَيُّهُمَا حَدَّثَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثِ اللَّهُ أَمْرًا .

১৪৮৮। কাবীসা আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ লাগলে আল্লাহর নবী ﷺ দুই রাক্‌আত করে নামায পড়েন, যতোক্ষণ না সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো। অতঃপর তিনি বলেন : কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সৃষ্টি। আর মহামহিম আল্লাহ নিজ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সৃষ্টিকুলে নতুন কিছু ঘটান। নিশ্চয় মহামহিমাম্বিত আল্লাহ যখন তাঁর কোন সৃষ্টির উপর তাঁর নূরের তাজাল্লী বিস্তার করেন তখন তা তাঁর অনুগত হয়ে (নিশ্পত্ত হয়ে) যায়। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে তোমরা নামাযরত থাকো তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহর কিছু ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

১৪৮৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَوةٍ صَلَّيْتُمُوهَا .

১৪৮৯। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় তখন তোমরা তোমাদের সদ্য আদায়কৃত নামাযের অনুরূপ নামায পড়ো।

১৪৯০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَوتِنَا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ .

১৪৯০। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু-সিজদা সহকারে আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়েন।

১৪৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِّنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِمَّنْ خَلَقَهُ يُحَدِّثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحَدِّثِ اللَّهُ أَمْرًا .

১৪৯১। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ দ্রুত বেগে মসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন। তখন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে রত থাকেন, অতঃপর বলেন : জাহিলী যুগের লোকজন বলতো যে, পৃথিবীবাসীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলেই কেবল চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়। অথচ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে নিশ্চয় সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সৃষ্টিতে নতুন কিছু প্রবর্তন করেন। এতদুভয়ের কোনটির গ্রহণ লাগলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ নতুন কোন ফয়সালা না করা পর্যন্ত তোমরা নামাযে রত থাকো।

১৪৯২- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا انْكَشَفَتْ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ أَبْنَاءَ لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ نَاسٌ فِي ذَلِكَ .

১৪৯২। আবু বাক্ৰা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরনের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে এসে মসজিদে পৌঁছেন। লোকজনও দ্রুত তাঁর নিকট এসে জড়ো হলো। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলে তিনি বলেন : চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। মহামহিম আল্লাহ এতদুভয়ের দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তোমাদের উপর আপত্তি জিনিস দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো। আর তা হলো, ইবরাহীম নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক পুত্র মারা গেলে তার সম্পর্কে লোকে বলাবলি করতে লাগলো যে, তার মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

১৪৯৩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ .

১৪৯৩। আবু বাক্ৰা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের এই নামাযের ন্যায় দুই রাকআত নামায পড়েন এবং সূর্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

قَدَرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

১৭- অনুচ্ছেদ : কুসুফের নামাযে ক্বিরাআতের পরিমাণ।

১৪৯৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْفُكُكَتَ
 قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ مِنْهَا عَنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتَهُ لَأَكَلْتُمْ
 مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنَظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا
 النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكْفُرُهُنَّ قَبِيلٌ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ
 الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا
 قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

১৪৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকআত নামায পড়েন। লোকজনও তাঁর সাথে নামায পড়লো। তিনি এ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করেন এবং তাতে সূরা আল-বাকারার প্রায় সম-পরিমাণ কিরাআত পড়েন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। তারপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কম দীর্ঘ। তিনি পুনরায় রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম রুকুর তুলনায় কম সময় অবস্থান করেন। অতঃপর সিজদা করেন। অতঃপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন, তবে প্রথম রুকুর তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কম। তিনি পুনরায় রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম রুকুর তুলনায় কম দীর্ঘ, অতঃপর সিজদা করেন, অতঃপর নামায শেষ করেন, তখন সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেন : নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে মহামহিম আল্লাহর যিকিরে রত হও। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি আপনার এই স্থান থেকে কিছু ধরতে চাইলেন। অতঃপর আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি পিছু সরে গেলেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় আমি জান্নাত দেখেছি বা আমাকে তা দেখানো হয়েছে। আমি তা থেকে একটি আঙ্গুরের থোকা নিতে চেয়েছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তবে অবশ্যই তোমরা পৃথিবী অস্তিত্বমান থাকা পর্যন্ত তা থেকে আহার করতে পারতে। আর আমি দোষখণ্ড দেখছি। আমি আজ যে ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছি তদ্রূপ আর কখনো দেখিনি। আমি তার মধ্যে বেশির ভাগই নারীদের দেখলাম। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, তা কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে অবাধ্যাচরণ করেছিল? তিনি বলেন : তারা স্বামীদের সাথে অবাধ্যাচরণ করেছিল, তারা অনুগ্রহের অকৃজ্ঞতা করেছিল। যদি তুমি তাদের কারো প্রতি সূদীর্ঘ কালও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট তার অমনোপুত কিছু দেখতে পায় তাহলে বলে, আমি কখনো তোমার কোন ভালো ব্যবহার দেখলাম না।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

১৮-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়া।

১৪৯৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১৪৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার রুকু ও চার সিজদা সহকারে (দুই রাকআত) নামায পড়লেন এবং তাতে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়লেন। তিনি যখনই তাঁর মাথা রুকু থেকে উঠাতেন তখন বলতেন : “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহু রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ”।

تَرْكُ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

১৯-অনুচ্ছেদ : উক্ত নামাযে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ বর্জন করা।

১৪৯৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

১৪৯৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আমরা তাঁর (কিরাআত পাঠের) আওয়াজ শুনতে পাইনি।

بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

২০-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফে সিজদার তাসবীহ।

১৪৯৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ

الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا أَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ عَرِضْتُ عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَعَرِضْتُ عَلَى النَّارِ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةً أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَتْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي الدَّعْدَعِ سَارِقَ الْحَجِيجِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمُحْجِنِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذِّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ قَالَ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং তাতে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন। অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। (অধস্তন রাবী) শো'বা (র) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি (আতা) সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন। তিনি সিজদার অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন আর বলেছেন : “প্রভু! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শান্তি প্রদানের) ওয়াদা করোনি। আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শান্তি প্রদানের) ওয়াদা করোনি (বরং তার বিপরীত ওয়াদা করেছো)।” তিনি নামাযশেষে বলেন : আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল, এমনকি আমি যদি আমার হাত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফলগুচ্ছ সংগ্রহ করতে পারতাম। আমার সামনে দোযখও পেশ করা হয়েছিল। আমি তাতে এই আশংকায় ফুঁ দিতে থাকলাম যে, তার উত্তাপ তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে কিনা! আমি তাতে আল্লাহ্র রাসূলের (আমার) এক জোড়া উট চোরকেও দেখলাম। আমি তাতে হাজ্জীদের মালচোর আদ-দা'দা গোত্রের সেই ব্যক্তিকেও দেখলাম। তার শান্তি অনুভূত হলে সে বলে, এতো বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠির কাজ। আমি তাতে দীর্ঘকায় এক নারীকেও দেখলাম যাকে একটি বিড়াল বেঁধে রাখার অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে সেটিকে পানাহারও করতে দেয়নি এবং বন্ধনমুক্তও করেনি যে, তা জমীনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারতো, শেষে সেটি মারা যায়। আর নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং এরা হলো আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন।

অতএব যখন এতদুভয়ের কোনটির গ্রহণ লাগে অথবা এর কোনটির অনুরূপ কিছু ঘটে তখন তোমরা মহামহিম আল্লাহর যিকিরে ধাবিত হও।

بَابُ التَّشْهَدِ وَالتَّسْلِيمِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

২১-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফের তাশাহুদ ও সালাম।

১৬৭৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَنَادَى أَنْ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ آدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ آدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ آدْنَى مِنَ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ آدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ آدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ آدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَأَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلَاةِ .

১৪৯৮। আয়েশা (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন এবং সে ঘোষণা করলো : নামাযের জন্য সমবেত হও। অতএব লোকজন সমবেত

১৪৯৯। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। তিনি (তাতে) দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি পুনরায় দীর্ঘ রুকু করলেন, অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ সিজদা করেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতেও দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন, অতঃপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। পুনরায় দীর্ঘ রুকু করেন। অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে দীর্ঘ সিজদা করেন, পুনরায় উঠে দীর্ঘ সিজদা করেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে নামায শেষ করেন।

بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

২২-অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফ পড়ার পর মিন্বারের উপর বসা।

১৫০০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فُخِيفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَحْوَةٌ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ دُونَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفْتَنَةِ الدَّجَالِ مُخْتَصِرٌ .

১৫০০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ কোথাও বের হয়ে গেলেন। সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব আমরা হুজরার বাইরে বের হয়ে এলাম। আর মহিলারা আমাদের নিকট সমবেত হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাদের নিকট ফিরে এলেন। তখন ছিল দিনের পূর্বাহ্ন। তিনি নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর (রুকু থেকে) নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ান এবং তাও পূর্ববৎ আদায় করেন। তবে এর কিয়াম ও রুকু ছিলো প্রথম রাকআতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন এবং সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি নামাযশেষে মিন্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর বক্তব্যে বললেন : লোকজন তাদের কবরসমূহে দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয়ের অনুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ كَيْفِ الْخُطْبَةِ فِي الْكُسُوفِ

২৩-অনুচ্ছেদ : কুসূফের নামাযের খোতবা কিরূপ হবে?

১৫০। أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَفَرَعَ مِنْ صَلَوَتِهِ وَقَدْ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

১৫০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি অত্যধিক দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর বেশ দীর্ঘ রুকু করেন। অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে বেশ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘক্ষণ। তারপর বেশ দীর্ঘ রুকু করেন, তবে প্রথমবারের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন। অতঃপর (সিজদা থেকে) উঠে দীর্ঘ কিয়াম করেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর দীর্ঘ রুকু করেন, তবে প্রথমবারের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর (রুকু থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম সময়। তিনি পুনরায় দীর্ঘ রুকু করেন, তবে পূর্বের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন। তিনি তাঁর নামায শেষ করলেন এবং সূর্যগ্রহণও শেষ হলো। তিনি জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন : কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে নামায পড়ো, দান-খয়রাত করো এবং মহামহিম আল্লাহ্র যিকির করো। তিনি আরো বলেন : হে

মুহাম্মাদের উম্মত! মহামহিম আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধের অধিকারী কেউ নাই। অতএব তাঁর কোন বান্দা বা বান্দী যেনায় লিপ্ত হলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই খুব কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

১৫০২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ .

১৫০২। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ খুতবা (ভাষণ) দিলেন। তিনি বললেন : অতঃপর।

الْأَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ

২৪-অনুচ্ছেদ : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া পড়ার নির্দেশ।

১৫০৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجْرُ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِيَكُمْ .

১৫০৩। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়া করে নিজের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদের দিকে গেলেন, লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। তারা যেভাবে নামায পড়ে তিনি তদ্রূপ দুই রাকআত নামায পড়েন। সূর্যগ্রহণ শেষ হলে তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বলেন : নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। এতদুভয়ের দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো ও দোয়া করো।

الْأَمْرُ بِالْإِسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ

২৫-অনুচ্ছেদ : চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ চলাকালে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ।

১৫০৪- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُقِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَوَتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ .

১৫০৪। আবু মুসা (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ কিয়ামত হয়ে যাওয়ার আশংকায় ভীত-শংকিত হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মসজিদে এসে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি তাতে এতো দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদা করেন যে, আমি তাঁকে কোন নামাযে কখনো অনুরূপ করতে দেখিনি। তারপর (নামাযশেষে) তিনি বলেন : আল্লাহ প্রেরিত এই নিদর্শনসমূহ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না। বরং আল্লাহ তা পাঠিয়ে তার দ্বারা নিজ বান্দাদের ভয় দেখান। তোমরা এর কিছু দেখলে ভয়ভীতি সহকারে তাঁর যিকির, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় ধাবিত হও।

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা)

مَتَى يَسْتَسْقِي الْاِمَامُ

১-অনুচ্ছেদ : ইমাম কখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন?

১৫০৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْمَوَاشِيُّ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكْتَ الْمَوَاشِيُّ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابُ الثُّوْبِ.

১৫০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলো (ঘাস-পাতার অভাবে) এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। অতএব আপনি মহামহিম আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন এবং এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমাদের এখানে বৃষ্টি হতে থাকলো। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অতিবৃষ্টিতে) ঘরবাড়ি ধ্বংস পড়ছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন : হে আল্লাহ! (তুমি এই বৃষ্টি) পাহাড় ও টিলার চূড়ায়, উপত্যকায় ও গাছ-পালার গোড়ায় (বন-জঙ্গলে) বর্ষণ করো। অতএব পরিধেয় বস্ত্র খুলে যাওয়ার ন্যায় আকাশ থেকে মেঘমালা সরে গেলো।

خُرُوجُ الْإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلْإِسْتِسْقَاءِ

২-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমামের ঈদগাহে যাওয়া ।

১৫০৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلْبُ رِذَاءٍ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ .

১৫০৬ । স্বপ্নে আযানের বাক্যসমষ্টি দর্শনকারী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ঈদগাহে গেলেন । তিনি কিবলামুখী হয়ে এবং পরিধানের চাদর উলটিয়ে পরে দুই রাকআত নামায পড়েন । আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ভুল । যে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে স্বপ্নে আযান দর্শন করানো হয় তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি (রা) । আর ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা) ।

بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ

৩-অনুচ্ছেদ : যে অবস্থায় ইমামের নামাযের জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়া যুক্তিহীন ।

১৫০৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي فَلَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَدِّلًا فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ .

১৫০৭ । হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য । তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ একান্ত বিনীত ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হলেন। তিনি তোমাদের এই ভাষণের মতো কোন ভাষণ দেননি। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন।

১৫০৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ .

১৫০৮। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন (ইসতিসকার নামায পড়েন)।

بَابُ جُلُوسِ الْأِمَامِ عَلَى الْمَنْبَرِ لِلْإِسْتِسْقَاءِ

৪-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে ইমামের মিন্বারের উপর বসা।

১৫০৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ .

১৫০৯। হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ পোশাকে বিনীতভাবে ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি মিন্বারের উপর বসলেও তোমাদের এই খোতবার ন্যায় কোন খুতবা দেননি। বরং তিনি অবিরত দোয়া করতে থাকেন, মিনতি জানাতে থাকেন এবং আল্লাহ আকবার বলতে থাকেন। আর তিনি দুই ইদের নামাযের অনুরূপ দুই রাকআত নামায পড়েন।

تَحْوِيلُ الْأِمَامِ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৫-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ উপস্থিত লোকজনের দিকে রাখা।

১৫১০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ .

১৫১০। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তার চাচা তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি তাঁর চাঁদর উল্টিয়ে পরলেন এবং মানুষের দিকে তার পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। অতঃপর তিনি দুই রাকআত নামায পড়েন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েন।

بَابُ تَقْلِيْبِ الْإِمَامِ الرِّدَاءِ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ

৬-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে পরিধান করা।

১৫১১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ .

১৫১১। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন, দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে পরলেন।

مَتْنٌ يُحَوِّلُ الْإِمَامَ رِدَاءَهُ

৭-অনুচ্ছেদ : ইমাম কখন তার চাদর উল্টিয়ে পরবেন?

১৫১২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং কিবলামুখী হওয়ার সময় নিজের চাদর উল্টিয়ে পরলেন।

رَفْعُ الْإِمَامِ يَدِهِ

৮-অনুচ্ছেদ : ইমামের হাত উপরে তুলে দোয়া করা।

১৫১৩- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو تَقِيٍّ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

১৫১৩। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময় দেখেন যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে, চাদর উন্টিয়ে পরে এবং নিজের দুই হাত উপরে তুলে দোয়া করেন।

كَيْفَ يَرْفَعُ

৯-অনুচ্ছেদ : ইমাম দোয়ার সময় কিভাবে হাত তুলবেন।

১৫১৪- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ ابْطِئِهِ .

১৫১৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় ব্যতীত আর কোন কিছুতে তাঁর দুই হাত তুলতেন না। তিনি তাঁর দুই হাত এতো উপরে তুলতেন যে, এমনকি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো।

১৫১৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللُّحَمِّ عَنْ أَبِي اللُّحَمِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَيْهِ يَدْعُو .

১৫১৫। আবুন-নাহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহজারশয যায়েত নামক স্থানে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করেন।

১৫১৬- أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ الْمَقْبَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَمَرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَاجْتَذَبَ الْبِلَادُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى أَوْسِعْنَا مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى فَقَامَ رَجُلٌ لَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لَا فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتِ السَّبِيلُ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ مِنْ كَثَرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ
عَنَّا الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَكْلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ تَمَرَّقَ
السَّحَابُ حَتَّى مَا تَرَى مِنْهُ شَيْئًا .

১৫১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদা জুমুআর দিন আমরা মসজিদে উপস্থিত
ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে
দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (গরমের কারণে) পথঘাটে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে,
ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং শহরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আপনি আল্লাহর
নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ
তঁার দুই হাত তঁার মুখমণ্ডল বরাবর উপরে তুলে বলেন : ‘হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি
বর্ষণ করুন’। আল্লাহর শপথ! তিনি মিস্রার থেকে না নামতেই আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা
পরিতৃপ্ত করা হলো এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমাদের জনপদে বৃষ্টি হতে
থাকলো। এই দিন এক ব্যক্তি দাঁড়ালো। আমি জানি না, সে সেই লোক কিনা যে রাসূলুল্লাহ
ﷺ-কে বলেছিলেন, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের
উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “ হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বর্ষণ
করুন, আমাদের উপর নয়, বরং পাহাড়ের উপর এবং গাছের কাণ্ডে। রাবী বলেন, আল্লাহর
শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র এই কথা বললেন, সাথে সাথে মেঘমালা টুকরা টুকরা
হয়ে সরে গেলো, এমনকি আমরা তার কিছুই অবশিষ্ট দেখিনি।

ذِكْرُ الدُّعَاءِ

১০-অনুচ্ছেদ : দোয়া সম্পর্কে।

١٥١٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ
قَالَ حَدَّثَنِي وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا .

১৫১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আল্লাহ!
আমাদের পান করাও (আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো)।

١٥١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحَطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ
الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا وَأَيُّمَ اللَّهُ مَا نَرَى فِي
السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّنْ سَحَابٍ قَالَ فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ أَتَاهَا أُمُطْرَتٌ وَنَزَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَانصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَلَمَّا
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ
وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ
حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تَمُطِرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمُطِرُ
بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَظَرَّتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ لَفِي مِثْلِ الْأَكْلِيلِ .

১৫১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী ﷺ জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন
কতক লোক উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, হে আল্লাহর নবী! অনাবৃষ্টি
চলছে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া
করুন, যেন তিনি আমাদের পানি পান করান (বৃষ্টি বর্ষণ করেন)। তিনি বলেন : “হে আল্লাহ!
আমাদের পানি পান করাও (বৃষ্টি বর্ষণ করো), হে আল্লাহ! আমাদের পানি পান করাও”। রাবী
বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা আকাশে মেঘের কোন চিহ্নও দেখিনি। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ
মেঘমালা সৃষ্টি হলো, অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়লো, অতঃপর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো।
রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিথার থেকে) নিচে নামলেন, নামায পড়লেন এবং (নামাযশেষে)
লোকজন চলে গেলো। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হতে থাকলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ
জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়ালে লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর নবী!
(অতিবৃষ্টির ফলে) বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি
আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ মওকুফ করেন। রাসূলুল্লাহ
ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বলেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো,
আমাদের এখানে নয়”। তখন মদীনা থেকে মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে গেলো, তার
আশেপাশে বৃষ্টি হলো, কিন্তু মদীনায় এক ফোটাও বৃষ্টি হলো না। আমি মদীনার দিকে দৃষ্টি
নিবদ্ধ করে দেখলাম যে, তা মেঘমালার যেটনীর মাঝখানে অবস্থিত।

١٥١٩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ

يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ
وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ
أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ آتَسُّ وَلَا وَاللَّهِ مَا تَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَلَا قَرْعَةٍ
وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ
السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَأَمْطَرَتْ قَالَ آتَسُّ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ
دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ
يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ
وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ
اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَيُطَوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ
الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكَ سَأَلْتُ آتَسَّا
أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا .

১৫১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চতুর্দশ জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলেন : “হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো”। আনাস (রা) বলেন, না, আল্লাহর শপথ! আমরা আকাশে কোন মেঘমালা বা মেঘের টুকরাও দেখিনি এবং আমাদের ও ‘সালআ’ পাহাড়ের মাঝখানে ঘর-বাড়িও প্রতিবন্ধক ছিলো না। হঠাৎ ঢালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ প্রকাশ পেলো। তা মধ্যাকাশে ছড়িয়ে পড়লো এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। আনাস (রা) বলেন, না, আল্লাহর শপথ! আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ সূর্যের মুখ দেখিনি। রাবী বলেন, পরবর্তী জুমুআর দিন এক ব্যক্তি একই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আপনি আল্লাহর

নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের থেকে বৃষ্টি মওকুফ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ তাঁর দুই হাত তুলে বলেন : “হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! পাহাড় ও টিলার চূড়ায়, উপত্যকায় এবং গাছপালার গোড়ায় বর্ষণ করুন”। রাবী বলেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো এবং আমরা বের হয়ে রোদের মধ্যে হাঁটলাম। শরীক (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি প্রথমোক্ত ব্যক্তি? তিনি বলেন, না।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

১১-অনুচ্ছেদ : দোয়া করার পর নামায পড়া।

১৫২. - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَيُوثُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبِلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوْلَ رِدَائِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَرَأَ فِيهِمَا .

১৫২০। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার চাচা ও নবী ﷺ-এর সাহাবীকে বলতে শুনেছেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য রওয়ানা হন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করার সময় লোকজনের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে কিবলামুখী হন এবং তাঁর পরনের চাদর উল্টে পরিধান করেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। ইবনে আবু য়েব (র) হাদীসে বলেন, এবং তিনি উভয় রাক্‌আতে কিরাআত পড়েন।

كَمْ صَلَاةٍ الْاِسْتِسْقَاءِ

১২-অনুচ্ছেদ : ইসতিসকার নামায কতো রাক্‌আত?

১৫২১. - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَاسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .

১৫২১। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন।

كَيْفَ صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ

১৩-অনুচ্ছেদ : ইসতিসকার নামায পড়ার নিয়ম।

১৫২২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعُهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَخَشِعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ .

১৫২২। হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক প্রশাসক আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠান তাকে ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে তাকে কিসে বাধা দিয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ পোশাকে বিনীত ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি দুই ঈদের নামাযের মতো দুই রাকআত নামায পড়েন। তিনি তোমাদের এই খোতবার ন্যায় খোতবা দেননি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

১৪-অনুচ্ছেদ : ইসতিসকার নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

১৫২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

১৫২৩। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বের হয়ে এসে ইসতিসকার দুই রাকআত নামায পড়েন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েন।

الْقَوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ

১৫-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি বর্ষণকালে দোয়া পড়া ।

১৫২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُمِطِرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا.

১৫২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি বর্ষণকালে বলতেন : “হে আল্লাহ! এই বৃষ্টিকে প্রবহমান ও উপকারী বানাও”।

كَرَاهِيَةُ الْأَسْتِمْطَارِ بِالْكُوكُبِ

১৬-অনুচ্ছেদ : তারকার সাথে বৃষ্টি বর্ষণকে সংশ্লিষ্ট করা অন্যায্য।

১৫২৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوكُبُ وَالْكُوكُبُ .

১৫২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন প্রকার নিআমত দান করলে তাদের একদল ঐ নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা বলে, নক্ষত্রের কারণে আমাদের (পানি পান করানো হয়েছে), নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের এখানে বৃষ্টি হয়েছে।

১৫২৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَأَمَّا مَنْ أَمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ فَذَاكَ الَّذِي أَمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوكُبِ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَأَمَنَ بِالْكُوكُبِ .

১৫২৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনপদে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তিনি বলেন : তোমরা কি শুনতে পাওনি যে, তোমাদের প্রভু গত রাতে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নিআমত দান করলেই তাদের একদল ঐ নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা বলে, অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের জনপদে বৃষ্টি হয়েছে। অতএব যারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং আমার বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে আমার প্রশংসা করেছে তারাই আমার উপর ঈমান এনেছে এবং তারকার সাথে কুফরী করেছে (তারকার প্রভাব অস্বীকার করেছে)। আর যারা বলে, অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।

১৫২৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينَا بِنَوْءِ الْمَجْدَحِ .

১৫২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ যদি পাঁচ বছর যাবত তাঁর বান্দাদের থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ রাখেন, অতঃপর বৃষ্টির বর্ষণ করেন, তাহলে মানুষের মধ্যে একদল এই বলে কাফের হয়ে যায়, মিজদাহ নামক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

مَسْأَلَةُ الْأَمَامِ رَفَعَ الْمَطَرَ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

১৭-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিতে ক্ষতির আশংকা হলে তা মওকুফের জন্য ইমামের দোয়া করা।

১৫২৮- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِئِهِ يَسْتَسْقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلَيْهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ

الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلَائِكَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ
بِيَدَيْهِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ .

১৫২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক বছর অনাবৃষ্টি হলো। তখন মুসলমানদের কেউ জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে, মাটি শুকিয়ে গেছে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তিনি তাঁর দুই হাত উপরে তুললেন (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন)। আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখিনি। তিনি তাঁর দুই হাত এতোটা প্রসারিত করেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি মহামহিম আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। রাবী বলেন, আমরা জুমুআর নামায শেষ না করতেই (বৃষ্টির আধিক্যহেতু) নিকটবর্তী ঘর-বাড়ির যুবকরা তাদের বাড়ী-ঘরে পৌঁছাতে দৃষ্টিভ্রান্ত হলো। বৃষ্টি এক সপ্তাহ স্থায়ী হলো। যখন পরবর্তী জুমুআর দিন এলো লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বাড়ি-ঘর ধ্বংস যাচ্ছে এবং কাফেলার যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাবী বলেন, আদম-সন্তানের দ্রুত বিরজিবোধের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন এবং নিজ হাতের ইশারায় বলেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। অতএব মেঘমালা মদীনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে গেলো।

بَابُ رَفْعِ الْأِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ امْسَاكِ الْمَطَرِ

১৮-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি বন্ধের জন্য ইমামের হাত তুলে দোয়া করা।

১৫২৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ النَّاسُ
سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ
لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا
وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ
يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْعَدْوِ وَالَّذِي بَلَيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةُ
الْأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ

الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا
فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ
الْجَوْتِ وَسَلَّ الْوَادِي وَلَمْ يَجِ أَحَدٌ مِّنْ نَّاحِيَةٍ إِلَّا أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ .

১৫২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকজন দুর্ভিক্ষের শিকার হলো। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন মিষারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন-সম্পদ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার-পরিজন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। তখন আমরা আকাশে মেঘের কোন টুকরাও দেখিনি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি তাঁর দুই হাত না নামাতেই মেঘমালা পর্বতমালার ন্যায় বিস্তৃত হলো। অতঃপর তিনি মিষার থেকে না নামাতেই আমি দেখলাম যে, বৃষ্টির ফোঁটা তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সেই দিন, পরবর্তী দিন এবং তার পরের দিন থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হতে থাকলো। অতএব সেই বেদুইন আবার দাঁড়িয়ে বললো অথবা অন্য কেউ বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অতি বৃষ্টির ফলে) বাড়ি-ঘর ধ্বংসে পড়ছে এবং ধন-সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে বলেন : “হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়”। তিনি নিজ হাত দ্বারা মেঘমালার কোন প্রান্তের দিকে ইশারা করতেই তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। ফলে মদীনার আকাশ একটি বড়ো গর্তের মতো দেখাচ্ছিল। মাঠে-ময়দানে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হলো এবং মদীনার আশপাশ থেকে যারাই এসেছে তারাই পর্যাপ্ত বৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে।

كِتَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ (শংকাকালীন নামায)

১৫৩০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِيِ بِطَبْرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رُكْعَةً صَفَّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةً أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رُكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً .

১৫৩০। ছা'লাবা ইবনে যাহদাম (র) বলেন, আমরা তাবারিস্তানে সাঈদ ইবনুল আসী (রা)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে হযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও ছিলেন। সাঈদ (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছে? হযায়ফা (রা) বলেন, আমি। তিনি তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে কাতারবন্দী একদল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়লেন। আর অপর একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও শত্রুবাহিনীর মাঝখানে অবস্থানরত ছিল। অতএব তিনি তাঁর নিকটস্থ দলটিকে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়ার পর তারা সরে গিয়ে ঐ দলের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং তারা (নামাযের কাতারে) আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও এক রাকআত নামায পড়েন।

১৫১৩১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ

سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ بِطَبْرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ خُذِيفَةُ أَنَا فَقَامَ خُذِيفَةُ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفِّينَ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَّ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رُكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانٍ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أَوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

১৫৩১। ছা'লাবা ইবনে যাহ্দাম (র) বলেন, আমরা সাঈদ ইবনুল আসী (রা)-র সাথে তাবারিস্তানে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি। অতএব হুযায়ফা (রা) দাঁড়ালেন এবং লোকজন তার পিছনে দুই কাতারে দাঁড়ালো-এক কাতার তাঁর পিছনে এবং অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তিনি তাঁর পিছনের নিকটস্থ কাতারের লোকদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর এই কাতারের লোক ঐ কাতারের স্থানে গেলো এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়েও এক রাক'আত নামায পড়েন এবং তারা (দ্বিতীয় রাক'আত) পূর্ণ করেননি।

١٥٣٢- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلَوةِ خُذِيفَةَ .

১৫৩২। যাহ্য়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে হুযায়ফা (রা)-র অনুরূপ নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন।

١٥٣٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رُكْعَةً .

১৫৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তোমাদের নবীর জবানিতে আবাসের নামায চার রাক'আত, সফরের নামায দুই রাক'আত এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ) এক রাক'আত ফরয করেছেন।

١٥٣٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ وَصَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفًّا صَفًّا وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رُكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هُوَلَاءُ إِلَى مَكَانٍ هُوَلَاءُ وَجَاءَ أَوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

১৫৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'যু-কারাদ' যুদ্ধক্ষেত্রে নামায পড়লেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে দুই কাতারে কাতারবন্দী হলো। এক কাতার তাঁর পিছনে এবং অপর কাতার শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। অতএব তিনি তাঁর নিকটস্থ কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর এরা ফিরে গিয়ে ওদের (দ্বিতীয় কাতারের) স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ওরা এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাকআত নামায পড়েন এবং এরা দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করেনি।

১৫৩৫ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أَنَسُ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا أَحْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

১৫৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) দাঁড়ালেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং তারাও তাকবীর বললো। অতঃপর তিনি রুকুতে গেলেন এবং তাদের কতকও রুকুতে গেলো। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়ালে তাঁর সাথে সিজদাকারীরা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদের পাহারায় নিয়োজিত হলো এবং সেই অপর দলটি এসে নবী ﷺ-এর সাথে রুকু-সিজদা করলো। আর সকল লোকই নামাযের মধ্যে ছিল। তারা তাকবীর বলতো, কিন্তু (এই অবস্থায়) পরস্পর পরস্পরকে (নিরাপত্তামূলক) পাহারাও দিতো।

১৫৩৬ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ مَا كَانَتْ صَلَوةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ كَصَلَاةِ آخِرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلَفَ
 ائِمَّتَكُمْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَّهَُا كَانَتْ عُقْبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ
 رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا
 جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَوَاتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا
 قِيَامًا لِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّسْلِيمِ .

১৫৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, শংকাকালীন নামায দুইটি সিজদাবিশিষ্ট ছিলো, তোমাদের এসব ইমামদের পিছনে তোমাদের এসব পাহারাদার সৈনিকদের আজকের এই নামাযের মতোই। তবে পালাক্রমে এক দলের পর অপর দল এই নামায পড়তো। তারা সকলে সমবেত থাকা অবস্থায় তাদের একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (নামাযে) দাঁড়াতো, তাদের একদল তাঁর সাথে সিজদা করতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন এবং তাঁর সাথে তারাও সমবেতভাবে দাঁড়াতো। অতঃপর তিনি রুকুতে যেতেন এবং তারাও সকলে তাঁর সাথে রুকুতে যেতো। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতেন এবং যারা প্রথম দফায় দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলো, তারা তাঁর সাথে সিজদায় যেতো। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যারা তাদের নামাযের শেষে সিজদা করেছিল তারা বসতো, তখন দাঁড়ানো দলটি স্বতন্ত্রভাবে সিজদা করতো, অতঃপর বসতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাতেন।

١٥٣٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُوا
 الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أَوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ
 قَامُوا فَقَضَوْا رُكْعَةً رُكْعَةً .

১৫৩৭। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে শংকাকালীন নামায পড়লেন। একদল তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো এবং অপর দল শত্রুর মুখামুখি কাতারবন্দী হয়ে থাকলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর এরা চলে গেলো এবং ওরা এলো। তিনি এদেরকে নিয়েও এক রাক্‌আত পড়লেন। তারপর সকলে দাঁড়িয়ে পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্‌আত করে পড়লো।

১৫৩৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَوةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَوتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

১৫৩৮। সালেহ ইবনে খাওয়াত (র) থেকে এমন একজন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত যিনি যাতুর-রিকা যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শংকাকালীন নামায পড়েছেন। একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাতারবন্দী হলো এবং অপর দল শত্রুর মুখামুখি হয়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা এককভাবে আরেক রাক্‌আত পূর্ণ করে শত্রুর প্রতিরোধে চলে গিয়ে তাদের মুখামুখি কাতারবন্দী হলো এবং অপর দলটি আসার পর তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর অবশিষ্ট নামায পড়লেন, অতঃপর বসে থাকলেন। পরের দলটি এককভাবে (আরেক রাক্‌আত পড়ে) নিজ নিজ নামায পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরান।

১৫৩৯- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاْجِهَةً الْعَدُوَّ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَوْلَيْكَ وَجَاءَ أَوْلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضُوا رُكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضُوا رُكْعَتَهُمْ .

১৫৩৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দলের একটির সাথে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুখামুখি অবস্থান করলো। অতঃপর এরা চলে গিয়ে ওদের স্থানে অবস্থান নিলো এবং ঐ দলটি এসে গেলে তিনি তাদের সাথে আরেক রাক্‌আত নামায পড়ে তাদের নিয়ে সালাম ফিরান। অতঃপর এই দল দাঁড়িয়ে এককভাবে এক রাক্‌আত পূর্ণ করলো এবং ঐ দলও দাঁড়িয়ে এককভাবে এক রাক্‌আত পূর্ণ করলো।

১৫৪০- أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ

فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَقْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ .

১৫৪০। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নজদ এলাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে গিয়েছিলাম। অতএব আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমাদের একদল তাঁর সাথে (নামাযে) দাঁড়ালো এবং অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান নিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে লোকদের নিয়ে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর তারা ফিরে গিয়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলের অবস্থানে অবস্থান নিলো যারা নামাযে অংশগ্রহণ করেনি। অতঃপর নামাযে অংশগ্রহণ না করা দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করে নামায শেষ করলো।

১৫৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ .

১৫৪১। যুহরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) পড়েছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকবীর (তাহরীমা) বলেন এবং আমাদের একদল তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো, আর অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলো। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা (সহকারে এক রাক'আত আদায়) করেন। অতঃপর তারা ফিরে

গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং অপর দলটি এসে নবী ﷺ-এর সাথে পূর্বোক্ত নিয়মে নামায পড়লো। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর উভয় দলের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি রুকু ও দুইটি সিজদা (সহকারে নিজ নিজ নামায পূর্ণ) করে।

১৫৪২- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا
الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَابْنِ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَطَائِفَةٌ
مُوْاجِهَةً الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا
وَلَمْ يَسْلُمُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى
فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَقَدْ أَتَمَّ رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ
مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ السَّنِيِّ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ .

১৫৪২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বললেন। আমাদের একদল তাঁর পিছনে নামায পড়ে এবং অপর দল (প্রতিরক্ষায়) শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে একটি রুকু ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা সালাম না ফিরিয়ে চলে গেলো এবং শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দ্বিতীয় দলের স্থানে অবস্থান নিলো। আর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে একটি রুকু ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাকআত পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই রুকু ও চার সিজদায় দুই রাকআত পূর্ণ হওয়ায় তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর উভয় দলের লোকজন দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেকে একটি রুকু ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাকআত পূর্ণ করে। আবু বাকর ইবনুস সুন্নী (র) বলেন, যুহরী (র) ইবনে উমার (রা)-এর নিকট দুইটি হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু এ হাদীছ তার নিকট শুনে ননি।

১৫৪৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزاءِ الْعَدُوِّ

فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ
الطَّائِفَتَانِ رُكْعَةً رُكْعَةً .

১৫৪৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পড়েন। একদল মুজাহিদ তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকে। যারা তাঁর সাথে ছিল তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়েন। তারপর তারা চলে গেলো এবং অপর দলটি আসলে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরেক রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর উভয় দলের সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্‌আত নামায পূর্ণ করে।

١٥٤٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ
الْمُقَرِّيُّ ح وَآخِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّوَةٌ
وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنَ
الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ نَعَمْ قَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَصَلَاةِ الْعَصْرِ
وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظَهَرَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رُكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ
الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامَ مُقَابِلِ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ
الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ
الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ
الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ
ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
رُكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَتَانِ رُكْعَتَانِ .

১৫৪৪। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছেন? আবু হুরায়রা (রা)

বলেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কখন? তিনি বলেন, নজদ এলাকায় জিহাদের বছর! রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একদল দাঁড়ালো। আর অপর দল কিবলার দিকে পিঠ রেখে (কিবলাকে পিছনে রেখে) শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারা সকলে তাকবীর বললো, তারপর তাঁর নিকটস্থ দলটি তাঁর সাথে একটি রুকু করলো। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর নিকটের দলটিও সিজদা করলো। আর অপর দলটি শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাঁর নিকটের দলের লোকেরাও দাঁড়ালো। তারা গিয়ে শত্রুর মোকাবিলার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হলো। আর যে দলটি শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে রুকু ও সিজদা করলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ব-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তারা দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও একটি রুকু করেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকু করে। আবার তিনি সিজদা করেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা করে। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলটি এলো এবং তারা রুকু ও সিজদা করলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে থাকলেন এবং যারা তার সাথে ছিল তারাও বসে থাকলো। তারপর ছিল সালাম ফিরানোর পালা। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন, তারা সকলেও সালাম ফিরালো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায হলো দুই রাকআত এবং উভয় দলের প্রত্যেকের নামাযও হলো দুই রাকআত।

١٥٤٥- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُيَيْدٍ الْهِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلًا بَيْنَ ضُجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُوْلَاءِ صَلَوةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ابْنَانِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رُكْعَةً تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رُكْعَةً رُكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رُكْعَتَانِ .

১৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের অবরোধ করে দাজনান পর্বত ও উসফান নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। মুশরিকরা বললো, এদের জন্য এমন একটি নামায আছে, যা তাদের নিকট তাদের সন্তান-সন্ততি ও তরঙ্গী স্ত্রীর চেয়েও অধিক প্রিয়। তোমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত (প্রতুতি) নাও, অতঃপর তাদের উপর একযোগে

আক্রমণ করো। তখন জিবরীল (আ) এসে তাঁকে আদেশ দেন, তিনি যেন তাঁর সাহাবীদের দুই দলে বিভক্ত করেন এবং তাদের এক দলকে নিয়ে তিনি নামায পড়েন এবং অপর দল সশস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাদের সাথে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়বেন। অতঃপর এই দল পিছনে (দ্বিতীয় দলের অবস্থানে) সরে যাবে এবং তারা সামনে আসবে। তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাকআত নামায পড়বেন। তাতে তাদের নামায হবে এক রাকআত করে এবং তাঁর নামায হবে দুই রাকআত।

১৫৬৬ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أَوْلَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رُكْعَتَانِ وَلَهُمْ رُكْعَةٌ .

১৫৬৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। অতএব এক কাতার তাঁর সামনে দাঁড়ায় এবং অপর কাতার তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর পিছনের কাতারের লোকজন নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে এক রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর এরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অপর দল পিছনে এসে পূর্ববর্তীদের স্থানে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে আরো এক রাকআত নামায পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান। ফলে নবী ﷺ-এর হলো দুই রাকআত এবং তাদের হলো এক রাকআত।

১৫৬৭ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ أَتَانِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ أَنَّهُمْ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمْ أَوْلَئِكَ .

১৫৪৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নামাযের ইকামত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ান এবং একদল তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। আরেক দল শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়। তিনি তাঁর পিছনের দলকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে এক রাকআত পড়েন। অতঃপর এরা শত্রুর মুখোমুখি অবস্থানকারীদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং অপর দলটি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে আরো এক রাকআত পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরান, তাঁর পিছনের দলও সালাম ফিরায় এবং ঐ দলটিও সালাম ফিরায়।

১৫৪৮- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَهْمِيُّ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمَكْنَتِهِمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخَرُ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فِي مَقَامِ الْآخَرِينَ قِيَامًا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامًا فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১৫৪৮। জাবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ-এ উপস্থিত ছিলাম। আমরা তাঁর পিছনে দুই কাতারে দাঁড়িলাম। আর শত্রুবাহিনী আমাদের ও কিবলার মাঝখানে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললে আমরাও তাকবীর বললাম; তিনি রুকু করলে আমরাও রুকু করলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালে আমরাও মাথা উঠিলাম। সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা ঝুকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং দ্বিতীয় কাতার দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর নিকটতর কাতার (সিজদা থেকে) মাথা তোলার পর দ্বিতীয় কাতার স্বস্থানে সিজদায় যায়। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী কাতার পিছনে সরে গিয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকজন এসে প্রথম কাতারে তাদের স্থানে দাঁড়ায়। নবী ﷺ রুকুতে গেলে আমরাও রুকুতে গেলাম, অতঃপর তিনি (রুকু থেকে) উঠলে আমরাও উঠলাম। তিনি মাথা

ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে তার নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং অপর দল স্বস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর নিকটবর্তীরা মাথা উঠালে অন্য দল সিজদায় যায়। অতঃপর তিনি সালাম ফিরান।

১৫৪৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْلِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مُصَافٍ هَؤُلَاءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكُمْ .

১৫৪৯। জাবের (রা) বলেন, আমরা নাখলা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম এবং শত্রুবাহিনী ছিল আমাদের ও কিবলার মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর (তাহরীমা) বললে তারা সকলেই তাকবীর বলে। তিনি রুকূতে গেলে অরাও সকলে রুকূতে যায়। অতঃপর নবী ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তীরাও সিজদায় যায় এবং অপর দল এদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। তারা দাঁড়ানোর পর এরা স্বস্থানে সিজদায় যায়। অতঃপর এই দল ঐ দলের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়। অতঃপর তিনি রুকূতে গেলে তারাও সকলে রুকূতে যায়। অতঃপর নবী ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং অপর কাতার তাদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। তারা সিজদা করে বসলে পর অপর কাতার স্বস্থানে সিজদা করে। অতঃপর তিনি সালাম ফিরান। জাবের (রা) বলেন, যেমন তোমাদের শাসনগণ করে থাকেন।

১৫৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ شَعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَّأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ حَفِظِي مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافٍ الْعَدُوَّ يَعْصِفَانِ وَعَلَى الْمَشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ قَالَ الْمَشْرِكُونَ إِنَّهُمْ

لَهُمْ صَلَوةٌ بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا فَرَعُوا مِنْ سَجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ .

১৫৫০। অধস্তন রাবী ইবনে বাশশার (র)-এর বর্ণনা মোতাবেক নবী ﷺ উসফান নামক স্থানে শত্রুবাহিনীর মুখামুখি ছিলেন। মুশরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। নবী ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে যুহরের নামায পড়েন। মুশরিকরা বললো, নিশ্চয় এই নামাযের পর তাদের আরো একটি নামায আছে যা তাদের নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়েন। তারা তাঁর পিছনে দুই কাতারে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলকে নিয়ে রুকু করেন। তারা (রুকু থেকে) তাদের মাথা উঠানোর পর তিনি তাঁর নিকটবর্তীদের নিয়ে সিজদায় যান এবং অন্যরা (দ্বিতীয় কাতার) দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সিজদা থেকে তাদের মাথা তোলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নিজেদের রুকু আদায়কারী দ্বিতীয় দল সিজদা করে। অতঃপর সামনের কাতার পিছনে এবং পিছনের কাতার সামনে সরে আসে। অতএব তাদের প্রত্যেকে নিজ সাথীদের স্থানে সরে দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলকে নিয়ে রুকু করেন। তারা রুকু থেকে তাদের মাথা তোলার পর তাঁর নিকটবর্তী কাতার সিজদায় যায় এবং পরবর্তী কাতার দাঁড়িয়ে থাকে। তারা তাদের সিজদা সম্পন্ন করলে পর পরবর্তী কাতার সিজদায় যায়। অতঃপর নবী ﷺ তাদের নিয়ে সালাম ফিরান।

১৫৫১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْثَقَانِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمَشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَرَةً وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً فَتَزَلَّتْ يَغْنَى صَلَوةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ

الْعَصْرِ فَرَّقْنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً تَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَعْنِي يَلُونَهُ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَقَامُوا فِي مَصَافٍ أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بَارِضٍ بَنِي سُلَيْمٍ .

১৫৫১। আবু আইয়্যাস আয-যুরাকী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'উসফান' নামক স্থানে যুদ্ধরত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। সেদিন মুশরিকদের অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। মুশরিকরা বললো, আমরা তাদের ব্যাপারে অর্বাচীনতা প্রদর্শন করেছি। আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছি। তখন যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে সালাতুল খাওফ-এর বিধান নাযিল হয়। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়েন। আমরা দুই দলে বিভক্ত হলাম। একদল নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়ে এবং অপর দল তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাঁর নিকটবর্তী দল এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলসহ তাকবীর (তাহরীমা) বলেন। তিনি রুকু করলে তারাও সকলে একযোগে রুকু করে। অতঃপর তাঁর নিকটবর্তী দল সিজদা করে, অতঃপর পিছনে সরে যায় এবং দ্বিতীয় দল সামনে এসে সিজদা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ান। অতঃপর তাঁর নিকটবর্তী দল এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলের সকলকে নিয়ে রুকু করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী দলসহ সিজদা করেন। অতঃপর এরা পিছনে তাদের সাথীদের স্থানে সরে গিয়ে কাতারবন্দী হয় এবং ওরা সামনে অগ্রসর হয়ে সিজদা করে। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফিরান। ফলে তাদের প্রত্যেকের নিজেদের ইমামের সাথে দুই রাকআত করে নামায হলো। তিনি একবার সুলাইম গোত্রের এলাকায়ও সালাতুল খাওফ আদায় করেন।

১৫৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْعُودٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا .

১৫৫২। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দলকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত সালাতুল খাওফ আদায় করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। পুনরায় তিনি অপর দলটিকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান। অতএব নবী ﷺ পড়লেন চার রাক্‌আত নামায।

১৫৫৩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১৫৫৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সাথীদের এক দলকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরান এবং তাদের অপর দলকে নিয়েও দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরান।

১৫৫৪- أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِئُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكَعَةً رَكَعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

১৫৫৪। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের একদল ইমামের সাথে দাঁড়াবে। আরেক দল শত্রুর মুখামুখি দাঁড়াবে এবং তাদের মুখমণ্ডল থাকবে শত্রুবাহিনীর দিকে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত পড়বেন এবং তারা স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এক রুকু ও দুই সিজদা করে আরো এক রাক্‌আত পড়বে, অতঃপর এরা ওদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিবে এবং ওরা আসলে পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়বেন। তাতে ইমামের নামায হবে দুই রাক্‌আত এবং তাদের হবে এক রাক্‌আত। অতঃপর তারা এক রুকু ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়বে।

১৫৫৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْآخَرِينَ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। একদল তাঁর সাথে নামায পড়ে এবং অপর দল শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে (প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত) থাকে। তিনি তাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর এরা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিতদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান।

১৫৫৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِينَ جَاؤَا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৬। আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর পিছনের লোকদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন এবং পরে আসা লোকদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায হলো চার রাকআত এবং এদের সকলের নামায হলো দুই রাকআত দুই রাকআত।

অধ্যায় : ১৯

كِتَابُ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ (দুই ঈদের নামায)

১-অনুচ্ছেদ : (উৎসবের দুই দিন)।

১৫৫৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى .

১৫৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, জাহিলী যুগের লোকজনের প্রতি বছর দু'টি দিন নির্দিষ্ট ছিল যাতে তারা আমোদ-ফুর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতো। নবী ﷺ মদীনায আসার পর বলেন : তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল যাতে তোমরা আমোদ-ফুর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতে। এখন আল্লাহ তোমাদের জন্য দুই দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিক উত্তম দুইটি দিন দান করেছেন—ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানীর দিন।

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

২-অনুচ্ছেদ : সকাল সকাল দুই ঈদের নামাযের উদ্দেশে রওয়ানা করা।

১৫৫৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهَيْلَالَ فَاتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطَرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ .

১৫৫৮। আবু উমাইর ইবনে আনাস (রা) থেকে তার চাচাদের সূত্রে বর্ণিত। এক দল লোক নতুন চাঁদ দেখে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি তাদেরকে পরের দিন বেশ বেলা হলে রোযা ভংগ করার এবং ঈদের মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

خُرُوجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদ: কিশোরী, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযথস্ত নারীদের দুই ঈদের নামাযে গমন।

১৫৫৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ يَا أَبَا فَقُلْتُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَا قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلِتَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي .

১৫৫৯। হাফসা (রা) বলেন, উম্মু আতিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করলেই বলতেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, (তঁার জন্য) আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। তিনি বলেন : কিশোরী, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযথস্ত নারীরাও যেন রওয়ানা হয় এবং ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে শরীক হয়। তবে হায়েযথস্ত নারীরা যেন (ঈদের) নামায থেকে বিরত থাকে।

اعْتَزَلَ الْحَيْضُ مُصَلَّى النَّاسِ

৪-অনুচ্ছেদ : হায়েযথস্ত নারীদের জনগণের নামাযের স্থান থেকে পৃথক অবস্থান।

১৫৬০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ يَا أَبَا قَالَ أَخْرَجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلِيَعْتَزِلَ الْحَيْضُ مُصَلَّى النَّاسِ .

১৫৬০। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি উম্মু আতিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন? আর তিনি কখনো তাঁর উল্লেখ করলেই বলতেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। তিনি ﷺ বলেছেন : তোমরা কিশোরী ও পর্দানশীন যুবতীদের বের করো (ঈদের মাঠে নিয়ে যাও) যাতে তারা কল্যাণকর কাজে (ঈদের নামাযে) ও মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে পারে। তবে হায়েযথস্ত মহিলারা যেন জনগণের নামাযের স্থান থেকে পৃথক অবস্থান করে (নামায না পড়ে)।

بَابُ الزَّيْنَةِ لِلْعِيدَيْنِ

৫-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের দিন সাজসজ্জা করা ।

১৫৬১- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنْ اسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغِ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَقْدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْهَا وَتَصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ .

১৫৬১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বাজারে লাল বর্ণের একজোড়া মোটা রেশমী চাদর পেলেন। তিনি তা (ক্রয়ের জন্য) গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং ঈদের অনুষ্ঠানে ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় তা পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই পোশাক তাদেরই শোভা পায় যাদের (আবেহরাতের) কোন অংশ নাই। এই পোশাক তাদেরই শোভা পায় যাদের কোন অংশ নাই। অতঃপর আল্লাহর মর্জি মাক্ফি উমার (রা) অপেক্ষায় থাকলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা)-এর জন্য একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন। তিনি সেটি গ্রহণ করে শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছেন : এটা তাদের পোশাক যাদের (আবেহরাতের) কোন অংশ নাই। অতঃপর আপনি আমার জন্য তা পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তা বিক্রয় করো, অতঃপর তা (মূল্য) দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করো।

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের পূর্বে নামায পড়া।

১৫৬২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زُهْدَمٍ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ

أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ .

১৫৬২। ছা'লাবা ইবনে যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আবু মাসউদ (রা)-কে জনগণের প্রতিনিধি (প্রশাসক) নিয়োগ করেন। অতএব তিনি এক ঈদের দিন বের হয়ে বলেন, হে জনগণ! ইমামের পূর্বে নামায পড়া সুনাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

تَرْكُ الْأَذَانِ لِلْعِيدَيْنِ

৭-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযে আযান নাই।

١٥٦٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

১৫৬৩। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঈদে আমাদের নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত এবং ভাষণ (খোতবা) দেয়ার আগে নামায পড়েন।

الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ

৮-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিনের (ঈদের নামাযের) খোতবা।

١٥٦٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَالَ إِنْ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَبَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ أَذْبَحْهَا وَلَنْ تُؤْفَى عَنْ أَحَدٍ بِعَدِّكَ .

১৫৬৪। আশ-শা'বী (র) বলেন, আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) মসজিদের এক খুঁটির পাশে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোরবানীর দিন খোতবা

(ভাষণ) দেন এবং তাতে বলেন : আমাদের এই দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজ করবো তা হলো, আমরা নামায পড়বো, অতঃপর কোরবানী করবো। অতএব যারা অনুরূপ করলো তারা আমাদের সন্নাতে পেয়ে গেলো। আর যারা নামাযের পূর্বে কোরবানী করলো তা শুধু গোশতই হবে যা তাদের পরিবারবর্গের জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা করেছে। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) নামাযের পূর্বে যবেহ করেছিলেন। তাই তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট একটি এক বছর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা দুই বছরের বাচ্চা অপেক্ষা হুটপুট। তিনি বলেন : তুমি তাই যবেহ করো। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

৯-অনুচ্ছেদ : খোতবা দেয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তে হবে।

১৫৬৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

১৫৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ও উমার (রা) খোতবা দেয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তেন।

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنْزَةِ

১০-অনুচ্ছেদ : বর্ষা সামনে স্থাপন করে দুই ঈদের নামায পড়া।

১৫৬৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنْزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا .

১৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন একটি বর্ষা সাথে নিয়ে তা মাটিতে গাড়তেন, অতঃপর সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন।

عَدَدُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

১১-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযের রাকআত সংখ্যা।

১৫৬৭- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُبَيْدِ الْأَيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْخُطَابِ قَالَ صَلَاةُ الْأَضْحَى رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৫৬৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর যাবানীতে ঈদুল আযহার নামায দুই রাকআত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকআত, মুসাফিরের নামায দুই রাকআত এবং জুমুআর নামায দুই রাকআতই পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ নয়।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

১২-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযে সূরা কাফ ও সূরা ইকতারাবাত পড়া।

১৫৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ .

১৫৬৮। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, উমার (রা) এক ঈদের দিন রাওয়ানা হয়ে আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আজকের দিন নবী ﷺ (নামাযে) কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন? তিনি বলেন, সূরা কাফ ও সূরা ইকতারাবাত।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া" তিলাওয়াত করা।

১৫৬৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا .

১৫৬৯। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদ এবং জুমুআর নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া সূরাদ্বয় পড়তেন। কখনো ঈদ ও জুমুআ একই দিনে হলেও তিনি তাতে উপরোক্ত সূরা দুইটিই পড়তেন।

بَابُ الْحُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযের পর খোতবা দেয়া।

১৫৭০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ .

১৫৭০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খোতবার পূর্বে নামায পড়েন, অতঃপর খোতবা দেন।

১৫৭১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

১৫৭১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর দিন নামায পড়ার পর আমাদের উদ্দেশে খোতবা দেন।

التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

১৫-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযের খোতবা শোনার জন্য বসার বা চলে যাওয়ার অনুমতি আছে।

১৫৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَقُمْ .

১৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের নামায পড়ার পর বলেন : যে ব্যক্তি চলে যেতে চায় সে চলে যেতে পারে। আর যে ব্যক্তি খোতবা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে যেন অবস্থান করে।

الزَّيْنَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

১৬-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের খোতবা দেয়ার জন্য উত্তম পোশাক পরা।

১৫৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رِثَّةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْضَرَانِ .
১৫৭৩। আবু রিমছা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি সবুজ বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় খোতবা দিতে দেখেছি।

الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ

১৭-অনুচ্ছেদ : উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খোতবা দেয়া।

১৫৭৪- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٍّ أَخَذَ بِخُطَامِ النَّاقَةِ .
১৫৭৪। আবু কাহেল আল-আহমাসী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একটি উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খোতবা দিতে দেখেছি এবং এক হাবশী ক্রীতদাস উষ্ট্রের লাগাম ধরে রেখেছিল।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

১৮-অনুচ্ছেদ : দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের খোতবা দেয়া।

১৫৭৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ .
১৫৭৫। সিমাক (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর কিছুক্ষণ বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খোতবার জন্য) দাঁড়াতেন।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ

১৯-অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে ভর দিয়ে ইমামের খোতবা দেয়া ।

١٥٧٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ حَطْبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخُدَّيْنِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرُنَّ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَابِدَهُنَّ وَأَقْرَطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْدِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ .

১৫৭৬। জাবের (রা) বলেন, এক ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ও ইকামত ছাড়াই খোতবা দেয়ার পূর্বে নামায পড়েন। তিনি নামায শেষ করে বিলাল (রা)-এর দেহের সাথে ভর দিয়ে দাঁড়ান, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন, লোকজনকে উপদেশ দেন, নসীহত করেন এবং তাঁর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর তিনি ঘুরে মহিলাদের নিকট গেলেন। বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিলেন, ওয়াজ-নসীহত করলেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, অতঃপর বলেন : তোমরা দান-খয়রাত করো। কারণ তোমাদের অধিকাংশ জাহান্নামের ইন্ধন। স্বল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ও গণ্ডদেশে কালো দাগবিশিষ্ট এক নারী বললো, কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তোমরা অত্যধিক অভিযোগকারিনী এবং স্বামীর অবাধ্যচারিণী। অতএব তারা নিজেদের গলার হার, কানবালা ও আংটি টেনে টেনে খুলে ফেলে তা দান হিসেবে বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলো।

اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ

২০-অনুচ্ছেদ : জনগণের দিকে মুখ করে ইমামের খোতবা (ভাষণ) দেয়া ।

١٥٧٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَالْأَمْرَ النَّاسُ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ .

১৫৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গিয়ে লোকজনকে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসে সালাম ফিরানোর পর উঠে লোকজনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং লোকজন বসা অবস্থায় থাকতো। যদি তাঁর কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন থাকতো তবে তিনি তা জনগণের সামনে উল্লেখ করতেন। অন্যথা তিনি তাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন : “তোমরা দান-খয়রাত করো”। বেশিরভাগ দান-খয়রাত নারীরাই করতো।

الْأَنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ

২১-অনুচ্ছেদ : নীরবে খোতবা শুনবে।

١٥٧٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৫৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইমামের খোতবা দানকালে তুমি যদি তোমার পাশের লোককে বলো “চুপ করো” তবে তুমি একটি বেহুদা কথা বললে।

كَيْفَ الْخُطْبَةِ

২২-অনুচ্ছেদ : খোতবার (ভাষণের) ধরন বা নিয়ম।

١٥٧٩- أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ

لَهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحْكُمْ مَسَاكُمُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْضِياعًا فَالِيٍّ أَوْ عَلَى وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ .

১৫৭৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খোতবায় (ভাষণে) যা বলতেন (তাহলো), তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতেন, অতঃপর বলতেন : আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশ। সর্বাধিক নিকৃষ্ট কাজ হলো তাতে বেদআতের সূচনা করা। প্রতিটি নতুন (নিকৃষ্ট প্রচলন) হলো বেদআত। প্রতিটি বেদআত হলো ভ্রষ্ট পথ এবং প্রতিটি ভ্রষ্ট পথ দোযখে গিয়েছে। আমি ও কিয়ামত এই দুইটির (পাশাপাশি দুই আঙ্গুলের) মতো প্রেরিত হয়েছি। আর যখন তিনি কিয়ামতের আলোচনা করতেন তখন তাঁর দুই গাল রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তার মনোভঙ্গি কঠোর হতো, যেন তিনি সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন : সাবধান! শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর ভোরবেলা অথবা বিকেল বেলা আঘাত হানতে পারে। অতঃপর তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি রেখে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃসম্বল সম্ভান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

حَثُ الْأِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ : ইমাম তার খোতবায় দান-খররাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

১৫৮০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّيُ

رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُبْعَثَ بَعَثًا تَكَلَّمَ وَالْأَرْجَعَ .

১৫৮০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন বের হয়ে এসে দুই রাকআত (ঈদের) নামায পড়তেন, অতঃপর খোতবা (ভাষণ) দিতেন এবং তাতে দান-খয়রাত করার আদেশ দিতেন। দান-খয়রাতকারীদের বেশির ভাগই হতো মহিলা। যদি তাঁর জন্য কোন প্রয়োজন থাকতো অথবা কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হতো তাহলে তিনি (সেই সম্পর্কে) কথা বলতেন, অন্যথা প্রত্যাবর্তন করতেন।

١٥٨١- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .

১৫৮১। আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় খোতবা দানকালে বলেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় করো। তখন লোকজন পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে। তিনি বলেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে আছে? তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদেরকে জ্ঞান দান করো। কারণ তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবালেগ, বালেগ, স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী সকলের উপর মাথাপিছু অর্থ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর বা বার্লি ঈদুল ফিতরের সদাকা (ফেতরা) হিসাবে ধার্য করেছেন।

١٥٨٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَتَسَكَّ تَسَكَّنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسْكَ وَمَنْ تَسَكَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَأْءٌ لَحْمٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَبَارٍ يَا سَوْولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطَعَمْتُ أَهْلِي

وَجِزَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

১৫৮২। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো এবং আমাদের অনুরূপ কোরবানী করলো সে যথার্থভাবে কোরবানী করেছে। আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে কোরবানী করেছে সেটি গোশতের বকরী। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নামাযের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগেই কোরবানী করেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি জলদি করেছি এবং আমিও খেয়েছি, আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীকেও খাইয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেটা তো গোশতের বকরী। আবু বুরদা (রা) বলেন, আমার নিকট এক বছর বয়সের একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা দু'টি মাংসল বকরীর চেয়েও উত্তম। সেটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

الْقَصْدُ فِي الْخُطْبَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ : পরিমিত খোতবা (ভাষণ)।

১৫৮৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَوَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

১৫৮৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম। তাঁর নামাযও ছিল পরিমিত এবং তাঁর খোতবাও ছিল পরিমিত (নাতিদীর্ঘ)।

الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوتُ فِيهِ

২৫-অনুচ্ছেদ : দুই খোতবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরবতা অবলম্বন।

১৫৮৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاثَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقْهُ .

১৫৮৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খোতবা দিলেন, অতঃপর ক্ষণিক কথা না বলে (নীরবে) বসে থাকলেন, অতঃপর

দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিলেন। অতএব কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে অবহিত করে যে, নবী ﷺ বসা অবস্থায় খোতবা দিয়েছেন, তবে তুমি তাকে বিশ্বাস করো না।

الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرُ فِيهَا

২৬-অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া এবং তাতে যিকির (দোয়া) করা।

১৫৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَوَتُهُ قَصْدًا .

১৫৮৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খোতবায়) আয়াত পড়তেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তাঁর খোতবাও ছিল পরিমিত এবং তাঁর নামাযও ছিল পরিমিত।

نَزُولُ الْأَمَامِ عَنِ الْمَنْبَرِ قَبْلَ قِرَائِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

২৭-অনুচ্ছেদ : খোতবা সমাপ্ত করার পূর্বে মিম্বার থেকে ইমামের অবতরণ।

১৫৮৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَتَزَلَّ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْرَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا .

১৫৮৬। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) এলেন। তাদের পরনে ছিল দুটি লাল জামা। তারা হেঁটে আসছিলেন আর আছাড়-পাছাড় খাচ্ছিলেন। তিনি নিচে নেমে এসে তাদেরকে তুলে নিয়ে বলেন : আল্লাহ সত্য বলেছেন, “নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ” (সূরা তাগাবুন : ১৫)। আমি এদের দেখলাম যে, এরা হাঁটছে আর এদের জামায় পেঁচিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত আমি নিচে নেমে এসে তাদের তুলে নিলাম।

مَوْعِظَةُ الْأَمَامِ النَّسَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثْنَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ

২৮-অনুচ্ছেদ : খোতবা দেয়ার পর ইমামের মহিলাদের উদ্দেশে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজ-নসীহত করা এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত করা।

১৫৮৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صَغَرِهِ أَتَى الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى يَعْنِي حَلْقِهَا تَلْقَى فِي ثَوْبِ بِلَالٍ .

১৫৮৭। আবদুর রহমান ইবনে আবেস (র)- বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর-সাথে ছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর নিকট আমার অবাধ যাতায়াত না থাকতো তাহলে আমি তাঁর সাথে উপস্থিত থাকতে পারতাম না অর্থাৎ তার অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে। তিনি কাছীর ইবনুস সালত-এর বাড়ীর কাছে পঁতাকা বা চিহ্নের নিকট আসলেন এবং নামায পড়লেন, অতঃপর খোতবা দিলেন। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট এসে তাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। তখন তারা নিজেদের হাত বাড়িয়ে গলার অলংকার খুলে তা বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলো।

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا .

২৯-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাযের আগে বা পরে নামায পড়া।

১৫৮৮- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

১৫৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের দিন রওয়ানা হয়ে (মাঠে) গিয়ে দুই রাকআত (ঈদের) নামায পড়েন। তিনি এই নামাযের আগে বা পরে কোন নামায পড়েননি।

ذَبْحُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَدَدُ مَا يَذْبَحُ

৩০-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের পশু যবেহ করা এবং তার যবেহকৃত পশুর সংখ্যা।

১৫৮৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَنْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَأَنكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

১৫৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহার দিন আমাদের উদ্দেশে খোতবা (ভাষণ) দিলেন এবং দুইটি উত্তম বর্ণের ভেড়ার নিকট গিয়ে তা যবেহ করেন।

১৫৯০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ ثَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالمُصَلَّى .

১৫৯০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে কোরবানীর পশু যবেহ করতেন।

اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودُهُمَا

৩১-অনুচ্ছেদ : দুই ঈদ একত্র হওয়া এবং তাতে উপস্থিত থাকা।

১৫৯৩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّرِ قُلْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا .

১৫৯১। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদ এবং জুমু'আর নামাযে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া সূরায্য পড়তেন। কখনো ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হলেও তিনি তাতেও উপরোক্ত সূরা দুটিই পড়তেন।

الرَّخْصَةُ فِي التَّخْلُفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ

৩২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করেছে তার জন্য জুমুআর নামাযে অনুপস্থিত থাকার অবকাশ আছে।

১৫৯২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي إِيسَى بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ .

১৫৯২। ইয়াস ইবনে আবু রামলা (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই ঈদের (ঈদ ও জুমুআ) নামাযে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি দিনের প্রথমভাগে ঈদের নামায পড়েছেন, অতঃপর জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন।

১৫৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ .

১৫৯৩। ওয়াহ্ব ইবনে কায়সান (র) বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা)-এর শাসনামলে দুই ঈদ (ঈদ ও জুমুআ) একত্র হলো। অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি (নামাযের জন্য) বের হতে বিলম্ব করেন। অতঃপর বেত্র হয়ে এসে তিনি দীর্ঘ খোতবা (ভাষণ) দিলেন, অতঃপর (মিথার থেকে) অবতরণ করে নামায পড়েন। কিন্তু তিনি সেদিন জনগণের সাথে জুমুআর নামায পড়েননি। বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি সুন্নাহ নিয়ম অনুযায়ী আমল করেছেন।

ضَرْبُ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন দুফ বাজানো।

১৫৯৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفَيْنِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْنِي فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا .

১৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট দুইটি বালিকা দুফ (একমুখ খোলা ঢোল) বাজাচ্ছিল। আবু বাকর (রা) তাদের ধমক দিলে নবী ﷺ বলেন : তাদেরকে (স্ব-অবস্থায়) ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক জাতিরই একটি ঈদ (আনন্দ উৎসব) আছে।

اللَّعِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের উপস্থিতিতে খেলাধুলা করা।

১৫৯৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِدَعَانِي فَكُنْتُ أَطْلُعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ .

১৫৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, এক ঈদের দিন কয়েকজন সুদানী এসে নবী ﷺ-এর সামনে খেলাধুলা করতে লাগলো। তিনি আমাকেও ডাকলেন। আমি তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে তাদের কসরত দেখতে থাকলাম। আমি স্বেচ্ছায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের খেলা দেখেছিলাম।

اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ وَنَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ

৩৫-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন মসজিদে খেলাধুলা করা এবং মহিলাদের তা উপভোগ করা।

১৫৯৬- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا

أَنْظُرْ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسَاسٌ فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ
الْحَدِيثَةُ السَّنُّ الْحَرِيصَةُ عَلَى اللَّهِ .

১৫৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমাকে তাঁর চাদরে আড়াল করে রাখছেন, আর আমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের মধ্যে হাবশীদের কসরত উপভোগ করেছি। অতএব তোমরা খেলাধুলার প্রতি উঠতি বয়সের এক যুবতীর আগ্রহ অনুমান করতে পারো।

১৫৯৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ
عُمَرُ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهُمْ يَا
عُمَرُ فَأَنَّمَا هُمْ يَعْنِي بَنُو أَرْفَدَةَ .

১৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাবশীরা মসজিদের মধ্যে খেলাধুলায় রত থাকার অবস্থায় উমার (রা) এসে উপস্থিত হন। উমার (রা) তাদেরকে ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উমার! তাদের ছেড়ে দাও। কেননা তারা আরফেদার বংশধর।

الرُّخْصَةُ فِي الْأَسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدَّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন সংগীত শোনা ও দুফ বাজানোর অনুমতি প্রসঙ্গে।

১৫৯৮- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ
حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالْدَفِّ
وَتُغْنِيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَجًى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجٍّ ثَوْبُهُ فَكَشَفَ
عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعَهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَهُنَّ أَيَّامُ مِنِّي وَرَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَوْمُئِذٍ بِالْمَدِينَةِ .

১৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট দুইটি বালিকা দুফ বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় (শোয়া) ছিলেন। তিনি নিজ মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বলেন : হে আবু বাকর! তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ত্যাগ করো। এগুলো ঈদের দিন। তখন ছিল মিনায় অবস্থানের দিনসমূহ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই দিনগুলোয় মদীনাতে অবস্থানরত ছিলেন।

অধ্যায় : ২০

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ (রাত ও দিনের নফল নামায)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ وَالْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

১-অনুচ্ছেদ : ঘরে (নফল) নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং তার ফযীলাত ।

১৫৭৭- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا .

১৫৯৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরসমূহেও নামায পড়ো এবং সেগুলোকে কবর বানিও না।

১৬০০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيْالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّجُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

১৬০০। যাকে ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি ঘের বানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে একাধারে কয়েক রাত নামায পড়েন। শেষে লোকজন তাঁর সাথে সমবেত হলো। অতঃপর এক রাতে তারা তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ধারণা করে যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অতএব তাদের কতক গলা খাকারি দিতে থাকে, যাতে তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন : বরাবর আমি তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছি। শেষে আমার আশংকা হলো যে, তোমাদের উপর (নৈশ ইবাদত) বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয় কিনা। যদি তোমাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করা হতো তবে তোমরা তা আদায়ের জন্য (রাত জেপে) দাঁড়াতে পারতে না। অতএব হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে (নফল) নামায পড়ো। কেননা ফরয নামায ব্যতীত মানুষের বাড়িতে আদায়কৃত নামাযই অধিক ফযীলাতপূর্ণ।

১৬০১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفَطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ.

১৬০১। সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা'ব ইবনে উজরা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকজন নফল নামাযে দাঁড়ালো। নবী ﷺ বলেন : এই নামায ঘরে পড়াই তোমাদের কর্তব্য।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

২-অনুচ্ছেদ : কিয়ামুল লাইল (নৈশ ইবাদত)।

১৬০২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُتْرِ فَقَالَ لَا أَتُبُّكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوُتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَائِشَةُ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْهَا فَاتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحٍ فَاسْتَلْحَقْتُهَا إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِيهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَابْتَ فِيهَا إِلَّا مُضِيًّا فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِيَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا

فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ مِنْ هَذَا مَعَكَ قُلْتُ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ
 عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ نَعَمْ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ قَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنِي
 عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنْ خُلِقَ
 نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أُمُّ
 الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنِي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا
 الْمَزْمَلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ
 السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ
 السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ لِي
 وَتَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورُهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ
 اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ
 الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسَمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي
 رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَةً فَتِلْكَ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا
 بَنِي فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ
 جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ يَا بَنِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى
 صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ
 صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ
 فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ
 فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقْتَ أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا
 لَا تَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِي وَلَا
 أَدْرِي مِمَّنِ الْخَطَأُ فِي مَوْضِعٍ وَتَرَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১৬০২। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর মধ্যে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করবো না? তিনি বলেন, হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হলেন আয়েশা (রা)। অতএব তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। অতঃপর তুমি আমার নিকট ফিরে এসে তোমাকে দেয়া তার উত্তর সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করো।

অতএব আমি হাকীম ইবনে আফলাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে আমার সাথে তার নিকট যাওয়ার অনুরোধ করলাম। তিনি বলেন, আমি তার ঘনিষ্ঠজন নই। আমি তাকে দুই বিবদমান দল (উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধ) সম্পর্কে কিছু বলতে (অংশগ্রহণ করতে) নিষেধ করলে তিনি তা আমলে নেননি, বরং তিনি তাতে সম্পৃক্ত হন। আমি (সা'দ) তাকে শপথ করে বললে তিনি আমার সাথে যান। তিনি তার নিকট প্রবেশ করলে তিনি (আয়েশা) হাকীম (রা)-কে বলেন, তোমার সাথে এই লোক কে? আমি বললাম, সা'দ ইবনে হিশাম (র)। তিনি বলেন, কোন হিশাম? আমি বললাম, আমেরের পুত্র। তিনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, আমের একজন উত্তম লোক ছিলেন। সা'দ (র) বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। তিনি বলেন, কুরআনই হলো আল্লাহর নবী ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র।

আমি যখন উঠে চলে যেতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিয়াম (রাত জেগে ইবাদত)-এর কথা মনে পড়লো। তিনি বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে আল্লাহর নবী ﷺ-এর কিয়াম (নৈশ ইবাদত) সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি কি এই সূরা “ইয়া আয্যুহাল মুযযামমিল” পড়ো না? আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। তিনি বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ এই সূরার প্রথমার্শে কিয়ামুল লায়ল (নৈশ ইবাদত) ফরয করেছিলেন। অতএব নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবত (দীর্ঘ সময় ধরে) নৈশ ইবাদত করতে থাকেন, ফলে তাদের পা ফুলে যেতো এবং মহামহিম আল্লাহ উক্ত সূরার শেষার্শে নাযিল বারো মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ উক্ত সূরার শেষার্শের সহজ বিধান নাযিল করেন। ফলে কিয়ামুল লায়ল (নৈশ ইবাদত) ফরয হওয়ার পর নফল হিসাবে বহাল করা হলো।

আমি যখন উঠে চলে যেতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামাযের কথা মনে পড়লো। তাই আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতে যখন মহামহিম আল্লাহ তাঁকে জাগ্রত করতে চাইতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি দাতন করে উয় করতেন এবং আট রাকআত নামায পড়তেন। তাতে তিনি অষ্টম রাকআতেই বসতেন। তিনি বসে মহামহিম আল্লাহর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন (আন্তাহিয়াতু পড়তেন), অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। তিনি সালাম

ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর আরো এক রাক্‌আত পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট এগারো রাক্‌আত হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেলে এবং তাঁর দেহের ওজনও বৃদ্ধি পেলে তিনি সাত রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট নয় রাক্‌আত নামায হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন (নফল) নামায পড়লে তা নিয়মিত পড়তে ভালোবাসতেন। ঘুম, রোগ-ব্যাদি বা ব্যথার কারণে তিনি রাতের (নফল) ইবাদত করতে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার জানামতে তিনি এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেননি, ভোর পর্যন্ত পূর্ণ রাত ইবাদতও করেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযাও রাখেননি।

অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাকে আয়েশা (রা)-এর সমস্ত কথা জানালে তিনি বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। আহা! আমি যদি তার নিকট যেতাম তাহলে এই হাদীস সরাসরি তার মুখে শুনতে পেতাম। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার কিতাবে এরকমই আছে, কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে ভুল বর্ণনা কার থেকে হয়েছে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রাতে ইবাদত করে তার প্রতিদান।

১৬০৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে নৈশ ইবাদত করে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

১৬০৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে নৈশ ইবাদত করে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৪-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের নৈশ ইবাদত (তারাবীহ নামায)।

১৬০৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى بِصَلَوَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

১৬০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (তারাবীহ) নামায পড়লেন। লোকজনও তাঁর সাথে শরীক হয়ে একই নামায পড়ে। তিনি পরের রাতেও একই নামায পড়েন এবং এই রাতে লোকসংখ্যা অধিক হলো। আবার তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা জমায়েত হলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে আসেননি। তিনি ভোরে উপনীত হয়ে বলেন : তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে আমাকে কিছুই বাধা দেয়নি, কিন্তু আমি ভয় করেছি যে, তোমাদের উপর (এই নামায) ফরয হয়ে যায় কিনা। এটা ছিল রমযান মাসের ঘটনা।

১৬০৬- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تَقُلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا

وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلُهُ وَنِسَائُهُ حَتَّى تَخَوْفُنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ .

১৬০৬। আবু যার (রা) বলেন, আমরা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোযা রাখলাম। মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে রাতে (কোন নফল নামাযে) দাঁড়াননি। অতএব তিনি আমাদের নিয়ে এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত (তারাবীহ নামাযে) রত থাকেন। তিনি ষষ্ঠ রাতে আমাদের নিয়ে (তারাবীহ নামাযে) দাঁড়াননি। তিনি পঞ্চম রাতে অর্ধ-রাত পর্যন্ত নামাযে রত থাকেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অবশিষ্ট রাতগুলোতেও আমাদের নিয়ে নফল নামায পড়তেন! তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (তারাবীহ) নামায পড়ে বাড়ি ফিরে যায় আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখেন। মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবীহ) নামায পড়েননি এবং তিনিও (নামাযে) দাঁড়াননি। অতএব তৃতীয় রাতে তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবীহ) নামাযে দাঁড়ান, তার পরিজনবর্গ ও স্ত্রীগণও তাতে সমবেত হন। (এ রাতে তিনি এতো দীর্ঘ সময় নামাযে মশগুল থাকেন যে) শেষে আমরা ফালাহ হারানোর আশংকা করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “ফালাহ” কি? আবু যার (রা) বলেন, সাহরী (ভোররাতের আহাৰ)।

١٦٠٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مَنْبَرٍ حِمَصٌ يَقُولُ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلَاثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسَ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً سَبْعَ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نَذْرِكَ الْفَلَاحَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ .

১৬০৭। নুআয়ম ইবনে যিয়াদ আবু তালহা (র) বলেন, আমি নো‘মান ইবনে বাশীর (রা)-কে হিম্স শহরে মিস্বারের উপর বলতে শুনেছি, আমরা রমযান মাসের তেইশতম রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীহ নামাযে) দাঁড়িলাম। অতঃপর আমরা পঁচিশতম রাতে অর্ধরাত পর্যন্ত তাঁর সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর আমরা সাতাশতম রাতে তাঁর সাথে নামাযে রত থাকলাম। শেষে আমরা ‘ফালাহ’ হারানোর আশংকা করলাম। সাহাবীগণ সাহরীকে ‘ফালাহ’ নামকরণ করতেন।

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৫-অনুচ্ছেদ : (রমযান মাসের রাতসমূহে) নৈশ ইবাদতে রত থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান।

১৬১০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا أَوْ ارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ الْعُقْدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَلَا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا .

১৬০৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথায় তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় সে বলে, এখনো অনেক রাত বাকী আছে অর্থাৎ তুমি ঘুমাও। অতএব সে যদি জেগে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে উষু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে নামায পড়লে সব গিরা খুলে যায় এবং তার দিনের সূচনা হয় আনন্দ-উদ্দীপনাময় অবস্থায়। অন্যথা তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদহস্ত অবস্থায়।

১৬০৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ .

১৬০৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো যে, সে ভোর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে তো সেই লোক যার দুই কানে শয়তান পেশাব করেছে।

১৬১১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَلَانًا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ الْبَارِحَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنِهِ .

১৬১০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি গত রাতে নামায না পড়ে ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থেকেছে। তিনি বলেন : তার দুই কানে শয়তান পেশাব করেছে।

১৬১১- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ آيَقَظُ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ آيَقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ .

১৬১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যেন এমন পুরুষ লোকের প্রতি দয়াপরবশ হন যে রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে, অতঃপর তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলেছে এবং সেও নামায পড়েছে। সে ঘুম থেকে উঠতে অসম্মত হলে সে (স্বামী) তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ যেন এমন স্ত্রীলোকের প্রতি দয়াপরবশ হন যে রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে, অতঃপর তার স্বামীকেও ঘুম থেকে তুলেছে এবং সেও নামায পড়েছে। সে ঘুম থেকে জাগতে অসম্মত হলে সে (স্ত্রী) তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

১৬১২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَفَهُ وَقَاطِمَةً فَقَالَ أَلَا تَصَلُّونَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَدِيرٌ يَضْرِبُ فُخْذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

১৬১২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তার ও ফাতিমা (রা)-এর এখানে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি (রাতে নফল) নামায পড়ো। আমি (আলী) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জান তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে চান ফেরত পাঠান। আমি তাঁকে একথা বলার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে ফিরে যেতে যেতে নিজ উরুতে আঘাত করে বলতে শুনলাম : “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়” (সূরা কাহ্ফ : ৫৪)।

১৬১৩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيَّقَظَنَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيَّقَظَنَا فَقَالَ قَوْمًا فَصَلِّيًا قَالَ فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نُصَلِّيُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا قَالَ فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِهِ مَا نُصَلِّيُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

১৬১৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ও ফাতিমার এখানে এসে আমাদেরকে (নফল) নামায পড়ার জন্য জাগালেন। অতঃপর তিনি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়েন। তিনি আমাদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পুনরায় এসে আমাদের জাগালেন। তিনি বলেন : তোমরা দু'জন ওঠো এবং নামায পড়ো। আলী (রা) বলেন, আমি আমার চক্ষুদ্বয় মলতে মলতে বসে পড়লাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন নিশ্চয় আমরা তার অতিরিক্ত নামায পড়তে পারি না। নিশ্চয় আমাদের জান আল্লাহর হাতে। তিনি তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে চাইলেন ফেরত পাঠান। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে যেতে যেতে নিজ উরুতে তাঁর হাতের আঘাত করে বলেন : আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন আমরা তার অধিক নামায পড়তে পারি না। “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয়” (১৮ : ৫৪)।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

৬-অনুচ্ছেদ : রাতের নামাযের ফযীলাত।

১৬১৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْقِيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

১৬১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের (নফল) নামায।

১৬১৫- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَةَ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ .

১৬১৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের (নফল) নামায। আর রমযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হলো মুহাররম মাসের রোযা। শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র) এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ

৭-অনুচ্ছেদ : সফরে রাতের বেলা (নফল) নামায পড়ার ফযীলাত।

১৬১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدِلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَأَنْهَزُمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ .

১৬১৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তিন ধরনের লোককে ভালোবাসেন। (এক) কোন ব্যক্তি কোন গোত্রে এসে আল্লাহর নামে তাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করলো, তার ও তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিয়ে চায়নি। কিন্তু তারা তাকে বঞ্চিত করলো। তবে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাদের পিছনে থেকে গিয়ে গোপনে তাকে দান করলো। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ ও দান গ্রহণকারী ব্যক্তীত কেউই তার দান সম্পর্কে জানতে পারেনি। (দুই) একদল লোক রাতে তাদের ভ্রমণ অব্যাহত রাখলো। শেষে ঘুম যখন তাদের নিকট প্রিয়তর হলো, তারা খাবারবিরতি

দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন (তাদের মধ্যকার) এক ব্যক্তি উঠে নিবিষ্ট মনে আমার নিকট আরাধনা করলো এবং আমার (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলো। (তিনি) সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি। তারা শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে পরাভূত করে এবং সে নিজের বুক পেতে দিয়ে নিহত (শহীদ) হয় অথবা জয়যুক্ত (গায়ী) হয়।

بَابُ وَقْتِ الْقِيَامِ

৮-অনুচ্ছেদ : রাতে নফল নামায পড়ার ওয়াস্ত।

১৬১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَشْرِ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَأَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১৬১৭। মাসরুক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকতর প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতের কোন্ অংশে (ইবাদতে) দণ্ডায়মান হতেন? তিনি বলেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

৯-অনুচ্ছেদ : কিসের মাধ্যমে নৈশ ইবাদত শুরু করবে?

১৬১৮- أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ يُسْتَفْتَحُ قِيَامَ اللَّيْلِ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَهْلِلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৬১৮। আসেম ইবনে হুমাইদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কিসের মাধ্যমে নৈশ ইবাদতের সূচনা করতেন? তিনি বলেন? তুমি আমাকে এমন

একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশবার তাকবীর (আল্লাহ আকবার), দশবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ), দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), দশবার তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন এবং বলতেন : “আল্লাহুয়াগফির লী ওয়াহ্দিনী ওয়ায়যুকুনী ওয়া আফিনী আউযু বিল্লাহি মিন দীকিল মাকামে ইয়াওমাল কিয়ামাতে” (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে মার্জনা করো। আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামত দিবসের সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

১৬১৭- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ الْهُوَ .

১৬১৯। রবীআ ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর হজরার পাশেই রাত যাপন করতাম। তিনি নৈশ ইবাদতে দাঁড়ালে আমি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে শুনতাম : সুবহানাল্লাহি রব্বিল আলামীন” (বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র)। অতঃপর তিনি বহুক্ষণ বলতেন : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহি (আল্লাহ মহাপবিত্র এবং প্রশংসা তাঁর জন্য)।

১৬২০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْوَلِ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

১৬২০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দাঁড়াতে তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত, তুমিই

আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুকে স্থিতিশীল রেখেছে। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা তোমার। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমিই সত্য, জ্ঞানাত সত্য, দোষহীন সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য। তোমার জন্যই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি”। অধন্তন রাবী কুতায়বা (র) অতঃপর তার বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ : “আমি তোমার জন্যই যুদ্ধ করি এবং তোমাতেই বিচারক মেনেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গুনাহসমূহ। তুমিই আদি, তুমিই অনাদি, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতিরোধ করার এবং কল্যাণ লাভ করার ক্ষমতা কারো নাই।”

১৬২১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ قَلِيلًا أَوْ بَعْدَهُ قَلِيلًا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَآخَذَ بِأَذْنِي الْيُمْنَى يَفْتَلِهَا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ .

১৬২১। কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত যাপন করেন। তিনি ছিলেন তার খালা। অতএব আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুইলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বালিশের দৈর্ঘ্যের দিকে শুইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে গেলেন। রাতের অর্ধেক বা তার কিছু কম-বেশি অতিবাহিত হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি বসে তাঁর হাত নিজ মুখমণ্ডলে মর্দন করে ঘুমের রেশ দূর করেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে নিকটেই ঝুলানো একটি

মশকের নিকট গেলেন এবং তার পানি দিয়ে অতি উত্তমরূপে উয়ু করেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুরূপ করলাম। অতঃপর গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রেখে আমার ডান কান ধরে মললেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন, পুনরায় দুই রাকআত, আবার দুই রাকআত, আবার দুই রাকআত, আবার দুই রাকআত, আবার দুই রাকআত নামায পড়লেন (মোট বারো রাকআত), অতঃপর বেতের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকলেন যাবতনা তাঁর নিকট মুআযযিন এলো। অতঃপর তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত (ফজরের সূনাত) নামায পড়লেন।

بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السَّوَاكِ

১০-অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি কিভাবে দাঁতন করতেন?

১৬২২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَحَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

১৬২২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠে মেসওয়াক দ্বারা দাঁতন করতেন।

১৬২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

১৬২৩। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠলে মেসওয়াক দ্বারা দাঁতন করতেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَصِينٍ عَثْمَانَ بْنَ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১১-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস আবু হাসীন উছমান ইবনে আসেম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৬২৪- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُؤَمِّرُ بِالسَّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ .

১৬২৪। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমরা রাতে (নামায পড়ার জন্য) ঘুম থেকে উঠলে আমাদেরকে দাঁতন করার নির্দেশ দেয়া হতো।

১৬২৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا نُوْمِرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسُّوَاكِ .

১৬২৫। শাকীক (র) বলেন, আমরা রাতে (নামায পড়তে) উঠলে আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো, আমরা যেন মেসওয়াক দিয়ে দাঁতন করি।

بَابُ بَأَى شَيْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلَاةُ اللَّيْلِ

১২-অনুচ্ছেদ : রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায কিসের দ্বারা শুরু করতে হবে?

১৬২৬- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

১৬২৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কোন জিনিস দ্বারা তাঁর (রাতের নফল) নামায শুরু করতেন। তিনি বলেন, তিনি রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ নামাযে) দাঁড়ালে নামায শুরু করে বলতেন : “হে আল্লাহ, জিবরীল মীকায়ীল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমার বান্দাদের মাঝে তুমিই মীমাংসাকারী। হে আল্লাহ! তারা সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করছে তুমি সেই ক্ষেত্রে আমাকে পথনির্দেশ দান করো। তুমি যাকে চাও সঠিক পথে পরিচালিত করো”।

১৬২৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ قُلْتُ وَأَنَا سَفَرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ لَا رُقُبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَلُوكِهِ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَنَظَّرَ فِي الْأَفْقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى بَلَغَ إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِرَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِّنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنْثَى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرًا مَّا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرًا مَّا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৬২৭। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে থাকা অবস্থায় বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখবো, যাতে তাঁর কার্যক্রম দেখতে পারি। তিনি আতামা নামীয় এশার নামায পড়ার পর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ঘুমান। অতঃপর জাগ্রত হয়ে তিনি দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন : “আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি” (সূরা আল ইমরান : ১৯১)। তিনি পড়তে পড়তে এই পর্যন্ত পৌছলেন : “নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির বিপরীত করো না” (সূরা আল ইমরান : ১৯৪)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে তা থেকে একটি মেসওয়াক নিলেন, অতঃপর তাঁর নিকটস্থ পাত্র থেকে অপর পাত্রে পানি ঢাললেন, মেসওয়াক করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি তাঁর ঘুমিয়ে থাকার সম-পরিমাণ সময় নামায পড়েছেন। তিনি পুনরায় ঘুমালেন। শেষে আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি তাঁর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমিয়েছেন। তিনি পুনরায় ঘুম থেকে উঠে প্রথমবারের অনুরূপ আমল করেন এবং প্রথমবারের অনুরূপ দোয়া-কালাম পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনবার অনুরূপ আমল করেন।

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

১৩-অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাযের আলোচনা।

١٦٢٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ .

১৬২৮। আনাস (রা) বলেন, আমরা রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযরত দেখতে চাইলে নামাযরতই দেখতে পেতাম। আবার আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাঁকে ঘুমন্তই দেখতাম।

১৬২৯- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلُوكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَمَّةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّيُ بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذَلِكَ فَيُصَلِّيُ مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ .

১৬২৯। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি আতামা (এশা)-এর নামায পড়ার পর দোয়া পড়তেন, অতঃপর নামায থেকে বিরত হয়ে নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতে। তারপর তিনি তাঁর ঘুম থেকে উঠে ঘুমানোর সম-পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। তার ঐ শেষবারের নামায ভোর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো।

১৬৩০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ صَلَاتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصَلِّيُ ثُمَّ يَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّيُ قَدَرًا مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعَتْ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১৬৩০। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বিরাআত ও তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তোমরা তাঁর নামায সম্পর্কে জেনে আর কি করবে! তিনি নামায পড়তেন, অতঃপর নামাযের সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতে, অতঃপর তাঁর ঘুমানোর সম-পরিমাণ সময় নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতে, এভাবে ভোরে উপনীত হতেন। অতঃপর তিনি তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বিরাআতের বর্ণনা দেন। তিনি তাঁর ক্বিরাআত থেমে থেমে স্পষ্ট করে পড়ার বর্ণনা দেন।

ذِكْرُ صَلَوةِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّيْلِ

১৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রাতের নামাযের বর্ণনা ।

১৬৩১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَتَامُ سُدُسَهُ .

১৬৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিমামিত আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা । তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন । আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায হলো দাউদ (আ)-এর নামায । তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়তেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন ।

ذِكْرُ صَلَوةِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِيهِ

১৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর নামায এবং সুলায়মান আত-তায়মী (র) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ।

১৬৩২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِيْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইসরার (মি'রাজ) রজনীতে আমি লাল টিলায় মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম । তিনি তাঁর কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন ।

১৬৩৩- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি লাল টিলায় মুসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ছিলেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের মতে মুআয ইবনে খালিদ (র)-এর বর্ণনার (পূর্বোক্ত হাদীস) তুলনায় এই হাদীস অধিক যথার্থ। আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

١٦٣٤- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَسُلَيْمَانُ التِّيمِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমি মুসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি তাঁর কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

١٦٣٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى عَنْ سُلَيْمَانَ التِّيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ইসরা (মি'রাজ) রজনীতে মুসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তাঁর কবরের মধ্যে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মি'রাজের রাতে মুসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٧- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ

النَّبِيُّ ﷺ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৭। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ মি'রাজ রজনীতে মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৮। নবী ﷺ-এর কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মি'রাজের রাতে আমি মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গমন করলাম। তখন তিনি তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

بَابُ أَحْيَاءِ اللَّيْلِ

১৬-অনুচ্ছেদ ৪ সারা রাত জেগে ইবাদত করা।

١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ بْنِ الْأَرْتِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ يَدْرَأَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَاقِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خُبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتُ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلُ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيَّهَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شَيْعًا فَمَنْعَنِيهَا .

১৬৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনুল আরাতি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শরীক ছিলেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

(কার্যক্রম) পর্যবেক্ষণ করেন যে, তিনি ফজর পর্যন্ত সারা রাত নামায পড়েন। রাসূলুল্লাহ তাঁর নামাযের সালাম ফিরানোর পর খাব্বাব (রা) তাঁর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। গত রাতে আপনি এমন নামায পড়েছেন যে, আমি আপনাকে অনুরূপ (দীর্ঘক্ষণ) নামায পড়তে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ বললেন : হাঁ, তা ছিল আত্মহ ও ভীতির নামায। এই নামাযে আমি আমার মহামহিমাবিত্ত প্রভুর নিকট তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে দু'টি দান করছেন এবং একটি প্রতিরোধ করেছেন। আমি আমার মহামহিম প্রভুর নিকট চাইলাম যে, তিনি যেন আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি আমার মহামহিম প্রভুর নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন আমাদের উপর আমাদের বিপক্ষ (বিধর্মী) বাহিনীকে বিজয়ী না করেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না করেন। তিনি আমার এই আবেদন কবুল করেননি।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى عَائِشَةَ فِي اَحْيَاءِ اللَّيْلِ

১৭-অনুচ্ছেদ : সারা রাত ইবাদত করা সংক্রান্ত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

১৬৬০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْقُوبٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَ وَيَقْظُ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمُنَزَرَ .

১৬৪০। আয়েশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশ দিনের সূচনা হলে রাসূলুল্লাহ তাঁর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন।

১৬৬১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخًا صَدِيقًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِي مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ .

১৬৪১। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি আমার দোস্তদার ভাই আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, হে আবু আমর! উম্মুল মুমিনীন (রা) আপনার

নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। আবু আমর (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন।

১৬৬২- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

১৬৪২। আয়েশা (রা) বলেন, আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেননি, সারা রাত সকাল পর্যন্ত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাকেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি।

১৬৬৩- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ لَا تَنَامُ فَذَكَرْتُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطَبِّقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمْلُؤُوا وَلَكِنْ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَّامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

১৬৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট এক মহিলা উপস্থিত ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : সে কে? আয়েশা (রা) বলেন, সে অমুক নারী, সে রাতে ঘুমায় না। অতঃপর তিনি সেই নারীর নামাযের বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : থামো! তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে কাজ করা কর্তব্য। আদ্বাহুর শপথ! মহামহিম আদ্বাহ কখনো তোমাদের সওয়াব দিতে ক্লান্ত হবেন না যাবত তোমরা ক্লান্ত না হবে। তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ধার্মিকতা হলো, যা আমলকারী নিয়মিত করতে পারে।

১৬৬৪- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقَالُوا لِرَبِّتَبْ تُصَلِّيْ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُلُوْهُ لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

১৬৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝখানে লম্বভাবে একটি রশি বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করেন : এটা কিসের রশি? লোকজন বললো, এটা যয়নব (রা)-এর। তিনি নামায পড়েন, যখন ক্লাস্ত হয়ে যান তখন এই দড়ির সাথে হেলান দেন। নবী ﷺ বলেন : এটা খুলে ফেলো। তোমাদের যে কেউ প্রাণবন্ত থাকা পর্যন্ত যেন নামায পড়ে এবং যখন ক্লাস্তিবোধ করে তখন যেন বসে যায়।

১৬৪৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

১৬৪৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ রাতে নামাযে রত থাকতেন, এমনকি তাঁর দুই পায়ের পাতা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ অবশ্যই আপনার পূর্বাপর গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : তাহলে আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না!

১৬৪৬ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَزْلُعَ يَغْنَى تَشَقُّقُ قَدَمَاهُ .

১৬৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (দীর্ঘ সময় ধরে) নামায পড়তেন, এমনকি তাঁর দুই পায়ের পাতা (ফুলে) ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো।

كَيْفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

১৮-অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে কিরূপ করবে? এ সম্পর্কিত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৬৪৭ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত ধরে নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে দাঁড়ানো অবস্থায়ই রুকু করতেন এবং বসে নামায পড়লে বসা অবস্থায়ই রুকু করতেন।

১৬৪৮- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করতেন। তিনি বসে নামায শুরু করলে বসা অবস্থায়ই রুকু করতেন।

১৬৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدَرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

১৬৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কখনো বসা অবস্থায় নামায পড়লে কিরাআতও বসা অবস্থায় পড়তেন। তাঁর কিরাআতের তিরিশ থেকে চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত পড়তেন, অতঃপর রুকু করতেন, অতঃপর সিজদায় যেতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

১৬৫০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلًى جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السَّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ .

১৬৫০। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বার্ষিক্যে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বসে নামায পড়তে দেখিনি। অতঃপর তিনি (বার্ষিক্যে পৌঁছে) বসে নামায পড়তেন ও

কিরাআত পড়তেন। অতঃপর সূরার তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ার পর রুকু করতেন।

১৬৫৩- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدَرًا مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً .

১৬৫১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় কিরাআত পড়তেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পড়ার পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

১৬৫২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ هِشَامٌ قَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَكَانَ قُلْتُ أَجَلَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرِيْمًا جَاءَ بِلَالٌ فَادَّيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفَى وَرَبَّمَا يُغْفَى وَرَبَّمَا شَكَّكَتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفَ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ بِالصَّلَاةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحِمَ فَذَكَرْتُ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ وَإِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ

وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ يُؤْتِرُ بِرُكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرَبِّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرَبِّمَا أَغْفَى وَرَبِّمَا شَكَّكَتُ أَغْفَى أَمْ لَا حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ قَالَتْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৬৫২। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের (র) বলেন, আমি মদীনায আগমন করে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার পিতাকে অনুগ্রহ করুন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আমাকে অবতিহ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এরূপ ছিলেন। আমি বললাম, হাঁ নিশ্চয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হলে পর তিনি উঠে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে উযুর পানি নিয়ে উযু করতেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার ধারণামতে উপরোক্ত রাক্‌আতসমূহে তাঁর কিরাআত, রুকু ও সিজদার (সময়ের) পরিমাণ ছিল সমান। অতঃপর এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। অতঃপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা ঘুম আসার পূর্বেই নামাযের কথা জানাতেন। আবার কখনো তাঁর হালকা ঘুম এসে যেতো এবং কখনো আমার সন্দেহ হতো যে, তিনি হালকা ঘুমে আছেন কিনা। এই অবস্থায় তাঁকে নামাযের কথা জানানো হতো। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায।

শেষে তিনি বার্বাক্যে পৌঁছলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলো। আয়েশা (রা) আল্লাহর মর্ষি তাঁর ভারী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকজনকে সাথে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ বিছানায় আশ্রয় নিতেন। অর্ধেক রাত হলে পর তিনি উযুর পানি নেয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন এবং উযু করতেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে ছয় রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার ধারণামতে উপরোক্ত রাক্‌আতসমূহে তাঁর কিরাআত, রুকু ও সিজদা (সময়ের ব্যবধানে) সমান ছিল। অতঃপর তিনি এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর নিজের পার্শ্বদেশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। তিনি হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বে কখনো বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের কথা জানাতেন। আবার কখনো তিনি হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন, আবার কখনো আমার সন্দেহ হতো যে, তিনি হালকা ঘুমে গেলেন কিনা। শেষে তাঁকে নামাযের কথা জানানো হতো। আয়েশা (রা) বলেন, এই ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত নামায।

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي اسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

১৯ অনুচ্ছেদ : বসে নফল নামায পড়া। আবু ইসহাক (রা) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

১৬৫৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَاتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرْتُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ بَسِيرًا خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

১৬৫৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় আমার মুখমণ্ডলে চুমা দেয়া থেকে বিরত থাকতেন না এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ (নফল) নামায বসা অবস্থায় পড়তেন, ফরয নামায ব্যতীত। আর তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আমল ছিল যা মানুষ সর্বদা করতে থাকে, তা পরিমাণে কম হলেও। হাদীসটি উম্মু সালামা (রা)-র সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

১৬৫৪- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَاتِهِ جَالِسًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسَفْيَانُ وَقَالَا عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

১৬৫৪। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ নামায ছিল বসা অবস্থায়, ফরয নামায ব্যতীত।

১৬৫৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنْ أَكْثَرِ صَلَوَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

১৬৫৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ নামায ছিলো বসা অবস্থায়, ফরয নামায ব্যতীত। তাঁর নিকট প্রিয়তর আমল ছিল যা নিয়মিত করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও।

১৬৫৬- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ قُلٌّ خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

কসবী

১৬৫৬। উম্মু সালামা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ নামায বসা অবস্থায় পড়তেন, ফরয নামায ব্যতীত। আর তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও পরিমাণে অল্প হয়।

১৬৫৭- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَوَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

১৬৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ (নফল) নামায বসা অবস্থায় পড়তেন।

১৬৫৮- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا خَطَمَ النَّاسُ

কসবী

১৬৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বসা অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, (দায়িত্বভারে) দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

১৬৫৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ يَغَامُ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَفْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

১৬৫৯। হাফসা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নফর নামায বসে পড়তে দেখিনি তাঁর ইনতিকালের এক বছর পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় নফল নামায পড়তেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সূরা তিলাওয়াত করতেন। ফলে দীর্ঘ সূরা আরো দীর্ঘ হয়ে যেতো।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

২০-অনুচ্ছেদ : বসে পড়া নামাযের তুলনায় দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক।

১৬৬০- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حَدَّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النُّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلَ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ .

১৬৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বসা অবস্থায় নামায পড়তে দেখলাম। আমি বলাম, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিশ্চয় আপনি বলেছেনঃ অবশ্যই বসে নামায পড়া ব্যক্তির সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক। অথচ আপনি বসে নামায পড়ছেন! তিনি বলেনঃ হাঁ, অবশ্যই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো অনুরূপ নই।

فَضْلُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى صَلَاةِ النَّائِمِ

২১-অনুচ্ছেদ : শোয়া অবস্থায় পড়া নামাযের তুলনায় বসে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক।

১৬৬১- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ .

১৬৬১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে নামায পড়া ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তা অধিক

ফযীলাতপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব। আর যে ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে বসে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব।

بَابُ كَيْفَ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

২২-অনুচ্ছেদ : বসে কিভাবে নামায পড়বে?

১৬৬২- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চার জানু হয়ে বসে নামায পড়তে দেখেছি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার জানামতে এ হাদীস আবু দাউদ (র) ব্যতীত অপর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি যদিও নির্ভরযোগ্য রাবী কিন্তু আমার মতে এ হাদীস বর্ণনায় ভুল আছে। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

২৩-অনুচ্ছেদ : রাতের (নফল) নামাযের কিরাআতের বর্ণনা।

১৬৬৩- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ أَيْجَهْرُ أَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رِيًّا جَهْرًا وَرِيًّا أَسْرًا .

১৬৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের (নফল) নামাযের কিরাআত কিরূপ ছিলো, তিনি কি সশব্দে না নীরবে কিরাআত পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি উভয় নিয়মেই কিরাআত পড়তেন। তিনি কখনো সশব্দে আবার কখনো নীরবে কিরাআত পড়তেন।

فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

২৪-অনুচ্ছেদ : স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার তুলনায় অস্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার ফযীলাত অধিক।

১৬৬৬- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يَسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَسِرُّ بِالصَّدَقَةِ.

১৬৬৬- উকবা ইবনে আমের (রা)-থেকে কণ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি স্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়ে সে প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়ে সে গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য।

بَابُ تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

২৫-অনুচ্ছেদঃ রাতের নফল নামাযের ক্রিয়াম, রুকু, রুকু পরে দাঁড়ানো, সিঁজদা ও উভয় সিঁজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাপে সমতা রক্ষা করা।

১৬৬৭- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْدِ بْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ بِرُكْعٍ عِنْدَ الْمَائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ بِرُكْعٍ عِنْدَ الْمَائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ تَحْوِياً مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيباً مِّنْ رُّكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِّنْ رُّكُوعِهِ.

১৬৬৫। হযায়ফা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাক্বার পড়া শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি হয়তো এক শত আয়াতে পৌঁছে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকেন। আমি বললাম, তিনি হয়তো দুই শত আয়াতে পৌঁছে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকেন। আমি বললাম, তিনি হয়তো এক রাকআতেই পূর্ণ সূরাটি পড়বেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকলেন এবং সূরা নিসা পড়া শুরু করে তাও শেষ করলেন, অতঃপর সূরা আল ইমরান পড়া শুরু করে তাও শেষ করেন। তিনি ধীরেসুস্থে তিলাওয়াত করেন। তিনি আত্মাহ্বর প্রশংসা সম্বলিত আয়াতে পৌঁছে সেখানে তাসবীহ পাঠ করেন, প্রার্থনা সম্বলিত আয়াতে পৌঁছে প্রার্থনা করেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াতে পৌঁছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তিনি রুকু করেন এবং বলেন : সুবহানা রব্বিয়াল আযীম। তাঁর রুকু প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি নিজ মাথা তুলে বলেন : সামিআল্লাহ লিমান হামিদিহ। এখানে তাঁর ক্রিয়াম ছিল প্রায় তাঁর পূর্বোক্ত কিয়ামের সম-পরিমাণ দীর্ঘ। অতঃপর তিনি সিজদায় গিয়ে বলতে থাকেন : সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। তাঁর সিজদাও ছিল প্রায় তাঁর রুকুর সমান দীর্ঘ।

১৬৬৬- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِهَاجِلٍ إِلَى الْغَدَاةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ مَرْسَلٍ وَطَلْحَةَ بْنِ يَزِيدٍ لَا أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَدِيثِهِ .

১৬৬৬। হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েন। তিনি রুকুতে গিয়ে বলেন : “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” এবং রুকু ছিল তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ। অতঃপর বসে বলেন : রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী (প্রভু! আমায় ক্ষমা করো), বসার সময়ের পরিমাণও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। অতঃপর সিজদায় গিয়ে বলেন : সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সিজদাও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ। তিনি মাত্র চার

রাক্‌আত নামায পড়লেন। ইতিমধ্যে বিলাল (রা) এসে ফজরের নামাযের জন্য তাগাদা দিলেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস, তালহা ইবনে ইয়াযীদ (র) হুয়ায়ফা (রা)-এর নিকট কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নাই। তবে আল-আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, তালহা-এক ব্যক্তি-হুয়ায়ফা (রা) এভাবে বর্ণিত।

بَابُ كَيْفَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

২৬-অনুচ্ছেদ : রাতের নামায পড়ার নিয়ম।

১৬৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রাক্‌আত করে পড়তে হয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে ভুল আছে। আল্লাহ্‌ই সম্যক জ্ঞাত।

১৬৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً .

১৬৬৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন : দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন আরো এক রাক্‌আত পড়ো।

১৬৬৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৬৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশারে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : দুই রাকআত করে পড়ো। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন : দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়ো। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তবে সে যেন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত, দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত, দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত, দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত, দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত, দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন : রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৪। أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৭৫। أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই রাকআত দুই রাকআত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাকআত বেতের পড়ো।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ

২৭-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায পড়ার নির্দেশ।

১৬৭৬। أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرُّ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

১৬৭৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামায পড়ার পর বললেন : হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমরা বেতের নামায পড়ো। কেননা মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বেজোড় এবং তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

১৬৭৭- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৬৭৭। আলী (রা) বলেন, বেতের নামায ফরয নামাযের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়, বরং তা সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন।

بَابُ الْحِثِّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

২৮-অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে উৎসাহদান।

১৬৭৮- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شِمْرِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ النَّوْمِ عَلَى وَتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الْفَجْرِ (الضُّحَى) .

১৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা)- বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন : ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে এবং ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত নামায) বা চাশতের নামায পড়তে।

১৬৭৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ الْوِتْرِ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَكَعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

১৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয় ওসিয়াত করেছেন : রাতের প্রথম ভাগে বেতের নামায পড়তে, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তে এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে।

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوُتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ

২৯-অনুচ্ছেদ : এক রাতে দুইবার বেতের নামায পড়ার ব্যাপারে নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা।

১৬৮০- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوُتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتَرَ بِهِمْ فَأِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ .

১৬৮০। কায়েস ইবনে তলক (র) বলেন, রমযান মাসে এক দিন আমার পিতা তলক ইবনে আলী (রা) আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি আমাদের সাথে রাত যাপন করেন। তিনি ঐ রাতে আমাদেরকে নিয়ে (তারাবীহ) নামায পড়েন এবং বেতের নামাযও পড়েন। অতঃপর তিনি এক মসজিদে গিয়ে তার সাথীদের নিয়ে নামায পড়েন। শেষে বেতের নামায বাকী থাকলো। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলেন, তুমি তাদেরকে নিয়ে বেতের নামায পড়ো। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : এক রাতে দুইবার বেতের নামায নাই।

بَابُ وَقْتِ الْوُتْرِ

৩০-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযের ওয়াক্ত।

১৬৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمْ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَوْضَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১৬৮১। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (র)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতে, অতঃপর জাগতে, ভোররাতে সাহরীর সময় হলে তিনি বেতের নামায পড়তেন,

অতঃপর নিজের বিছানায় আসতেন। তিনি প্রয়োজন অনুভব করলে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন। যখন তিনি আযান শুনতে পেতেন তখন দ্রুত উঠে যেতেন। তিনি নাপাক হলে গোসল করতেন, অন্যথা উষু করতেন, অতঃপর নামায পড়তে চলে যেতেন।

১৬৮২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ .

১৬৮২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে, শেষভাগে বা মধ্যভাগে বেতের নামায পড়তেন। তার বেতের নামাযের শেষ সময় ছিল শেষ রাত।

১৬৮৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَوَتِهِ وَتَرَاءَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

১৬৮৩। নাক্ফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে, তার শেষ নামায যেন হয় বেতের নামায। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

৩১-অনুচ্ছেদ : ভোর হওয়ার পূর্বে বেতের নামায পড়ার নির্দেশ।

১৬৮৪- أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ .

১৬৮৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তোমরা ভোর হওয়ার পূর্বেই বেতের নামায পড়ে নাও।

১৬৮৫- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৬৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা ফজর হওয়ার পূর্বেই বেতের নামায পড়ে নাও।

الْوَتْرُ بَعْدَ الْأَذَانِ

৩২-অনুচ্ছেদ : ফজরের আযান হওয়ার পর বেতের নামায পড়া।

১৬৮৬- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتَشِيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلَ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَبَاءَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وَتَرُ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى .

১৬৮৬। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে শরাহবীলের মসজিদে ছিলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হলো। লোকজন তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তিনি এসে বলেন, আমি বেতের নামায পড়ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (ফজরের) আযানের পরও কি বেতের নামায পড়া যায়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইকামতের পরও পড়া যায়। অধিকন্তু তিনি নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের নামাযের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। অতঃপর তিনি নামায পড়েন।^১

بَابُ الْوَتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়া।

১৬৮৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

১. উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায়, ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজর নামায কাযা হয়েছিল। মানুষের নামায কাযা হলে সে কখন ও কিভাবে আদায় করতে হবে সেই বিধান শিখানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর নামায কাযা করিয়েছেন (অনুবাদক)।

১৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন।

১৬৮৮- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

১৬৮৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার উটে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন এবং বলতেন, নবী ﷺ -ও অনুরূপ আমল করতেন।

১৬৮৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

১৬৮৯। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন।

بَابُ كَيْفِ الْوُتْرِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযের রাক'আত সংখ্যা।

১৬৯০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : বেতের নামায এক রাক'আত, শেষ রাতে।

১৬৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مِّعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : বেতের নামায এক রাক্‌আত, শেষ রাতে।

১৬৯২- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : দুই রাক্‌আত, দুই রাক্‌আত করে পড়বে এবং বেতের নামায এক রাক্‌আত, রাতের শেষভাগে।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ

৩৫-অনুচ্ছেদ : এক রাক্‌আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে?

১৬৯৩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تَوْتِرُ مَا قَدْ صَلَّيْتَ .

১৬৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। যখন তুমি নামায শেষ করতে চাও তখন আরো এক রাক্‌আত পড়ো, তা তোমার ইতিপূর্বে পড়া নামাযকে বেজোড় বানাবে।

১৬৯৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ .

১৬৯৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের নামায দুই রাক্‌আত করে পড়বে। আর বেতের নামায হলো এক রাক্‌আত।

১৬৯৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى .

১৬৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে সে আরো এক রাকআত পড়বে। তা তার পূর্বের আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় বানাবে।

১৬৯৬- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَأْفَعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ .

১৬৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। তোমরা ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকআত বেতের পড়ো।

১৬৯৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ .

১৬৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতের বেলা এগারো রাকআত নামায পড়তেন, তার মধ্যে এক রাকআত বেতের হিসাবে পড়তেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

بَابُ كَيْفِ الْوُتْرِ بِثَلَاثٍ

৩৬-অনুচ্ছেদ : তিন রাকআত বেতের নামায পড়ার নিয়ম।

১৬৯৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

১৬৯৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায কিরূপ ছিলো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে বা রমযান ব্যতীত অন্য মাসে (রাতে) এগারো রাক্‌আতের বেশী নামায পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি আরো চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি আরো তিন রাক্‌আত নামায পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেন : হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

١٦٩٩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوُتْرِ .

১৬৯৯। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের দুই রাক্‌আত পড়ার পর সালাম ফিরাতেন না।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْنَاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي الْوُتْرِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যকার শাস্তিক পার্থক্য।

١٧٠٠- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاعِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ .

১৭০০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক'আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি তাঁর প্রথম রাক'আতে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন এবং তৃতীয় রাক'আতে “কুল হওয়াল্লাহু আহাদ” পড়তেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন। তিনি যখন নামায শেষ করতে যেতেন তখন সবশেষে তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদুস”, শেষের বার খুব জোরে বলতেন।

১৭০১। أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

১৭০১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন এবং তৃতীয় রাক'আতে কুল হওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।

১৭০২। أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بْنِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا .

১৭০২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে (প্রথম রাক'আতে) সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল-কাফিরুন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। তিনি এই নামাযের শেষ রাক'আতেই সালাম ফিরাতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদুস”।

ذَكَرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُتْرِ

৩৮-অনুচ্ছেদঃ উক্ত হাদীস আরু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ।

১৭.৩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي
الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَفَّ زُهَيْرٌ .

১৭০৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকআত বেতের নামায পড়তেন। তিনি তার প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা আল-ইখলাস পড়তেন। যুহাইর (র) এটিকে মওকুফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৭.৪ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبْعِ اسْمِ
رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

১৭০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন রাকআত বেতের নামায পড়তেন এবং তাতে সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরুন ও সূরা আল-ইখলাস পড়তেন।

ذَكَرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُتْرِ

৩৯-অনুচ্ছেদঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস হাবীব ইবনে আবু ছাবিত (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ।

১৭.৫ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنْتَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنْتَ ثُمَّ تَوَضَّأَ
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৭০৫। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে (নামায পড়তে) উঠে দাতন করলেন, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর ঘুমালেন। তিনি পুনরায় উঠে মেসওয়াক করেন, অতঃপর উযু করে দুই রাকআত নামায পড়েন। এভাবে তিনি ছয় রাকআত নামায পড়েন, অতঃপর তিন রাকআত বেতের নামায পড়েন, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়েন।

১৭.৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَأَ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَعَ مِنْهَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَأَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَأَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ .

১৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি (ঘুম থেকে) উঠে উযু করেন, মেসওয়াক করেন এবং কুরআনের আয়াত পড়লেন : “নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের আবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য” (৩ : ১৯০)। অতঃপর তিনি দুই রাকআত নামায পড়েন, তারপর ফিরে এসে আবার ঘুমান, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে তিনি উযু করেন, মেসওয়াক করেন, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়েন এবং তিন রাকআত বেতের নামায পড়েন।

১৭.৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنْ سَأَقَ الْحَدِيثَ .

১৭০৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

১৭.৮- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭০৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা আট রাকআত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, তিন রাকআত বেতের নামায পড়তেন এবং ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত নামায) পড়তেন।

১৭. ৯ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةٍ رَكَعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفٌ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ عَائِشَةَ .

১৭০৯। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাকআত বেতের নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন তিনি নয় রাকআত নামায পড়তেন।

১৭১. ০ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا .

১৭১০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাকআত নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলো তখন তিনি সাত রাকআত নামায পড়তেন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوِتْرِ

৪০-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায সম্পর্কে আবু আইউব (রা)-এর হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

১৭১১ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ قَالَ حَدَّثَنِي دُونْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ

بُنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৭১১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : বেতের নামায আবশ্যকীয়। অতএব যার ইচ্ছা হয় সে সাত রাকআত বেতের পড়ুক, যার ইচ্ছা পাঁচ রাকআত বেতের পড়ুক, যার ইচ্ছা তিন রাকআত বেতের পড়ুক এবং যার ইচ্ছা এক রাকআত বেতের পড়ুক।

১৭১২- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৭১২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বেতের নামায আবশ্যকীয়। অতএব যে চায় পাঁচ রাকআত বেতের পড়ুক, যে চায় তিন রাকআত বেতের পড়ুক এবং যে চায় এক রাকআত বেতের পড়ুক।

১৭১৩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

১৭১৩। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বলেন, বেতের নামায আবশ্যকীয়। কেউ পাঁচ রাকআত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক, কেউ তিনি রাকআত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক এবং কেউ এক রাকআত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক।

১৭১৪- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْماً إِمَاءً .

১৭১৪। আবু আইউব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি চায় সাত রাকআত বেতের পড়তে পারে। যে ব্যক্তি চায় পাঁচ রাকআত বেতের পড়তে পারে। যে ব্যক্তি চায় তিন রাকআত বেতের পড়তে

পারে। যে ব্যক্তি চায় এক রাক্‌আত বেতের পড়তে পারে। আর যে ব্যক্তি ইশারা করতে চায় সে (ওজরবশত) ইশারা করে পড়তে পারে।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِخَمْسٍ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ

৪১-অনুচ্ছেদ : পাঁচ রাক্‌আত বেতের কিভাবে পড়বে? বেতের সংক্রান্ত হাদীস আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৭১৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ .

১৭১৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাক্‌আত এবং সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বা কথা বলে এই নামাযকে বিভক্ত করতেন না।

১৭১৬- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .

১৭১৬। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত রাক্‌আত বা পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে এই নামাযকে বিভক্ত করতেন না।

১৭১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلَا أَقْلَ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثَّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ .

১৭১৭। মিকসাম (র) বলেন, বেতের নামায সাত রাক্‌আত, তবে পাঁচ রাক্‌আতের কম নয়। রাবী আল-হাকাম (র) বলেন, আমি এ কথা ইবরাহীম (র)-কে বললে তিনি বলেন, রাবী মিকসাম (র) এ হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। আল-হাকাম (র) বলেন, আমি হজ্জে গেলাম এবং মিকসাম (র)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম।

আমি তাকে বললাম, আপনি এ হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করছেন? তিনি বলেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা) ও মায়মূনা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৭১৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ .

১৭১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং কেবল শেষ রাক্‌আতেই বসতেন।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِسَبْعٍ

৪২-অনুচ্ছেদ : সাত রাক্‌আত বেতের কিভাবে পড়বে।

১৭১৯- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تَسْعَ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا مُخْتَصِرٌ خَالَفَهُ هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ .

১৭১৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেলে এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি সাত রাক্‌আত নামায পড়তেন, কেবল শেষ রাক্‌আতেই বসতেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। হে বৎস! এভাবে মোট নয় রাক্‌আত হলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নামায পড়া শুরু করলে তা নিয়মিত পড়তে ভালোবাসতেন (সংক্ষিপ্ত)।

১৭২০- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوْتَرَ بِتَسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ .

فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ بَنَهَضَ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাকআত বেতের পড়লে কেবল অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন (তাশাহুদ পড়তেন), অতঃপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর নবম রাকআত পড়ে বসতেন এবং মহামহিম আল্লাহর যিকির করতেন ও দোয়া করতেন। অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর বয়স বেড়ে গেলে এবং দুর্বলতা এসে গেলে তিনি সাত রাকআত বেতের পড়তেন এবং কেবল ষষ্ঠ রাকআতেই বসতেন, তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর সপ্তম রাকআত পড়তেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন।

كَيْفَ الْوُتْرُ بِتِسْعٍ

৪৩-অনুচ্ছেদ : নয় রাকআত বেতের কিভাবে পড়বে?

১৭২১- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاكُهُ وَطُحُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةَ نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّيُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

১৭২১। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে অংশে ইচ্ছা মহামহিম আল্লাহ তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন। তিনি মেসওয়াক করতেন, উযু করতেন এবং নয় রাকআত নামায পড়তেন। তিনি কেবল অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করতেন, নবী ﷺ -এর উপর দুরূদ পড়তেন ও দোয়া করতেন, কিন্তু সালাম

ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাক্‌আত পড়ে তিনি বসতেন এবং পূর্বানুরূপ আল্লাহর যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা ও তাঁর নবী ﷺ-এর উপর দুরুদ পড়তেন, দোয়া করতেন, তারপর আমাদের গুনিয়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন।

১৭২২- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ لَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ أَلَا أَنْبِئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَاتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ أَنْبِئْنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سَوَاكِهِ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيْهِنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا أَيْ بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَوَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.

১৭২২। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের (র) যখন আমাদের এখানে এলেন তখন আমাদের অবহিত করেন যে, তিনি ইবনে আক্বাস (রা)-এর নিকট এসে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে দুনিয়াবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সন্ধান দিবো না? আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বলেন, আয়েশা (রা)। অতএব আমরা তার নিকট এসে তাকে সালাম দিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ রাতের যে অংশে তাঁকে জাগাতে চাইতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মেসওয়াক করে উযু করতেন, অতঃপর নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং কেবল অষ্টম রাক্‌আতেই বসতেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তাঁর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন। অতঃপর তিনি সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন, অতঃপর নবম

রাক্‌আত আদায় করে বসতেন, আল্লাহুর প্রশংসা করতেন, তাঁর যিকির ও দোয়া করতেন। অতঃপর আমাদের শুনিye সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট এগারো রাক্‌আত নামায হতো। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেলো এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলো, তখন তিনি সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তাতে সালাম ফিরানোর পর তিনি বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। হে বৎস! এভাবে মোট নয় রাক্‌আত নামায হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নামায পড়লে তা নিয়মিতভাবে পড়তে ভালোবাসতেন।

১৭২৩- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৩। আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। বার্ষিক্যে তিনি শরীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

১৭২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

১৭২৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ مُخْتَصِرٌ .

১৭২৫। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রতিনিধি হিসাবে আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি রাতের বেলা আট রাক'আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক'আত দ্বারা বেতের করতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক'আত নামায পড়তেন (সংক্ষিপ্ত)।

১৭২৬- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১৭২৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক'আত নামায পড়তেন।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِأَحَدِي عَشْرَةِ رَكْعَةٍ

৪৪-অনুচ্ছেদ : এগারো রাক'আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে?

১৭২৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْيَمَنِ .

১৭২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে এগারো রাক'আত নামায পড়তেন এবং এর মধ্যকার একটি রাক'আত দ্বারা বেতের করতেন, অতঃপর নিজের ডান কাতে শুয়ে যেতেন।

بَابُ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكْعَةٍ

৪৫-অনুচ্ছেদ : তোরো রাক'আত বেতের পড়া।

১৭২৮- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكْعَةٍ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعَفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .

১৭২৮। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোরো রাক'আত বেতের নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দৈহিক দুর্বলতা এসে গোলা, তখন নয় রাক'আত বেতের পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوُتْرِ

৪৬-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযে কুরআন তিলাওয়াত ।

১৭২৭- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَةً أَوْتَرَ بِهَا فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النَّسَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِي حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدَمِيهِ وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৭২৯। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। আবু মুসা (রা) মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে ছিলেন। তিনি এশার নামায দুই রাকআত পড়েন, অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাকআত বেতের নামায পড়েন এবং তাতে সূরা আন-নিসার এক শত আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে তাঁর পদদ্বয় রাখতেন, সেখানে আমার পদদ্বয় রাখতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা তিলাওয়াত করতেন তা তিলাওয়াত করতে আমি কোন দ্রুটি করিনি।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوُتْرِ

৪৭-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযের আরেক ধরনের কিরাআত ।

১৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَشْكَابِ النَّسَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১৭৩০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাক্বিহিসমা রক্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্বাহাল কাফিরুন ও কুল ছওয়াল্লাহ আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”।

১৭৩১- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتَرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৩১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন।

১৭৩২- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

১৭৩২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةٍ فِيهِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : উক্ত হাদীস শো'বা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

১৭৩৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَزَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتَرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ .

১৭৩৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস” এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

১৭৩৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ وَزَيْدٌ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسْمِ رِبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَرَفَعُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ . رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৪। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামায়ে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস” এবং তৃতীয়বার ‘সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস’ উচ্চস্বরে বলতেন।

১৭৩৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسْمِ رِبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَفَرَعَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا طَوَّلَ فِي الثَّلَاثَةِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৫। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামায়ে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস” এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

১৭৩৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسْمِ رِبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

১৭৩৭- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَأَذًا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১৭৩৭। ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। তিনি নামায শেষ করে তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيهِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : উক্ত হাদীস মালেক ইবনে মিজওয়াল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

১৭৩৮- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

১৭৩৮। ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

১৭৩৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُرْسَلٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ .

১৭৩৯। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে আবযা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

১৭৪- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

১৭৪০। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৫০-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস শো'বা (র) থেকে কাতাদা (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

১৭৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَزْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا .

১৭৪১। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে “সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরা তিনটি পড়তেন। তিনি নামায শেষ করে তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”।

১৭৪২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَمْدُ فِي الثَّالِثَةِ .

১৭৪২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। নামাযশেষে তিনি তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস” এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

১৭৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتَرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى . خَالَفَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

১৭৪৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা “সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা” পড়তেন।

১৭৪৪- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شَبَابَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .

১৭৪৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সূরা “সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা” পড়তেন।

১৭৪৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا .

১৭৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সূরা “সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা” পড়লো। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞাসা করেন : কে সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা” পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বলেন : আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমার থেকে কিরাআত ছিনিয়ে নিয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوُتْرِ

৫১-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযের দোয়া।

১৭৪৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ

تَوَلَّيْتَ وَبَارَكَ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَفَنِيْ شَرًّا مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

১৭৪৬। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেতের নামাযের কুনূতে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেন : “আল্লাহুমা হদীনী ফীমান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ‘তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা” (হে আল্লাহ! তুমি যাদের সংপথে পরিচালিত করেছো, আমাকেও তাদের পথে চালাও। তুমি যাদের সুস্থ রেখেছো, আমাকেও তাদের সাথে সুস্থ রাখো। তুমি যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছো, আমাকেও তাদের সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করো। তুমি যা দান করেছো তাতে আমাকে বরকত দাও। তোমার নিষ্পত্তি অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। নিশ্চয় তুমি সিদ্ধান্ত দান করো এবং তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে কখনো অপমানিত হয় না। আমাদের প্রভু! তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ)।

১৭৪৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوُتْرِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارَكَ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَفَنِيْ شَرًّا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ .

১৭৪৭। হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, বেতের নামাযে পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বাক্য আমাকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন : তুমি বলো, “আল্লাহুমা হদীনী ফীমান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ‘তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা। সাল্লাল্লাহু আলান-নাবিয়্যি মুহাম্মাদিন।”

১৭৪৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهَشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْقَزَارِيِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتَرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاةِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৭৪৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর বেতের নামাযের শেষে বলতেন : “আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিরদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্‌সী ছানাআন আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা। (হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তোষ থেকে এবং তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার (ক্রোধ) থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত। তুমি তেমন গুণেই গুণান্বিত যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেছো)।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ

৫২-অনুচ্ছেদ : বেতের নামাযে দোয়া কনূত পড়ার সময় দুই হাত উপরে উঠানো পরিহার করা।

١٧٤٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ .

১৭৪৯। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর কোন দোয়ায় তাঁর দুই হাত উপরে তুলতেন না, ইসতিসকার দোয়া ব্যতীত। শো'বা (র) বলেন, আমি ছাবিত (র)-কে বললাম, আপনি কি এই হাদীস আনাস (রা)-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, আপনি কি তার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ।

بَابُ قَدْرِ السَّجْدَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায পড়ার পর সিজদার পরিমাণ।

١٧٥٠- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُصَلِّيْ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَيَمَّا بَيْنَ اَنْ يَّفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ
بِاللَّيْلِ سَوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرًا مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً .

১৭৫০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা এশার নামায শেষে ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফজর নামাযের দুই রাকআত সুনাত ব্যতীত এগারো রাকআত নামায পড়তেন। তিনি এতো দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তোমাদের কেউ ততোক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারতো।^১

১. মুওয়াত্তার বিভিন্ন সংকলনে হাদীসটি বিভিন্নভাবে উক্ত হয়েছে। এখানে বেতের বাদে আট রাকআত, অপর সংকলনে দশ রাকআত এবং ইয়াহইয়া আন্দালুসীর সংকলনে অর্থাৎ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এ (বেতের অনুচ্ছেদ) বারো রাকআত উল্লেখ আছে।

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, তার স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহর দীনের পথে অবিচল থেকে ব্যাপকভাবে তার প্রচার-প্রসারের মানসিক শক্তি অর্জন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করার শক্তি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন বিধিবদ্ধ ইবাদতের সাথে সাথে ঐচ্ছিক নৈশ ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে বাধ্যতামূলক ইবাদতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন : “এবং রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কয়েম করো, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য” (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)। “হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ্রত হও, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত বা তদপেক্ষা কিছু বেশি” (সূরা মুযাযিল : ১-৪)। “রাতে উত্থান (প্রবৃত্তিকে) দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও” (সূরা মুযাযিল : ৬-৮)। “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করো, তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও” (মুযাযিল : ২০)। “তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। রাতের শেষভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো” (সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮)।

তাই নবী ﷺ-এর জীবনধারায় আমরা লক্ষ্য করি রাতের ইবাদতের কঠোর অনুশীলন, সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও। তবে তাঁকে প্রতিটি অনুশীলনেই ভারসাম্য বজায় রাখতে লক্ষ্য করা যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, “তুমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে” (বুখারী : ১০৭০ নং হাদীস)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কখনো বেতেরসহ ১৩ রাকআত, কখনো ১১ রাকআত, কখনো ৯ রাকআত, আবার কখনো ৭ রাকআত নফল নামায পড়তেন, তার মধ্যে বেতের হতো কখনো এক রাকআত, কখনো তিন রাকআত আবার কখনো পাঁচ রাকআত। তবে অধিকাংশ সময় তিনি বেতের এক অথবা তিন রাকআত পড়তেন। এ সম্পর্কে বেশির ভাগ হাদীস উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ১১ রাকআত নামায পড়তেন। তিনি এক একটি সিজদা এতো দীর্ঘ করতেন যে, তোমাদের যে কেউ ততোক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতো” (বুখারী : ১০৫১, মুসলিম : ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯৬; আবু

দাউদঃ ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৪১; তিরমিযীঃ ১১৪, ইবনে মাজা ১৩৫৮)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাক্‌আত করে পড়তেন এবং বেতের এক রাক্‌আত। ইমাম মালেক (র)-র আল-মুওয়াত্তায় ও তদ্রূপ উল্লেখ আছে (বেতের নামায অধ্যায়)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাতে দশ রাক্‌আত নফল নামায পড়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাতে এই নামায পড়তে সক্ষম না হলে তিনি দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়ে নিতেন (মুসলিমঃ ১৬০৯, ১৬১৩, ১৬১৪; তিরমিযীঃ ৪১৮; আবু দাউদঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের (নফল) নামায ছিল সাত রাক্‌আত অথবা নয় রাক্‌আত অথবা এগারো রাক্‌আত, বেতের ও ফজরের সুন্নাতও তার অন্তর্ভুক্ত (বুখারীঃ ১০৬৮)। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের ও ফজরের সুন্নাতসহ মোট ১৩ রাক্‌আত নামায পড়তেন (বুখারীঃ ১০৬৯; আবু দাউদঃ ১৩৫৯, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০; মুসলিমঃ ১৫৯০, ১৫৯২)। আবু দাউদের ১৩৫৯ নং হাদীস অনুযায়ী ছয় রাক্‌আত নফল, পাঁচ রাক্‌আত বেতের এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। মুসলিমের ১৫৯০ এবং আবু দাউদের ১৩৩৮ নং হাদীস অনুযায়ী ১৩ রাক্‌আতের মধ্যে পাঁচ রাক্‌আত বেতের। মুসলিম ১৫৯২ নং হাদীস অনুসারে উক্ত তেরো রাক্‌আতের মধ্যে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদের ১৩৪০ নং হাদীস অনুযায়ী আট রাক্‌আত নফল, এক রাক্‌আত বেতের, দুই রাক্‌আত বসে পড়া নফল এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। আয়েশা (রা) কর্তৃক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামায ছিল দশ রাক্‌আত, আট রাক্‌আত অথবা ছয় রাক্‌আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাস বা অন্য সময়ে (রাতে) এগারো রাক্‌আতের অধিক (নফল) নামায পড়তেন না। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়তেন, তাঁর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না, অতঃপর তিন রাক্‌আত (বিতর) পড়তেন (বুখারীঃ ১০৭৬, মুসলিমঃ ১৫৯৩, তিরমিযীঃ ৪২৫; মুওয়াত্তা, বেতের অনুচ্ছেদ)। তিরমিযীর বর্ণনায় এক রাক্‌আত বেতের উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীস অনুসারে বেতের তিন রাক্‌আত হলে নফল আট রাক্‌আত এবং বেতের এক রাক্‌আত হলে নফল হবে দশ রাক্‌আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন, আট রাক্‌আত পড়ার পর বেতের পড়তেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত পড়তেন, অতঃপর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্‌আত পড়তেন (মুসলিমঃ ১৫৯৪, আবু দাউদঃ ১৩৫২)। এ হাদীস অনুযায়ী হাক্কী নফলসহ রাতের নফল নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা হয় দশ।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জাগ্রত হয়ে উঠে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন, অষ্টম রাক্‌আতে বসে দোয়া পড়তেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাক্‌আত পড়তেন, অতঃপর দোয়া করে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন (মুসলিমঃ ১৬০৯, আবু দাউদঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)। এ হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ এক সালামে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন, যার মধ্যে এক রাক্‌আত ছিলো বেতের এবং তিনি অষ্টম ও নবম রাক্‌আতে বৈঠক করতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত (হাক্কী) নফল নামায পড়তেন। অর্থাৎ তিনি দশ রাক্‌আত নফল নামায পড়তেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায ছিল দশ রাক্‌আত, এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতও পড়তেন। এই হলো তেরো রাক্‌আত (মুসলিমঃ ১৫৯৭)। ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা গ্রন্থেও ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতসহ তেরো রাক্‌আতের উল্লেখ আছে (বেতের নামায অনুচ্ছেদ)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে চার রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন, কখনো ছয় রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন, কখনো আট রাক্‌আতও পড়তেন এবং

(কখনো) তিনি মোট তেরো রাকআত নামায পড়তেন। তিনি কখনো সাত রাকআতের কম এবং তেরো রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি কখনো ফজরের সুনাত ত্যাগ করতেন না (আবু দাউদ : ১৩৬২)। এই হাদীসে আয়েশা (রা)-র মুখেই তৎকর্তৃক বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সারাংশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের নামায রীতিমত আট রাকআতই পড়তেন না, বরং বারো থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দেখা যাক, অপরাপর সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের নামায কিরূপ? তিনি বলেন, দুই রাকআত করে। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকআত বেতের পড়ে নিও (বুখারী : ১০৬৬; মুসলিমঃ ১৬১৮, ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২১, ১৬৩০, ১৬৩১, ১৬৩৩; আবু দাউদ : ১৩২৬; তিরমিযী : ৪১২)। এ হাদীসে রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যার উল্লেখ নাই, তবে তা দুই রাকআত করে পড়তে হবে এবং এক রাকআত বেতেরের কথা উল্লেখ আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর রাতের নামায ছিলো তেরো রাকআত (বুখারী : ১০৬৭)। উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে ঘুমানোর রাতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায তেরো রাকআত পূর্ণ হলো (মুসলিম : ১৬৫৮)। মুসলিমের ১৬৬১ ও ১৬৬৪ নং হাদীসেও তেরো রাকআতের উল্লেখ আছে (তিরমিযী ৪১৬, ইবনে মাজা ১৩৬৩)। মুসলিমের ১৬৫৯ নং হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই রাকআত করে মোট বারো রাকআত নামায পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। অতঃপর মুআযযিন এলে তিনি ফজরের দুই রাকআত সুনাত পড়েন। ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা গ্রন্থের বেতের অনুচ্ছেদেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুনান আবু দাউদে ১৩৬৭ নং হাদীসের বক্তব্যও তাই, তবে এখানে এক রাকআত বিতরের উল্লেখ আছে। মুসলিমের ১৬৬২ এবং আবু দাউদের ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ নম্বর হাদীসে এগারো রাকআত উল্লেখ আছে এবং আবু দাউদের বর্ণনায় তার মধ্যে এক রাকআত বিতরের উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ১৬৬৯ নম্বর হাদীসে ছয় রাকআতের উল্লেখ আছে। আবু দাউদের ১৩৫৩ নং হাদীসেও ছয় রাকআত এবং বেতের তিন রাকআত উল্লেখ আছে। একই গ্রন্থের ১৩৫৫ নং হাদীসে (ফাদল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত) এক রাকআত বেতেরসহ এগারো রাকআত উল্লেখ আছে।

অতএব আমরা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ন্যায় ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বারো রাকআত থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আট রাকআতই পড়তেন, এরূপ দাবি যথার্থ নয়।

যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাকআত পড়েন, তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর দুই রাকআত পড়েন, তারপর দুই রাকআত পড়েন যা তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাকআত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাকআত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাকআত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাকআত পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। এই হলো মোট তেরো রাকআত (মুসলিমঃ ১৬৭৪, আবু দাউদ : ১৩৬৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বেতের অনুচ্ছেদ; ইবনে মাজা : ১৩৬২)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল (তাহাজ্জুদ) নামায বারো রাকআত পড়তেন এবং সবগুলো হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় বারো রাকআতই পড়তেন, আট রাকআত নয়।

التَّسْبِيحُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُتْرِ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ فِيهِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায পড়ার পর তাসবীহ পড়া এবং এই প্রসঙ্গে সুফিয়ান (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৭৫১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْحِ اسْمِ

এই স্থানে কয়েকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাতেন, তারপরও তাঁর নামাযের রাকআত সংখ্যা এতো কম কেন? তার কারণ এই যে, তিনি এসব নামাযে সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা, মাইদা ও আনআমের মতো দীর্ঘ সূরা পড়তেন, রুকু-সিজদায়ও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন এবং দীর্ঘ দোয়া পড়তেন, আমাদের মতো ফাতিহা ও আলাম তারা দ্বারা নামায শেষ করতেন না। তাছাড়া তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাতে। এভাবে তাঁর রাত শেষ হয়ে যেতো।

(দুই) এখন প্রশ্ন হলো, রাতে বারো রাকআতের অধিক নামায পড়া কি জায়েয আছে? আমরা নিশ্চিত জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের রাকআত সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু নফল নামাযের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায যেমন ঐচ্ছিক নামায, তেমনি ইচ্ছা করলে তা বারো রাকআতের অধিকও পড়া যায়। দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ দোয়া খুব কম লোকেরই জানা আছে। অতএব তারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাগুলো দ্বারা অধিক সংখ্যক রাকআত নামায পড়ে, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, রমযান মাসেও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ বারো রাকআত নামায পড়তেন? এখানে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মাসগুলোর রাতের নফল নামায সালাতুল লাইল (রাতের নামায) বা সালাতুত তাতাক্বু (ঐচ্ছিক নামায) নামে অভিহিত এবং রমযান মাসের রাতের নামায কিয়ামুল লাইল (রাতের দাঁড়ানো) নামে অভিহিত। এই মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই নামাযই পড়তেন। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে (কাবার চত্বরে) ও মদীনার মসজিদে নববীতে বর্তমান কালেও রমযান মাসের রাতের প্রথমার্শে বিশ রাকআত তারাবীহ নামায (দুইজন ইমাম দশ রাকআত করে পড়ান) এবং শেষার্শে সাহরীর পূর্বে বারো রাকআত নামায পড়া হয়। উক্ত দুই নামাযের পরও লোকেরা ঐ দুই মসজিদে রমযান মাসে সারা রাত নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দুরূদ পাঠে মশগুল থাকেন।

অবশ্য সিহাহ সিতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারাবীহ নামাযের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু তাতে তার রাকআত সংখ্যা উল্লেখ নাই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নামায পড়ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে নামাযে যোগদান করেন। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায পড়েন এবং লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট যাননি। ভোরবেলা তিনি বলেন, তোমরা যা করেছো আমি তা দেখেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে এ আশংকাই আমার প্রতিবন্ধক ছিল যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয করা হয় কিনা। এটি রমযান মাসের ঘটনা (বুখারী : ১০৫৭, মুসলিম : ১৬৫৩, ১৬৫৪; আবু দাউদ, ১২৭৩, ১৩৭৪)। হাদীসটি আবু যার (রা) কর্তৃকও বর্ণিত আছে (আবু দাউদ : ১৩৭৫, তিরমিযী : ৭৫৩; ইবনে মাজা : ১৩২৭) (অনুবাদক)।

رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

১৭৫১। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”।

১৭৫২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . خَالَفَهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدٍ .

১৭৫২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”।

১৭৫৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نُعَيْمٍ أَتَيْتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدٍ وَأَتَيْتُ أَصْحَابَ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ ثُمَّ الْأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ زَيْدٍ فَقَالَ يَمْدُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ .

১৭৫৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন ও কুল হওয়ালাহ আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদুস”।

১৭৫৪ - أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمْدُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ .

১৭৫৪। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন ও কুল হওয়ালাহ আহাদ সূরা তিনটি পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদুস” এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

১৭৫৫ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ أَرْسَلَهُ هِشَامٌ .

১৭৫৫। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরুন ও সূরা আল-ইখলাস পড়তেন। তিনি নামাযশেষে বলতেন : “সুবহানালা মালিকিল কুদুস।” হিশাম (র) হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৭৫৬ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثِ .

১৭৫৬। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামায পড়তেন... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববত।

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوُتْرِ وَبَيْنَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : বেতের নামায ও ফজরের সুন্নাত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে
নফল নামায পড়া বৈধ।

১৭৫৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً تِسْعَ رُكْعَاتٍ قَائِمًا يُؤْتِرُ فِيهَا وَرُكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْوُتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৫৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি তেরো রাকআত নামায পড়তেন, নয় রাকআত দাঁড়ানো অবস্থায়, তাতে তাঁর বেতের নামাযও অন্তর্ভুক্ত এবং দুই রাকআত বসা অবস্থায় পড়তেন। তিনি তাতে যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন, অতঃপর রুকু ও সিজদা করতেন। এই দুই রাকআত বেতের নামাযের পর পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি ফজর নামাযের আযান শুনতেন তখন দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া।

১৭৫৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمَّةٌ أَصْحَابُ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا .

১৭৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না।

১৭৫৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
১৭৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত কখনো ত্যাগ করতেন না।

১৭৬০- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

১৭৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

بَابُ وَقْتِ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত।

১৭৬১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَدَّى لِبَلَدٍ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১৭৬১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ফজরের নামাযের আযান দেয়া হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

১৭৬২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

১৭৬২। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট ফজর আলোকিত হলে তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন।

الْأَضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ

৫৮-অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শয়ন।

১৭৬৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يُتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ .

১৭৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, মুআযযিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে নীরব হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ওয়াক্ত স্পষ্ট হওয়ার পর এবং ফজরের ফরয নামায পড়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক'আত নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

بَابُ ذِمٍّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : নৈশ ইবাদত ত্যাগকারী নিন্দনীয়।

১৭৬৪- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৭৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি অমুক ব্যক্তির অনুরূপ হয়ো না। সে নৈশ ইবাদত করতো, কিন্তু তা ছেড়ে দিয়েছে।

১৭৬৫- أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَرْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৭৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির অনুরূপ হয়ো না। সে রাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হতো, কিন্তু তা ত্যাগ করেছে।

بَابُ وَقْتِ رُكْعَتِي الْفَجْرِ وَذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ

৬০-অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত এবং নাফে (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৭৬৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رُكْعَتِي الْفَجْرِ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৬৬। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তেন। এই দুই রাকআত সংক্ষেপে পড়তেন।

১৭৬৭- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكُعُ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৭৬৭। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের মতে, উভয় হাদীসেই ভুল আছে। আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত।

১৭৬৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُعُ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالصَّلَاةِ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৬৮। হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৬৭- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هُوَ وَنَافِعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ .

১৭৬৯। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সখক্ষিপ্তভাবে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

১৭৭০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

১৭৭০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সখক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত ফজরের সুন্নাত নামায পড়তেন।

১৭৭১- أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ .

১৭৭১। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

১৭৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

১৭৭২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, ফজরের নামাযের আযান দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৭৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭৩। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, মুআয্যিনের আযান শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৭৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ .

১৭৭৪। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, মুআয্যিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে চুপ হলে এবং ফজরের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৭৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার বোন হাফসা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

১৭৭৬। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ফজরের ওয়াক্তের সূচনা হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকআত (ফজরের সূনাত) নামায পড়তেন।

১৭৭৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭৭। হাফসা (রা) বলেন, ফজরের সূচনা হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাকআত সন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়তেন না।

১৭৭৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَوَى سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ .

১৭৭৮। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ভোরের নামাযের আযান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয) নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাকআত (সন্নাত) নামায পড়তেন।

১৭৭৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

১৭৭৯। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (সন্নাত) নামায পড়তেন, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর।

১৭৮০- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

১৭৮০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফজরের ওয়াক্ত আলোকিত হলে পর তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন।

১৭৮১- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

১৭৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

১৭৮২- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رُكْعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

১৭৮২। আবু সালামা (র) আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাকআত নামায পড়তেন। যেমন তিনি আট রাকআত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, তারপর তিন রাকআত বেতের নামায পড়তেন, তারপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং তাতে রুকু করতে চাইলে দাঁড়াতেন, তারপর রুকু করতেন। আর ফজর নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।২

১৭৮৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

১৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আযান শোনার পর সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়তেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস।

১৭৮৪- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ .

১৭৮৪। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সুরায়হ আল-হাদরামী (রা)-এর উল্লেখ করা হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে কুরআনকে বালিশরূপে শিথান দেয় না (রাতে কুরআন না পড়ে ঘুমায় না)।

بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

৬১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাতে নিয়মিত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে তার গভীর ঘুম আসলে।

১৭৮৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٌ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ .

১৭৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে অভ্যস্ত তার প্রবল ঘুম চেপে বসলে (এবং নামায পড়তে না পারলেও) আল্লাহ তাকে তার নামাযের সওয়াব দান করেন এবং তার ঘুম তার জন্য সদাকারূপে গণ্য হয়।

اسْمُ الرَّجُلِ الرِّضَى

৬২-অনুচ্ছেদ : প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম।

১৭৮৬- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَاةٌ صَالِحًا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ .

১৭৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার নিয়মিত নামায আছে যা সে রাতে পড়ে থাকে, সে তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে তা সদাকারূপে গণ্য হয় যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে দান করেন এবং তিনি তার জন্য তার নামাযের (সমান) সওয়াব লিখে রাখেন।

১৭৮৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

১৭৮৭। আহমাদ ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ..পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু জাফর আর-রাযী (র) হাদীস শাস্ত্রে শক্তিশালী নন।

بَابُ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ فَنَامَ

৬৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার সংকল্প নিয়ে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে গেলো।

১৭৮৮- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُؤدٍ بْنِ غَفْلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالَفَهُ سُفْيَانُ .

১৭৮৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার জন্য উঠার সংকল্প করে বিছানায় গেলো, কিন্তু প্রবল ঘুমে তার ভোর হয়ে গেলো, তার সংকল্প অনুসারে তার জন্য সওয়াব লিখা হয় এবং তার ঘুম তার মহামহিম প্রভুর পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

১৭৮৯- أَخْبَرَنَا سُؤدٌ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُؤدَ بْنَ غَفْلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا .

১৭৮৯। সুয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু যার (রা) ও আবু দারদা (রা) থেকে এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ

৬৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘুম বা অসুস্থতার কারণে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে পারেনি সে দিনের বেলা কতো রাক্‌আত নামায পড়বে?

১৭৭০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৭৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা ঘুমের প্রাবল্য বা অসুস্থতার কারণে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন।

بَابُ مَتَى يَقْضَى مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি ঘুমের কারণে তার রাতের কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারলে তা কখন পড়বে?

১৭৭১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৭৯১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার রাতের নির্ধারিত তিলাওয়াত বা তার অংশবিশেষ পড়তে না পারলে এবং তা ফজর ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিলে তার অনুকূলে (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে।

১৭৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ قَالَ عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৭৯২। উমার ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে তার রাতের ওযীফা আদায় করতে পারেনি সে তা ফজর ও যুহরের মাঝখানে আদায় করলে যেন তা রাতেই আদায় করেছে।

১৭৭৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ قَاتَهُ حَزَنُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتُهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ . رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوفًا .

১৭৯৩। উমার ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তার রাতের ওযীফা আদায় করতে পারেনি এবং তা সূর্যোদয় থেকে যুহরের নামাযের পূর্বে পড়েছে, সে তা ত্যাগ করেনি বা সে যেন তা পড়তে পেরেছে। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) এটি মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৭৭৪- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَنْ قَاتَهُ وَرَدَّهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلَاةِ قَبْلِ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ .

১৭৯৪। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার রাতের নির্দ্ধারিত তিলাওয়াত করতে পারেনি সে যেন তা যুহর নামাযের পূর্বেই পড়ে নেয়। তাহলে তা রাতের নামাযে পড়ার সমতুল্য গণ্য হবে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَذَكَرَ اخْتِلَافَ النَّاقِلِينَ فِيهِ لَخَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي ذَلِكَ وَالْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ

৬৬-অনুবাদ : যে ব্যক্তি দিন-রাতের মধ্যে ফরয নামায ব্যতীত আরো বারো রাকআত নামায পড়ে তার সওয়াব। উক্ত বিষয় সংক্রান্ত হাদীস উম্মু হাবীবা (রা) থেকে এবং আতা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

১৭৭৫- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৭৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে সে জান্নাতে যাবে। যুহর নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকআত, এশার নামাযের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত।

١٧٩٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى اسْتِجَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৭৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে, মহামহিম আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তা হলো : যুহর নামাযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকআত, এশার নামাযের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত।

١٧٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سَوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৭৯৭। উম্ম হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার দিন-রাতের ফরয নামায ছাড়া আরো বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ এগুলোর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

١٧٩٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَرَكُّعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَوَّى الْمَكْتُوبَةَ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৭৯৮। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি জুমুআর নামাযের পূর্বে বারো রাকআত নামায পড়েন। এ ব্যাপারে আপনি কী জানতে পেরেছেন? তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করা হয় যে, উম্মু হাবীবা (রা) আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামায ব্যতীত আরো বারো রাকআত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

১৭৭৭- أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنبَسَةَ .

১৭৯৯। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাকআত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আতা (র) আনবাসা থেকে সরাসরি কিছু শুনেনি।

১৮০০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي أَخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ خَالَفَهُمْ أَبُو يُونُسَ الْقُسَيْرِيُّ .

১৮০০। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) বলেন, আমি তায়েফ গিয়ে আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মুম্বু অবস্থায় ছিলেন। আমি তার মধ্যে ভীতিভাব লক্ষ্য করে বললাম, আপনি তো ভালো অবস্থায় আছেন। তিনি বলেন, আমার বোন উম্মু হাবীবা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে বারো রাকআত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

১৮০১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৮০১। উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক যুহর নামাযের পূর্বে বারো রাক্‌আত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

১৮০২- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنَسَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاحُنْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

১৮০২। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বারো রাক্‌আত নামায, যে ব্যক্তি তা পড়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন : যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত এবং যুহরের পরে দুই রাক্‌আত, আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের (ফরয নামাযের) পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত।

১৮০৩- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَنَسَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

১৮০৩। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন : যুহরের পূর্ব চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, আসরের পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

১৮০৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنَسَةَ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً سَوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৮০৪। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের অতিরিক্ত দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়। যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, আসরের পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফযরের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

৬৭-অনুচ্ছেদ : ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে উগরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

১৮০৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৫। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

১৮০৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً سَوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৬। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

১৮০৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ وَحِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
لَمْ يَرْفَعَهُ حُصَيْنٌ وَأَدْخَلَ بَيْنَ عَنَبَسَةَ وَبَيْنَ الْمُسَيْبِ ذِكْرَانِ .

১৮০৭। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। হুসাইন (র) হাদীসটি মারফুর্ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আনবাসা ও মুসাইয়্যাবের মাঝখানে যাকওয়ানকে স্থাপন করেছেন।

১৮০৮- ۱۸۰۸- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ
الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذِكْرَانِ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ
أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৮। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

১৮০৯- ۱۸۰۹- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً
سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ أَوْ بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৯। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয নামাযের অতিরিক্ত দৈনিক বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন বা তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

১৮১০- ۱۸۱۰- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ رُكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৮১০। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

১৮১১- ۱۸۱۱- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى
فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮১১। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাকআত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

১৮১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سَوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجِهٍ سِوَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

১৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা ভুল এবং মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তিনি হলেন ইবনুল ইসবাহানী। হাদীসখানি উপরোক্ত সূত্রে ও মূল পাঠ ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও ভিন্নতর পাঠে বর্ণিত হয়েছে।

১৮১৩- أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ .

১৮১৩। হাসসান ইবনে আতিয়া (র) বলেন, আনবাসার মুম্বু আবস্থায় তাকে বলা হলে তিনি বলেন, শোন! আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার দেহকে দোষখের জন্য হারাম করে দেন। (উম্মু হাবীবা বলেন) এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি উক্ত নামায ত্যাগ করিনি।

১৪১৪- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَجُلٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ الْقَاسِمِ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَبِيبَهَا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ أَخْبَرَهَا قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسَّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৮১৪। উম্মু হাবীবা (রা)-এর পরম প্রিয়জন আবুল কাসেম রা তার নিকট বর্ণনা করে বলেন : যে মুমিন ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের পর) চার রাক্‌আত নামায পড়ে, মহামহিম আদ্বাহর মর্জি তার মুখমণ্ডল কখনো দোযখের আগুনে স্পর্শ করবে না।

১৪১৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ .

১৮১৫। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স বলতেন : যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে চার রাক্‌আত নামায পড়ে, মহামহিম আদ্বাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

১৪১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدُ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْرَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَتْ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنَسَةَ شَيْئًا .

১৮১৬। মারওয়ান বলেন, এই হাদীস উম্মু হাবীবা (রা)-নবী স সূত্রে সাঈদ (রা)-এর নিকট পাঠ করা হলে তিনি তার স্বীকৃতি দিতেন এবং অস্বীকার করতেন না। আর তিনি

(সাইদ) আমাদের নিকট হাদীসখানা বর্ণনাকালে মারফুর্নামে বর্ণনা করতেন না। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

১৮১৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَخَذَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سَفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ .

১৮১৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো এবং তার অস্থিরতা বেড়ে গেলো তখন তিনি বলেন, আমার বোন উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামাযে অভ্যস্ত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

১৮১৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيثِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنَسَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصُّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

১৮১৮। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) এবং পরে চার রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তাকে দোযখ স্পর্শ করতে পারবে না। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাদীসের সনদে ভুল আছে। সঠিক হলো, সাইদ ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে মারওয়ান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুনান আন-নাসাই

(ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৮৭৬ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)
২. كِتَابُ الْمِيَاهِ (পানির বর্ণনা)
৩. كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاظَةِ (হায়েয ও ইসতিহাযা)
৪. كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيْمُمِ (গোসল ও তাইয়াম্মুম)
৫. كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)
৬. كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ (নামাযের ওয়াক্তসমূহ)
৭. كِتَابُ الْأَذَانِ (আযান)
৮. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ (মসজিদসমূহ)
৯. كِتَابُ الْقِبْلَةِ (কিবলার বিবরণ)
১০. كِتَابُ الْأِقَامَةِ (ইমামতি করা)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৮৭৭ নং হাদীস থেকে ১৮১৮ নং হাদীস)

১১. كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ (নামাযের সূচনা)
১২. كِتَابُ التَّطْبِيقِ (সমন্বয়, দুই হাঁটুর মাঝখানে দুই হাত স্থাপন)
১৩. كِتَابُ السَّهْوِ (সাহু সিজদা)
১৪. كِتَابُ الْجُمُعَةِ (জুমুআর নামায)
১৫. كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (সফরে কসরের নামায)
১৬. كِتَابُ الْكُسُوفِ (চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায)
১৭. كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

১৮. كِتَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ (যুদ্ধক্ষেত্রে শংকাকালীন নামায)
 ১৯. كِتَابُ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ দুই ঈদের নামায)
 ২০. كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ (রাত ও দিনের নফল নামায)

তৃতীয় খণ্ড

(১৮১৯ নং হাদীস থেকে ২৮১৭ নং হাদীস)

২১. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)
 ২২. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)
 ২৩. كِتَابُ الزُّكَاةِ (যাকাত)
 ২৪. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

চতুর্থ খণ্ড

(২৮১৮ নং হাদীস থেকে ৩৭০১ নং হাদীস)

২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ—অবশিষ্টাংশ)
 ২৬. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)
 ২৭. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)
 ২৮. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)
 ২৯. كِتَابُ الْخَيْلِ وَالسَّبْقِ وَالرِّمَى (ঘোড়দৌড়, প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজি)
 ৩০. كِتَابُ الْإِحْبَاسِ (আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দান)
 ৩১. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৭০২ নং হাদীস থেকে ৪৭০৯ নং হাদীস)

৩২. كِتَابُ النَّحْلِ (সস্তানকে দান করা)
 ৩৩. كِتَابُ الْهَبَةِ (হেবা বা উপটোকন)
 ৩৪. كِتَابُ الرُّقْبَى (জীবনস্বত্ব)

৩৫. كِتَابُ الْعُمْرِ (জীবনস্বত্ব)
৩৬. كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ (শপথ ও মানত)
৩৭. كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ (চাষাবাদ)
৩৮. كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ (تَحْرِيمُ الدِّمِّ) (বিদ্রোহ বা রক্তপাত হারাম)
৩৯. كِتَابُ قَسَمِ الْفَيْءِ (ফাই বন্টন)
৪০. كِتَابُ الْبَيْعَةِ (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ)
৪১. كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (আকীকা)
৪২. كِتَابُ الْفِرْعِ وَالْعَتِيرَةِ (ফারা ও আতীরা)
৪৩. كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (শিকার ও যবেহ)
৪৪. كِتَابُ الضَّحَايَا (কোরবানী)
৪৫. كِتَابُ الْبُيُوعِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪৭১০ নং হাদীস থেকে ৫৭৬১ নং হাদীস)

৪৬. كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْقَوَدِ وَالذِّيَّاتِ (সম্মিলিত শপথ, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকরণ ও দিয়াত)
৪৭. كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ (চোরের হস্তকর্তন)
৪৮. كِتَابُ الْإِيمَانِ وَشُرَائِعِهِ (ঈমান ও তার অনুশংগ)
৪৯. كِتَابُ الزَّيْنَةِ مِنَ السُّنَنِ (বাহ্যিক সাজসজ্জা বা রূপচর্চা)
৫০. كِتَابُ آدَابِ الْقَضَا (বিচারকদের আচরণবিধি)
৫১. كِتَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ (আশ্রয় প্রার্থনা)
৫২. كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা